চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 130 Tuesday, 11 April, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১৩০ সংখ্যা ❋ ২৭ চৈত্র, ১৪২৯, মঙ্গলবার, ১১ এপ্রিল, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

অধ্যক্ষদের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে তুলনা করলেন রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ এপ্রিলঃ পদাধিকারবলে রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য হলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কিছুদিন আগে রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তিনি। উপাচার্যরা যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের একটি সাপ্তাহিক রিপোর্ট নিয়ম করে রাজভবনে পাঠান, সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘটনার পর আজ সোমবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই দিনে দু’বার রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস। প্রথমে গিয়েছিলেন সকাল ১১টা নাগাদ সারপ্রাইজ ভিজিটে। তারপর সেখান থেকে রাজভবনে ফেরার পর দুপুরে ফের এক দফা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির সিভি আনন্দ বোস। দুপুর তিনটে নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকেন তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য আশিস চট্টোপাধ্যায় সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত কলেজগুলির অধ্যক্ষদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেছিলেন দুপুরে। মূল বিষয় ছিল, জাতীয় শিক্ষা নীতি সংক্রান্ত বিষয়। এদিন দুপুরে সেই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। জানা যাচ্ছে, কলেজের অধ্যক্ষদের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে তুলনা করেন তিনি। সূত্রের খবর, জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষরা যাতে অগ্রণী ভূমিকা নেন, সেই পরামর্শও দেন রাজ্যপাল তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য। রাজ্য সরকার যাতে এই বছর থেকেই জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করতে পারে, তার জন্য আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি। উপাচার্য জানান, ‘‘অধ্যক্ষদের সঙ্গে আজকের বৈঠক আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল। বিষয় ছিল নতুন শিক্ষানীতি। সেই বিষয়েই উনি (রাজ্যপাল) অধ্যক্ষদের সঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।’’ উপাচার্য জানান, অধ্যক্ষরা এটি চালু করতে তৈরি রয়েছেন। কিন্তু বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। মূলত, পরিকাঠামোগত সমস্যা এবং শিক্ষক সংক্রান্ত সমস্যা। কারণ, নয়া শিক্ষানীতিতে এমন কিছু বিষয় যুক্ত করা হয়েছে, যেগুলি পড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক অনেক ক্ষেত্রে নেই। সেই সমস্যার সমাধান হলে অধ্যক্ষদের এটি চালু করার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা নেই। কলেজের অধ্যক্ষদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াও স্নাতকোত্তর স্তরের অধ্যাপক ও ডিনদের সঙ্গেও আলোচনা করছেন রাজ্যপাল।

চাকরি দেওয়ার নামে ৫ কোটি টাকা নিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষক!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ এপ্রিলঃ নিয়োগ দুর্নীতিতে সামনে এল আরও এক নাম। পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক দীপক জানার বিরুদ্ধে উঠল বিস্ফোরক অভিযোগ। টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়ার কথা বলতেন বলে অভিযোগ উঠেছে দীপক জানার বিরুদ্ধে। এই প্রতিশ্রুতি দিয়েই নাকি তিনি কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। সেই শিক্ষকের বিরুদ্ধে সিবিআই-কে প্রাথমিক অনুসন্ধানের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চে ছিল সেই মামলার শুনানি। আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রাথমিক অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দেবে সিবিআই। পূর্ব মেদিনীপুরের বিচুনিয়া জগন্নাথ বিদ্যামন্দিরের ইংরেজির শিক্ষক দীপক জানা। বিরুদ্ধে সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার। অভিযোগ, ২০১৮ সাল থেকে গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, প্রাথমিক শিক্ষক সহ একাধিক দফতররে বা সরকারি পদে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রায় ৫ কোটি টাকার প্রতারণা করেছেন দীপক জানা। টাকা দিয়েও চাকরি পাননি বলে অভিযোগ জানিয়েছেন অনেকেই। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই এই মামলা হয়েছে। দীপক জানার বিরুদ্ধে টাকা দিয়ে চাকরি না পাওয়ার অভিযোগে দায়ের হয়েছে এফআইআরও। যেহেতু নিয়োগ দুর্নীতির অন্য মামলায় তদন্ত করছে সিবিআই, তাই এই মামলাও সিবিআইকে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিল আদালত।

জাতীয় দলের তকমা হারাল তৃণমূল কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ এপ্রিলঃ জাতীয় দলের তকমা হারালো তৃণমূল কংগ্রেস। সংবাদসংস্থার এএনআই-এর খবর অনুযায়ী, এ দিন এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কয়েকদিন ধরেই তৃণমূলের জাতীয় দলের তকমা থাকবে কি না, তা নিয়ে টানাপোড়েন চলছিল। জাতীয় দলের তকমা যাতে খারিজ করা না হয়, তার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে দরবার করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। শেষ পর্যন্ত তৃণমূলের আবেদনে সাড়া দিল না নির্বাচন কমিশন। একা তৃণমূল নয়, এ দিন একই ভাবে জাতীয় দলের তকমা হারিয়েছে সিপিআই এবং এনসিপিও। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে ২০১৬ সালে জাতীয় দলের তকমা পেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ফল পশ্চিমবঙ্গেও অনেকটা খারাপ হয়। ৩৪ থেকে কমে তৃণমূলের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ২২। গোয়া, ত্রিপুরার মতো রাজ্যে ভোটে লড়েও প্রত্যাশিত ফল পেতে ব্যর্থ হয় ঘাসফুল শিবির। যদিও মেঘালয়ে তুলনামূলক ফল ভাল হয় তৃণমূলের। যদিও তৃণমূলের জাতীয় দলের তকমা কেড়ে নেওয়ার দাবি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পাল্টা দরবার শুরু করে তৃণমূলও। তাঁরা দাবি করে, ২০১৬ সালে তৃণমূলকে জাতীয় দলের তকমা দিয়েছিল, তা ২০২৪ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকার কথা। ফলে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের ফল না দেখে নির্বাচন কমিশন যাতে কোনও সিদ্ধান্ত না নেয়, সেই আবেদন জানিয়েছিল তৃণমূল। যদিও নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত শুনে এ দিন কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি দলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়। তিনি জানিয়েছেন, এ বিষয়ে আইনি সাহায্য নেবে দল।

প্রতিটি জেলার জন্য দরাজহস্ত, নবান্ন থেকে বিরাট ঘোষণা মমতার!

জেলায় জেলায় অত্যাধুনিক অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছে দিচ্ছে নবান্ন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ এপ্রিলঃ রাজ্যজুড়ে এবার চালু হল নিখরচায় হাইটেক অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা। অর্থাৎ এ বার অ্যাম্বুল্যান্সে মিলবে মিনি হাসপাতালের পরিষেবা। এরকমই প্রযুক্তি নির্ভর অত্যাধুনিক অ্যাম্বুল্যান্স সোমবার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাথমিকভাবে এই ধরনের অ্যাম্বুল্যান্স রাজ্যজুড়ে ৩০টি চালু করা হল। এদিন নবান্নের ওই অনুষ্ঠান থেকে মমতা বলেন, ‘‘জেলায় জেলায় আরও ১৭৩টি কমিউনিটি সেন্টার করে দিচ্ছি। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে গণপ্লাবন হয়েছে। যারা স্বাস্থ্যসাথীতে ছিলেন না, তাদেরও স্বাস্থ্যসাথীতে আনা হচ্ছে।’’ মমতার সংযোজন, ‘‘জনগণের যেটা প্রয়োজন, সেটা আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করি। আগামী বৃহস্পতিবার ধনধান্যে স্টেডিয়াম উদ্বোধন হচ্ছে। আমি সবাইকে আসার জন্য বলব। বাংলা আরও একটা ইনডোর স্টেডিয়াম পাব। শনিবার শুভ নববর্ষ। আমি সবাইকে আগাম নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই।’’ এখানেই শেষ নয়, উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে মমতা বলেন, ‘‘এর আগে ৬২৫টিরও বেশি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা চালু করা হয়েছে সাংসদদের টাকা থেকে। একটি হাসপাতালের আইসিইউতে যা যা সুবিধা থাকে, এই অ্যাম্বুলেন্সগুলিতেই থাকবে সেই সব পরিষেবা। মোট ৩০টি অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে খরচ হয়েছে

১০ কোটি টাকা।’’ অনুষ্ঠান থেকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জন্য ১ কোটি টাকা দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি ৮৫টি কমিউনিটি সেন্টার চালু করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান আরও বলেন, ‘‘অনেকেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা পেতেন না। কারণ, যিনি স্বাস্থ্যসাথী পেতেন, তিনিই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতেন। কিন্তু আমরা নিয়ম পাল্টে দিয়েছি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে এবার তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও সুবিধা পাবেন।’’ প্রতিটি জেলা ও স্বাস্থ্য জেলায় মুখ্য স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের অফিস থেকে এই অ্যাম্বুল্যান্সগুলির পরিষেবা পরিচালিত হবে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, এই অ্যাম্বুল্যান্সগুলিতে রয়েছে ট্রান্সপোর্ট ভেন্টিলেটর, অক্সিজেন সাপোর্ট সিস্টেম, পোর্টেবল সাকশন মেশিন, মনিটর, ডিফিব্রিলেটার, সিরিঞ্জ পাম্প ও স্পাইন বোর্ডস। অনুরোধে এই হাইটেক অ্যাম্বুল্যান্সগুলির জন্য নিজেদের সংসদ তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য করেছেন তৃণমূল সাংসদেরা, এমনটাই নবান্ন সূত্রে খবর। পথ দুর্ঘটনাকে সামাল দেবার জন্য রাজ্যজুড়ে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে চলছে সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি। জেলা থেকেও এই পরিষেবা বিনা খরচায় পাওয়া যাবে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই পরিষেবাকে বিশেষ মাস্টার্স স্ট্রোক হিসাবেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার খোদ কলকাতা পুলিসের কর্তা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ এপ্রিলঃ নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডের জেরে গত বছর থেকেই সারা রাজ্য জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। সেই তদন্ত এখনও চলছে। তদন্ত চলাকালীন উঠে আসছে একাধিক ‘বড়’ নাম। গ্রেফতারও হয়েছেন অনেকে। সেই আবহেই প্রকাশ্যে এল আরও এক দুর্নীতির অভিযোগ। আর যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি এক জন পুলিশ আধিকারিক। পানশালার লাইসেন্স দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগে সোমবার গ্রেফতার করা হল কলকাতার পুলিশের অ্যাসিট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিক সোমনাথ ভট্টাচার্যকে। তিনি কলকাতা পুলিশের ব্যাটেলিয়নে কর্মরত ছিলেন।

অভিযোগ, পানশালার লাইসেন্স করিয়ে দেবেন বলে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রচুর টাকা ঘুষ নেন সোমনাথ। কিন্তু অনেক দিন পেরিয়ে গেলেও তিনি সেই লাইসেন্স করানোর ব্যবস্থা করেননি। টাকাও ফেরত দেননি। এর পরই বরাহনগর থানার দ্বারস্থ হন ওই ব্যবসায়ী। সোমনাথের বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ করেন। প্রথমে বরাহনগর থানার তরফে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হলেও পরে তদন্তভার যায় ব্যারাকপুর গোয়েন্দা বিভাগে। সোমবার তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

চাকরি বিক্রির ৪০ কোটি কে কে খেয়েছে? কী ভাবে?

প্রভাবশালীদের নাম-সহ বিস্ফোরক তথ্য ফাঁস অয়নের!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ এপ্রিলঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অয়ন শীলকে জেরায় এবার উঠে এল নয়া বিস্ফোরক তথ্য। জেরায় প্রকাশ অয়নের পুর দুর্নীতির টাকা পৌঁছত প্রভাবশালীদের কাছে। ইডি সূত্রে খবর, জেরায় অয়নের তোলা ৪০ কোটির ৭৫-৮০ শতাং প্রভাবশালীদের কাছে পৌঁছেছে। শুধু তাই নয়, জিজ্ঞাসাবাদে উঠে এসেছে ৪০ কোটির উপর ২০-২৫ শতাংশ কমিশন পান অয়ন। অয়নের বয়ান অনুযায়ী প্রভাবশালীদের তালিকা তৈরির দাবি করা হয়েছে বলেও খবর। উল্লেখ্য, দিন দিন ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছে নিয়োগ দুর্নীতি রহস্য। শিক্ষক কেলেঙ্কারি কাণ্ডে একে একে নাম জড়িয়েছে তৃণমূল নেতা-মন্ত্রী থেকে শুরু করে অনেকেরই। দুর্নীতির দায়ে ধৃত তৃণমূলের বিতাড়িত যুবনেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূত্র ধরে উঠে এসেছে প্রোমোটার অয়ন শীলের নাম। দুর্নীতি নিয়ে এবার ইডির তদন্তকারীদের কাছে বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি অয়ন শীলের। ইডি সূত্রে খবর, শিক্ষক দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত অভিযুক্ত অয়ন শীলকে জেরা করে বিস্ফোরক তথ্য এসেছে তাদের কাছে। তদন্তকারীদের দাবি, জেরায় অয়ন স্বীকার করেছেন, পুরসভায় চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রায় ৪০ কোটি টাকা তুলেছিলেন তিনি। যদিও সেই টাকার ভাগ কেবল অয়নই নয়, পকেটে গিয়েছে হেভিওয়েটদের। সূত্র বলছে, পুরসভার বিভিন্ন পদে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে যে ৪০ কোটি টাকা তুলেছিলেন অয়ন তার থেকে ২০ থেকে ২৫ টাকা কমিশন পেয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, ইডি সূত্রে খবর, জেরায় অয়ন জানিয়েছে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে যত টাকা উঠত তার মাত্র ২০ শতাংশই বরাদ্দ ছিল তার জন্য। বাকিটা অয়ন হয়ে পৌঁছে যেত পুরসভার বিভিন্ন প্রভাবশালীদের পকেটে। তবে কারা সেই প্রভাবশালী? ইডি সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই তাদের নাম জেরায় তদন্তকারীদের জানিয়েছে অয়ন। তার বয়ানের ওপর ভিত্তি করেই তালিকা তৈরি করছে ইডি। পাশাপাশি অয়নকে লাগাতার জেরা করে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য ইডির হাতে এসেছে বলেও সূত্রের খবর। ইডির দাবি, পুরসভা নিয়োগের জন্য রাজ্যের প্রায় ষাটটির বেশি পুরসভা থেকে কোটি কোটি টাকা তুলেছিলেন অয়ন। এক একটি পোস্টের জন্য আলাদা আলাদা রেট ছিল। অয়ন যে পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি করতে বিভিন্ন জনের থেকে যে কোটি কোটি টাকা তুলেছিলেন, তার তথ্যপ্রমাণ অয়নের হার্ড ডিস্ক থেকে পাওয়া গিয়েছে। অয়ন শীলকে আপাতত আগামী ১১ এপ্রিল পর্যন্ত জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

অগ্নিপথ প্রকল্পে ‘সুপ্রিম’ মান্যতা, সেনায় পূর্ববর্তী নিয়োগের আবেদন খারিজ করল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিলঃ প্রতিরক্ষায় অস্থায়ী নিয়োগের জন্য অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে এসেছিল কেন্দ্র। এই প্রকল্পের আওতায় ১৭ থেকে ২৩ বছরের যুবক-যুবতীদের নিয়োগের কথা বলেছে কেন্দ্র। চার বছরের জন্য প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োজিত যুবক-যুবতীরা পাবেন ‘অগ্নিবীরের’ সম্মান। তবে এই প্রকল্প ঘোষণা করার পরই দেশজুড়ে অগ্নিপথের বিরোধিতায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দেখা যায়। চারবছর পর অগ্নিবীরদের ভবিষ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিরোধীরা। প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীতে স্থায়ী নিয়োগের প্রক্রিয়া। তাই অগ্নিপথ প্রকল্প আসার আগে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বায়ুসেনায় পূর্ববর্তী নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবি নিয়েই শীর্ষ আদালতে আবেদন করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী নিয়োগ এবং অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে আবেদন দিল্লি হাইকোর্টও খারিজ করে দেওয়া হয়। হাইকোর্টে রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তাঁদের এই আবেদন এদিন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। গত ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লি হাইকোর্ট অগ্নিপথ প্রকল্পকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছিল। দিল্লি হাইকোর্ট রায়ে উল্লেখ করে, জাতীয় স্বার্থে এবং সশস্ত্র বাহিনী যাতে আরও ভালভাবে সজ্জিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্যই অগ্নিপথ প্রকল্পটি নিয়ে আসা হয়েছে। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দুটি আবেদন করা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। গোপাল কৃষ্ণাণ ও আইনজীবী এমএল শর্মা দুটি পৃথকভাবে আবেদন করেন। এক আবেদনকারীর বক্তব্য, অগ্নিপথ প্রকল্প কার্যকর হওয়ার পর সামরিক বাহিনীতে পূর্ববর্তী নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে গিয়েছে। এদিকে আইনজীবী এমএল শর্মার যুক্তি এই প্রকল্পটি কোনও এক্সিকিউটিভ আদেশের মাধ্যমে চালু করা যায় না। এর জন্য আইনের প্রণয়নের প্রয়োজন। তবে এই দুই আবেদনই সোমবার খারিজ করল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি পিএস নরসিমহা ও বিচারপতি জেবি পার্দিওয়ালার বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতির

বেঞ্চ জানায়, পূর্ববর্তী নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবি জানানোর কোনও অধিকার নেই প্রার্থীদের। অগ্নিপথ প্রকল্প আসার আগে বাকি থাকা নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করার সিদ্ধান্ত কোনও স্বেচ্ছাচারিতা নয়। আজ শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, বৃহত্তর জনস্বার্থ জড়িত থাকলে সবসময় পূর্ব অঙ্গীকার নাও মেনে চলা হতে পারে। এদিন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, ‘‘আমার এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কিছু নেই। এটা কোনও চুক্তি নয়। এটা জননিয়োগের একটি বিষয়। এদিকে আবেদনকারীদের হয়ে আইনজীবী অরুণাভ মুখোপাধ্যায় আদালতে স্পষ্ট করেন, তাঁরা এই অগ্নিপথ প্রকল্পটিকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন না। বরং সেনাবাহিনী ও বায়ুসেনায় পূর্বে ঘোষিত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা। তিনি উল্লেখ করেছেন, কোভিড সংক্রমণের কারণে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া অনেকবার স্থগিত করেছে। তারপর জুনেই এই অগ্নিপথ প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়। ফলে বায়ুসেনায় নিয়োগের পরীক্ষা হলেও তার ফলাফল প্রকাশিত হয়নি বলে উল্লেখ করেন আইনজীবী। তিনি আদালতের সামনে তুলে ধরেন, এই পরীক্ষা কোনওদিন বাতিল করা হয়নি। শুধু পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর প্রেক্ষিতে ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, ‘‘সেনায় নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া যেমন-শারীরিক ও মেডিক্যাল টেস্ট হয়েছে কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষা হয়নি। আর যখন নয়া প্রকল্প এল তখন পূর্ব প্রক্রিয়া আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়নি কর্তৃপক্ষ। অতএব আর কোনও প্রশ্নই থাকে না।’’ এরপর আইনজীবী জানান, আবেদনকারীদের নিয়োগ করা হলে অগ্নিপথ প্রকল্প কোনওভাবে প্রভাবিত হবে না। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার পক্ষের আইনজীবী অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য্য ভারতী আদালতে জানান, দিল্লি হাইকোর্টের রায়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘‘কোভিডের সময়ে বিভিন্ন ধরনের বিষয় ছিল। এটা কোনও যেমন তেমন করে বেছে নেওয়ার বিষয় ছিল না। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র ও জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখে আমাদের শূন্যপদ পূরণ করতে হয়েছিল।’’ এদিকে অন্য একটি মামলায় আরেক আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ বলেন, ‘‘ভারতীয় বায়ুসেনায় নিয়োগ প্রক্রিয়ার বেশ কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে যাওয়ার পর প্রভিশনাল তালিকায় নাম এসেছিল প্রার্থীদের।’’ চাকরি প্রার্থীর হয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘‘এক বছর ধরে নিয়োগপত্র দেওয়া হবে বলে বারবার বলা হয়েছে। কিন্তু তা বারংবার পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে...আমরা গোটা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। কিন্তু নিয়োগ করা হয়নি। এইসব মানুষদের দুর্দশা বুঝুন। তিন বছর ধরে তাঁরা অপেক্ষা করেই যাচ্ছেন।’’ এর উত্তরে প্রধান বিচাপরপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, ‘‘এরকম কোনও অধিকার দেওয়া হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে এটি স্বৈরাচারী নয়।’’ তবে প্রশান্ত ভূষণের অনুরোধে, আগামী ১৭ এপ্রিল ফের এই মামলা শোনার কথা জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। তবে বাকি দুটি আবেদন খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট।

অভিষেকের কড়া বার্তা

কাজ না হলে পদ থেকে সরিয়ে দেব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ এপ্রিলঃ বিধায়ক বা সাংসদদের যেমন অগ্নিপরীক্ষা দিয়ে জিতে আসতে হয়। পঞ্চায়েতেও আপনাদের তাই হবে। জেলা কমিটির বৈঠক থেকে পঞ্চায়েতে প্রার্থী নির্বাচনের নিয়ম বাতলে দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন স্পষ্ট বার্তায় অভিষেক বলেন, ‘‘এই বারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোনওরকম গা-জোয়ারি করে ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে আসব, এমন হবে না। কেউ যদি ভাবেন নিজের জায়গা ঠিক করতে দলের সর্বনাশ করবেন তা মানা হবে না। ১৮-র জন্য ১৯ সালে আসন কম পেয়েছিলাম তা হবে না। দরকার হলে ১০০ আসনে লড়াই হবে। রাজ্য থেকে নেতৃত্ব পাঠিয়ে নমিনেশন করাব বিরোধীদের।’’ এদিন অভিষেক বলেন, ‘‘‘‘আগামী ২৪ তারিখের মধ্যে অঞ্চল কমিটির পূর্ণাঙ্গ করতে হবে। একতরফা যদি কেউ কমিটি রিলিজ করে তাহলে তা বাতিল করে দেব। দলের স্বার্থে কাজ করুন আপনারা। ২০১৮ আর ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটে অনেক

ফারাক। তাই প্রার্থী নির্বাচনে অনেক পার্থক্য থাকবে। বিধায়ক-সাংসদ বাছাইয়ের মতো করে ভোট হবে এই পঞ্চায়েতে।’’ অভিষেকের কথায়, ‘‘আপনারা আপনাদের রেকমেন্ডেশন দলকে পাঠান। সবার সঙ্গে আলোচনা করে নাম পাঠান। এমন কিছু নাম এসেছে যাদের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ আছে। তাদের দল প্রার্থী করবে না।’’ পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থীপদ দিয়ে দলকে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে অভিষেক বলেন, ‘‘করে খাওয়ার জায়গা পঞ্চায়েত নয়। আপনাদের আবারও বলে দিচ্ছি, প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক করবেন। আপনাদের থেকে প্রাপ্ত তালিকা আমরা নেত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেব। মানুষের কাজ করুন। দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে মানুষের কাছে যাবেন। ব্লক সভাপতিরা যোগাযোগ রাখুন বিধায়কের সঙ্গে। আচ্ছা, আপনারা বুথ কর্মীদের খোঁজ কেন রাখেন না? তাদের বলছি, আপনারা কী ভাবছেন? অফিসে বসে হোয়াটসঅ্যাপে দল চলবে নাকি? পরের ভোটে জিতবেন কি করে? মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ান।’’ এদিন কালীঘাটের বৈঠক থেকে স্পষ্ট নাম করে উদয়ন গুহদের কড়া বার্তা দিলেন অভিষেক। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘‘অনেকে বিধায়ক করেননি কাজ। উদয়ন গুহ ও রবীন্দ্রনাথ ঘোষ আপনাদের এলাকায় কেউ কেন যেতে পারবে না? জলপাইগুড়ির দুটো অঞ্চলে ব্লক সভাপতির সাথে অঞ্চল সভাপতির ঝামেলা কেন? দুটো দিন সময় দিলাম। কাজ না হলে পদ থেকে সরিয়ে দেব।’’ এরপরেই হুঁশিয়ারি দিয়ে অভিষেক বলেন, ‘‘পরশু দুপুর ১২’টার মধ্যে জেলা কমিটি পূর্ণাঙ্গ যেন তৈরি হয়। ১৭ তারিখের মধ্যে ব্লক কমিটি যেন পূর্ণাঙ্গ তৈরি হয়। ১৭ তারিখ অবধি সময় বেঁধে দিলাম।’’

ভারতীয় সূচ্যগ্র ভূখণ্ডও কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না অমিত শাহ

ইটানগর, ১০ এপ্রিলঃ চিনের হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে অরুণাচল সফরে গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার ভারত-চিন প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) লাগোয়া কিবিথুতে কেন্দ্রীয় সরকারের ‘ভাইব্রান্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম’ উদ্বোধন করতে গিয়ে কড়া ভাষায় বেজিংকে জবাব দিলেন তিনি। শাহ সোমবার বলেন, ‘‘আগে যে কেউ ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ এবং জবরদখল করতে পারত। এখন ভারতীয় সূচ্যগ্র ভূখণ্ডও কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না।’’ এবং পাশাপাশি, ১৯৬২ সালে চিনা ফৌজের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অরুণাচলবাসীর অনমনীয় মনোভাবের প্রশংসা করে তিনি বলেন, ‘‘এই মনোভাবই সে দিন হামলাকারীদের পিছু হটতে বাধ্য করেছিল।’’ ১৯৬২ সালের যুদ্ধে কিবিথুতে চিনা হামলায় নিহত ভারতীয় সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনও করেন শাহ। সোমবার সকালে শাহের দু’দিনের অরুণাচল সফরের আগেই প্রতিবাদ জানিয়েছিল চিনা বিদেশ মন্ত্রক। বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, ‘‘এই পদক্ষেপ (শাহের সফর) দ্বিপাক্ষিক শান্তি প্রক্রিয়ার পরিপন্থী। আমাদের আঞ্চলিক সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না।’’ বেজিংয়ের তরফে নয়াদিল্লিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়, টানাপড়েনের মধ্যে ভারত যেন সীমান্ত পরিস্থিতিকে অযথা জটিল না করে তোলে। কিন্তু চিনা হুমকি উপেক্ষা করেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ওই রাজ্যে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘‘নরেন্দ্র মোদি সরকারের আমলে ভাবনায় বদল এসেছে। কেন্দ্র এখন সীমান্তবর্তী অঞ্চলের উন্নয়নকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে চায়। সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি আর এখন ‘শেষ গ্রাম’ নয়, ‘প্রথম গ্রাম। এটাই ভাবনার বদল।’’ অরুণাচল নিয়ে সাম্প্রতিক টানাপড়েনের আবহে নয়াদিল্লি এই পদক্ষেপ ‘তাৎপর্যপূর্ণ’ বলে মনে করছে কূটনীতি বিশেষজ্ঞদের একাংশ। প্রসঙ্গত, গত সোমবার কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত একদলীয় চিনের সরকারি সংবাদপত্র গ্লোবাল টাইমস সরকারি বিজ্ঞপ্তি উদ্ধৃত করে জানায়, প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সরকার অরুণাচলের ১১টি এলাকার নাম পরিবর্তন করেছে। যার মধ্যে রয়েছে ৫টি পর্বতশৃঙ্গ, ২টি মালভূমি অঞ্চল, ২টি আবাসিক এলাকা এবং ২টি নদী। এর পরেই অরুণাচলের ১১টি স্থানের নাম বদলের চিনা তৎপরতার প্রতিবাদ করে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী বলেছিলেন, ‘‘অরুণাচলের যে ১১টি অঞ্চলের নাম বদলের কথা বলা হচ্ছে সেগুলি ভারতীয় ভূখণ্ডের অংশ।’’ কিন্তু পাল্টা বেজিং দাবি করে, ওই এলাকাগুলি তাদের। বেজিং সব সময়েই এই এলাকাকে দক্ষিণ তিব্বত হিসাবে দাবি জানিয়ে এসেছে। রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী পদে থাকাকালীন মনমোহন সিংহ এবং রামনাথ কোবিন্দের অরুণাচল সফর নিয়ে বেজিং উষ্মা প্রকাশ করেছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অরুণাচল সফর নিয়েও আপত্তি জানিয়েছে চিন। যদিও কখনওই তা গ্রাহ্য করেনি নয়াদিল্লি।

কোভিড-মোকাবিলায় মহড়া দেশজুড়ে, মারণ ভাইরাসকে রুখতে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখল ভারত

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল ঃকোভিড-ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি মূল্যায়ন খতিয়ে দেখতে দেশ জুড়ে দু'দিনের মক ড্রিল (মহড়া) সোমবার শুরু হয়েছে। মারণ ভাইরাসকে রুখতে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখল ভারতের বিভিন্ন হাসপাতাল, মক ড্রিল চলবে মঙ্গলবারও। তামিলনাড়ুর স্বাস্থ্যমন্ত্রী এম সুব্রামানিয়ান চেন্নাইয়ের রাজীব গান্ধী জেনারেল হাসপাতালে কোভিড-ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি মূল্যায়ন খতিয়ে দেখেন।হরিয়ানার ঝাজ্জরে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস-এ মক ড্রিলের আয়োজন করা হয়। বেশ কয়েকটি রাজ্যে ক্রমবর্ধমান কোভিড-সংক্রমণের প্রেক্ষিতে এই মক ড্রিলের আয়োজন। পাটনার আইজিআইএমএস হাসপাতালের মক ড্রিলের আয়োজন করা হয়। হায়দরাবাদের গান্ধী হাসপাতালেও প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হয়। উল্লেখ্য, কোভিড-১৯ নিযন্ত্রণ এবং এই বিষয়ে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে গত শুক্রবারই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ মনসুখ মান্ডভিয়া বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের ও স্বাস্থ্য সচিবদের সঙ্গে একটি ভার্চুয়াল বৈঠক করেন।অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ বেড়েই চলেছে, রোজই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৫,৮৮০, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ১২ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৩৫,১৯৯-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৮ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ১২ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৯৭৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৯৬,৩১৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৩ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,২০৫ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,২৩,৫২৭ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসি এমআর) জানিয়েছে, ৯ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ৮৫,০৭৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

আগামী ২০-৩০ বছরের মধ্যে বিশ্বগুরু হবে ভারতঃমোহন ভাগবত

মুম্বই, ১০ এপ্রিল ঃ আগামী ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে বিশ্বগুরু হতে চলেছে ভারত এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য এখন থেকেই সক্রিযভাবে কাজ করতে হবে আমাদের। এই মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। গত রবিবার সন্ধ্যায় মুম্বইয়ের প্রভাদেবীতে অবস্থিত রবীন্দ্র নাট্য মন্দিরে প্রখ্যাত শিল্পপতি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সহ-সভাপতি অশোকরাও চৌগুলের অমৃত মহোৎসবের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিবেক ব্যাসপীঠ। সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত ভিএইচপি সহ-সভাপতি অশোক চৌগুলেকে একজন নিবেদিতপ্রাণ নেতা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।মোহন ভাগবত বলেছেন, সত্য আমাদের আচরণে প্রতিফলিত হওয়া উচিত এবং অশোকজি নিজের আচরণে সত্য এনেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতের বড় হওয়া বিশ্বের প্রয়োজন এবং সে জন্য অশোকজির অনুপ্রেরণামূলক জীবন অনুসরণ করতে হবে। এই অনুষ্ঠানে দু'টি ইংরেজি বই প্রকাশিত হয়। বইয়ের সম্পাদক অরবিন্দ সিং এবং এই অনুষ্ঠানের আর্ট ডিরেক্টর গোপী কুকদেকে সরসঙ্ঘচালকের হাতে সম্মানিত করা হয়।অনুষ্ঠানের শুরুতে অশোকরাও চৌগুলে ও সুধা চৌগুলেকে সম্মানিত করেন সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রমোদ পাওয়ার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মঙ্গলপ্রভাত লোধা, দিলীপ করম্বেলকর, মিলিন্দ পারন্দে, শ্রীপাদ নায়েক।

আমরা সঠিক অর্থে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবঃনীতিন গড়করি

শ্রীনগর, ১০ এপ্রিল ঃচলমান কাজ পরিদর্শন করতে জোজিলা টানেল সফর করলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি। সোমবার জোজিলা টানেল পরিদর্শনের সময় নীতিন গড়করির সঙ্গে ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি বলেছেন, আমরা সঠিক অর্থে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করব। তিনি আরও বলেছেন, এই টানেল তৈরি হলে পর্যটন ২-৩ গুণ বৃদ্ধি পাবে এবং জম্মু ও কাশ্মীরে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়বে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি টুইট করে জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহার সঙ্গে এশিয়ার দীর্ঘতম টানেল জোজিলা টানেল পরিদর্শন করেছি। জম্মু ও কাশ্মীরে ২৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯টি টানেল তৈরি করা হচ্ছে। এর অধীনে জোজিলায় ৬৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩.১৪ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল এবং অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণের কাজ চলছে। তিনি জানান, এই প্রকল্পে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভারত সরকার ৫ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করেছে।

ইডি-সিবিআই দিয়ে সরকার চলছে, সভায় কেন্দ্রকে তোপ অভিষেকের

আলিপুরদুয়ার, ১০ এপ্রিল ঃ কথায় কথায় ইডি-সিবিআই দেখানো হয়। ইডি-সিবিআই দিয়ে সরকার চলছে। শনিবার এই ভাষাতেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নিশানা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, তৃণমূল চোরদের আগলে রাখে না। দুর্নীতিগ্রস্তদের জেলে ঢোকান। বিরোধিতা করব না। কিন্তু বাংলায় মুখ থুড়ে পড়েছে বিজেপি। বাংলা ধাক্কা খেয়েছে বলে বকেটে আটকে রেখেছে। রাস্তা থেকে পানীয় জল, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, বাংলার উন্নয়নে কী করেননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? বিরোধী দলনেতা কেন্দ্রকে চিঠি দিয়ে বাংলার টাকা আটকে রেখেছেন। বিজেপি-কে এর জবাব দিতে হবে।নাম না করে এ দিন শুভেন্দু অধিকারীকেও নিশানা করেন অভিষেক। বলেন, খাইয়ে, পরিয়ে, লালন করে যাকে করলাম, সে আর মানুষ নয়। কালসাপ। সুযোগ পেয়ে আপনাকেই ছোবল মারছে। এদের যোগ্য দেবেন কিনা? এমন কোনও দল দেখেছেন, যে দলের মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ, বিরোধী দলনেতারা চিঠি লিখে কেন্দ্রকে বলছেন যে বাংলার মানুষের টাকা আটকে রাখুন। সারা ভারতে এমন নেতা খুঁজে পাবেন না।অভিষেক বলেন যে, বাংলার বিরোধী দলনেতা রাজ্যের মানুষের অধিকারের টাকা বন্ধ করে দিতে বলছেন। মানুষের অধিকারের টাকা কখন বন্ধ করেন? যখন মানুষকে দুর্বল ভাবা হয়। আগামী দিনে এর বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। এক কোটি সই আমাকে দিন। দিল্লি থেকে বকেয়া টাকা ছিনিয়ে আনব আমি।

আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারলে আত্মাহুতি দেব ঃফিরহাদ হাকিম

কলকাতা, ১০ এপ্রিল ঃ এবার দুর্নীতি প্রসঙ্গে মুখ খুললেন পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তাঁর বক্তব্য, 'আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারলে আত্মাহুতি দেব।'সোমবার কেওড়াতলা মহাশ্মশানে প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের জন্মদিবসে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন মেয়র। সেখানেই কলকাতা পুরসভার বিরুদ্ধে নানা বেনিয়ম নিয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন। জবাবে ফিরহাদ বলেন, 'অনেক কিছু বলে। আমি সেসবে গুরুত্ব দিই না। আমার বিরুদ্ধে যদি কেউ দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আত্মাহুতি দেব। কোনও ইডি-সিবিআই লাগবে না।' পাশাপাশি পার্কিং নিয়ে বড় ঘোষণা করেন ফিরহাদ। তিনি জানান, এবার থেকে পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে আর ফিজিক্যাল টেন্ডার হবে না। ই-টেন্ডার পদ্ধতিতে কাজ হবে। কারণ ফিজিক্যাল টেন্ডারের ক্ষেত্রে একাধিক অভিযোগ আসে।

করিমগঞ্জের পাথারকান্দি বাইপাসে বাইক-অটো মুখোমুখি, দুই মহিলা সহ গুরুতর আহত ছয়

পাথারকান্দি (অসম), ১০ এপ্রিল ঃ করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি-আসিমগঞ্জ বাইপাসে বাইক এবং যাত্রীবাহী অটো রিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন বাইক আরোহী সহ ছয়জন। আহতদের করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতাল এবং শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা সংকটজনক্। ইতিমধ্যে তাঁদের চিকিসা শুরু হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।দুর্ঘটনা সম্পর্কে ইসলামিক ছাত্র সংগঠন এমএসএফ-এর বরাকভ্যালি জোনের ইনচার্জ বদরুল হক জানান, সোমবার সকাল প্রায় নয়টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি নিউ বাইপাসে সংঘটিত হয়েছে। দুই আরোহী সহ একটি বাইক করিমগঞ্জ থেকে আসিমগঞ্জ আসে। অপর দিকে

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মৃখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের ১২৬তম জন্মবার্ষিকী পালন

স্মরণ-শুভ জন্মদিন- প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের ১২৬তম জন্মবার্ষিকী ১০ই এপ্রিল।প্রফুল্লি চন্দ্র সেন ১৮৯৭ সালের ১০ই এপ্রিল জন্মগ্রহন করেছিলেন। প্ররফুল্ল চন্দ্র সেন ১৯৯০ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র সেন ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি রাজনীতিবিদ স্বাধীনতা সংগ্রামী গান্ধীবাদি নেতা। তিনি পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তার জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার সেনহাটির এক বৈদ্যব্রাহ্মণ পরিবারে ,তার পিতার নাম ছিল গোপালচন্দ্র সেন। পিতার কর্মস্থান বিহারে তার স্কুলজীবন কাটে। দেওঘরের আর কে মিত্র ইন্সটিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক ও কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে ১৯১৮ সালে অনার্স নিয়ে বিএসসি পাশ করেছিলেন। রাজনীতি -প্রফুল্ল চন্দ্র সেন ১৯২১ সালে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনি রাজনৈতিক জীবন বেছে নিয়েছিলেন। ১৯২২ সালে হুগলির গ্রামে গ্রামে তিনি চরকা ও খদ্দর-প্রচারে তপর হয়েছিলেন । একসময়. হুগলির বিদ্যামন্দিরে শিক্ষকতা করেছিলেন । দুর্গম এবং ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত হুগলির আরামবাগকেই নিজের কর্মকেন্দ্র বেছে নিয়ে দীর্ঘ ষাট বসর সেখানেই কাটান। কালক্রমে তিনি আরামবাগের গান্ধী নামে পরিচিত হয়েছিলপন। কাঁথি ও তমলুকে 'লবণ আইন' অমান্য আন্দোলনে, ১৯৪০ সালে 'সত্যাগ্রহ আন্দোলনে' ও ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রীসভায় অসামরিক সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রীরূপে যোগ দিয়েছিলেন । ডাঃ রায়ের মৃত্যুর পর ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ সালে পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬৭ সালে আরামবাগে তিনি অজয় মুখোপাধ্যায়ের কাছে হেরে গিয়েছিলেন। তবে ১৯৭১ সালে তিনি পুনরায় নির্বাচিত হয়েছিলেন । কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হলে তিনি কংগ্রেসে থেকে গিয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে তিনি তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এক সময়.জনতা পার্টিতে যোগ দিয়ে দলের রাজ্য কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯৭৭ সালে ওই দলের প্রার্থী হিসেবে লোকসভার সদস্যও হয়েছিলেন। তিনি স জীবনযাপনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছিলেন । কখনো কোনো সরকারি অর্থসাহায্য ও দাক্ষিণ্য গ্রহণ করেননি ।মৃত্যু -অকৃতদার প্রফুল্লচন্দ্র সেন ১৯৯০ সালের ২৫ শে সেপ্টেম্বর ৯৩ বসর বযসে প্রয়াত হয়েছিলেন ।আমরা উনার আত্মার শান্তি কামনা করছি।

করুণ দশার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে মালদাহের চাঁচলের গোপাল পূর গ্রাম

তনুজ জৈন,মালদা,১০এপ্রিলঃ জলের ওপর নাম জীবন, দু মুঠো খাবার কম খেলেও ক্ষতি নেই তবে শরীরে জলের চাহিদা কম থাকলে দেখা দেয় একাধিক সমস্যা। ঠিক এমনি করুণ দশার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে মালদাহের চাঁচলের গোপাল পূর গ্রাম। বছর দুয়েক আগে মালদহের চাঁচল ১ নং ব্লকের খরবাহ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপাল পুর গ্রামের মানুষের আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের জন্য গ্রামে ঢোকার মুখে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে নির্মিত হয় পানীয় জলাধার। পঞ্চায়েতের ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই পানীয় জলাধার নির্মাণ করা হয়। কিন্তু উদ্বোধনের দুমাস ভালো ভাবে চললেও বর্তমানে এই সেটি অকেজ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ট্যাপ কল রয়েছে কিন্তু সেই কল থেকে জল পড়ে না। দীর্ঘ দু'বছর ধরে এমনই অকেজ অবস্থায় পড়ে রয়েছে এই পানীয় জলাধারটি। এলাকাবাসী বহুবার পঞ্চায়েত এবং ব্লক প্রশাসনকে সেটি কে সারাইয়ের জন্য আবেদন করলেও কর্ণপাত করা হয়নি বলে অভিযোগ। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালপুর, আশ্বিন পূর, নয়নপুর সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষের এখন দেখা দিয়েছে তীব্র জল সংকট। চৈত্রের কাঠ ফাটা রৌদ্রে পুকুর, সেলো মেশিনের জল ব্যবহার করে চলেছেন গ্রাম বাসীরা, গ্রামবাসীদের সমস্যার কথা দেখেশুনেও না দেখার ভান করছেন পঞ্চাযেতে ও ব্লক প্রশাসন বলে অভিযোগ। গ্রামের বাসিন্দা মুইমানুর বিবি ,মোজ্জামেল হকরা বলেন টানা দু বছর ধরে এটি বেহাল এবং অকেজ অবস্থায় পড়ে রয়েছে, আমরা ব্লক প্রশাসনকে লিখিত এবং মৌখিক আকারে জানিয়েছে। কিন্তু পঞ্চায়েত কিংবা প্রশাসন কোন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। এই জলধারটি বাজার,দোকান বেশ কযেকটি গ্রামের মানুষের একমাত্র ভরসা। আমরা জলসংকটে ভুগছি। ভোটের মুখে যদি এই পানীয় জলে থাকতে না ঠিক হয় তাহলে আমরা গ্রামের কেও ভোট দেবো না।জল সংকটের কারণ জানতে পেরেই তড়িঘড়ি পানীয় জলধারটি কে সারায়ের আশ্বাস দিয়েছেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন। তিনি বলেন, বিষয়টি আমি দেখছি দ্রুত সেটিকে সরিয়ে ফেলা হবে।নাগরিক পরিষেবা অমিলের বিষয়টি সামনে আসতেই রাজ্যের শাসকদলকে একযোগে আক্রমণ জানিয়েছেন বিরোধী শিবির। চাঁচল ১ নং ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি আনাজারুল হক বলেন, তৃণমূল সরকারের পঞ্চায়েত আর প্রশাসন সাধারণ মানুষকে নাগরিক পরিষেবা দিতে ব্যর্থ। মানুষকে দুর্ভোগে রাখায় এদের পলিসি। অন্যদিকে চাঁচম ১ নং ব্লকের বিজেপির কো - কনভেনার প্রসেনজি শর্মা বলেন এই সরকার একটা ছবির সরকার। বিজ্ঞাপনার প্রচার ছাড়া এই সরকারের কোনো উন্নয়নমূলক কাজ নেই। মানুষ কে যন্ত্রণায় রাখায় এদের একমাত্র লক্ষ।

ভারত সফরে ইউক্রেনের উপ বিদেশমন্ত্রী এমিনি জাপারোভা, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল ঃইউক্রেনের বিদেশ দফতরের প্রথম উপ বিদেশমন্ত্রী এমিনি জাপারোভা চারদিনের ভারত সফরে সোমবার নতুন দিল্লিতে আসছেন। সফরকালে তিনি বিদেশ মন্ত্রকের পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশগুলির দায়িত্বে থাকা সচিব সঞ্জয় ভার্মার সঙ্গে বৈঠক করবেন। বৈঠকে ইউক্রেনের বর্তমান পরিস্থিতি ছাড়াও পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁরা আলোচনা করবেন। সফরকালে জাপারোভা বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী মীনাক্ষী লেখির সঙ্গেও সাক্ষাতের কথা রয়েছে। সোমবার দিল্লিতে আসার পরই, সফরের শুরুতেই বিদেশ মন্ত্রকে যান ইউক্রেনের বিদেশ দফতরের প্রথম উপ বিদেশমন্ত্রী এমিনি জাপারোভা।

অরেঞ্জ ক্যাপঃঋতুর মুকুট ছিনিয়ে নিলেন শিখর

চেন্নাই, ১০ এপ্রিল ঃ এতদিন চেন্নাই সুপার কিংস-এর ঋতুরাজ অরেঞ্জ ক্যাপ তালিকায় শীর্ষস্থানে ছিলেন। রবিবার পাঞ্জাব কিংসের শিখর ধাওয়ান ঋতুর রাজকে সরিয়ে প্রথম স্থানে চলে এলেন। এদিন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে পাঞ্জাব কিংস করেছিল ১৪৩ রান। এর মধ্যে ৯৯ রানই শিখর ধাওয়ানের। এর ফলে অরেঞ্জ ক্যাপের দৌড়ে এল এই পরিবর্তন। ঋতুকে দ্বিতীয় স্থানে ঠেলে কমলা টুপির দৌড়ে প্রথম স্থানে এখন গব্বর। ৩ ম্যাচে ১৪৯ স্ট্রাইক রেটে ধাওয়ানের রান সংখ্যা ২২৫।চেন্নাই সুপার কিংসের ওপেনার ঋতুরাজ এখন অবধি ৩টি ম্যাচ খেলেছেন। রান সংখ্যা ১৮৯। সর্বাধিক ৯২ রান।এদিকে ধাওয়ানের প্রবেশে দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার ৩ নম্বরে নেমে এসেছেন। তিনি এখনও অবধি ৩টি ম্যাচে খেলে ১৫৮ রান করেছেন। গত বারের অরেঞ্জ ক্যাপজয়ী রাজস্থান রয়্যালসের জস বাটলার রয়েছেন চার নম্বরে। ৩ ম্যাচে তিনি করেছেন ১৫২ রান। অরেঞ্জ ক্যাপের লড়াইয়ে পাঁচ নম্বরে রয়েছেন লখনউ সুপার জায়ান্টসের কাইল মেয়ার্স। ৩টি ম্যাচ খেলে ১৩৯ রান করেছেন তিনি। ছয় নম্বরে রয়েছেন গুজরাট টাইটান্সের সাই সুদর্শন। ৩ ম্যাচে ১৩৭ রান তাঁর।

বনধের সমর্থনে রায়পুরে ভিএইচপি-র বাইক মিছিল, প্রভাব দেখা গেল মিশ্র

রায়পুর, ১০ এপ্রিল ঃ ছত্তিশগড়ের বেমেতারা হিংসার প্রতিবাদে সোমবার বনধের ডাক দিয়েছে বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)। সেই বনধের সমর্থনে সোমবার ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরে বাইক মিছিল করলেন ভিএইচপি কর্মীরা। বনধ সমর্থনের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে অনুরোধ জানান তাঁরা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়ারও অনুরোধ জানান। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে বনধের মিশ্র প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। কোথাও কোথাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষজনকে ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে দেখা যায়। পুলিশও ছিল সতর্ক। রায়পুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক মাহেশ্বরী বলেছেন, ভিএইচপি এবং বজরং দলের ডাকা বনধের পরিপ্রেক্ষিতে ৪০০-র বেশি পুলিশ কর্মী মোতাযেন করা হযেছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। আমরা খবর পেয়েছি যে তাঁরা ৩-৪টি স্থানে 'চাক্কা জ্যাম' করার পরিকল্পনা করেছে, আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করব। প্রসঙ্গত, ছত্তিশগড়ের বেমেতারায় যুবককে খুনের প্রতিবাদে এদিন বনধের ডাক দেয় ভিএইচপি এবং বজরং দল।

১৪ এপ্রিল অসমে সফর প্রধানমন্ত্রীর, বিহু-উৎসবে যোগ দেওয়ার পাশাপাশি রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ১৪ এপ্রিল অসম সফরে যাবেন। সেখানে বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। গুয়াহাটিতে বিহু উৎসবে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। ১১ হাজারেরও বেশি নৃত্যশিল্পী এই উৎসবে অংশ নেবেন। এছাড়াও আরও বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর।গুয়াহাটিতে এইমস-এর উদ্বোধন করার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নলবাড়ি, কোকরাঝাড় ও নগাঁও জেলার একাধিক মেডিকেল কলেজের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন। গুয়াহাটি থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী, নামরূপে অবস্থিত অসম পেট্রো কেমিক্যালস লিমিটেডের ৫০০-টিপিডি মিথানল প্ল্যান্টের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও, গুয়াহাটির কাছে ব্রহ্মপুত্র নদের উপর পলাশবাড়ী-সুওলকুচি সেতু এবং আইআইটি- গুয়াহাটিতে একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি।

ডিএ আন্দোলনকারীদের শহিদ মিনার থেকে সরাতে হাইকোর্টে মামলা সেনার

কলকাতা, ১০ এপ্রিল ঃ বকেয়া ডিএ বা মহার্ঘভাতার দাবিতে রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের একাংশ আন্দোলনে সামিল হয়েছে। কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে চলছে তাঁদের অবস্থান। এবার শহিদ মিনার ময়দান থেকে ডিএ আন্দোলনকারীদের সরিয়ে দিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল সেনাবাহিনী।সেনাবাহিনীর অভিযোগ, আদালতের নির্দেশ মতো ওই জায়গায় অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মীদের একাংশের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। তার জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়সীমা অগ্রাহ্য করেই কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন আন্দোলনকারীরা। সেনার তরফে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করা মামলার শুনানি আগামী শুক্রবার হতে পারে। বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার একক বেঞ্চে মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।প্রসঙ্গত, কলকাতার শহিদ মিনার ময়দান ভারতীয় সেনাবাহিনীর মালিকানাধীন আইনগতভাবে। তাই সেখানে কোনও জমায়েত বা অবস্থান বিক্ষোভ করতে গেলে সেনার অনুমতির প্রয়োজন হয়। বকেয়া মহার্ঘভাতা এবং কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবিতে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ শহীদ মিনারে দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছে। বকেয়া ডিএ পাওয়ার দাবিতে ইতিমধ্যে আন্দোলনকারীদের এক প্রতিনিধি দল রাজধানী দিল্লিতে পৌঁছেছেন।

১১ এপ্রিল ওয়ানাডে যাচ্ছেন রাহুল গান্ধী, অংশ নেবেন জনসভা ও রোড শো-তে

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল ঃকেরলের ওয়ানাডে যাচ্ছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার, ১১ এপ্রিল নিজের প্রাক্তন সংসদীয় কেন্দ্র ওয়ানাডে যাচ্ছেন রাহুল গান্ধী। সাংসদ পদ চলে যাওয়ার পর এই প্রথমবার ওয়ানাডে যাচ্ছেন রাহুল গান্ধী। সফরকালে জনসভায় অংশ নেবেন তিনি, পাশাপাশি রোড শোও করার কথা রয়েছে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর।সোমবার কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, ১১ এপ্রিল, মঙ্গলবার ওয়ানড সফরে যাবেন রাহুল গান্ধী। এই সফরকালে জনসভায় অংশ নেওয়ার পাশাপাশি রোড শো করবেন তিনি। আরও বেশি কিছু কর্মসূচি রয়েছে রাহুল গান্ধীর। প্রসঙ্গত, গুজরাটের সুরাটের একটি আদালত রাহুল গান্ধীকে 'মোদী পদবি' নিয়ে মন্তব্যের জন্য দোষীসাব্যস্ত করেছে। রাহুলকে কারাদণ্ডেরও সাজা দেওয়া হয়, এরপর রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ করা হয়।

বেচারাম মান্নার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সিঙ্গুর গোল্ডকাপ

সিঙ্গুর,(হুগলী)ঃপশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বেচারাম মান্নার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সিঙ্গুর গোল্ডকাপ , আইএফএ স্বীকৃতি পাওয়া সিঙ্গুর গোল্ড কাপ রবিবার সন্ধ্যায় সিঙ্গুরের সিঙ্গুর ক্লাবের মাঠে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছিল হল বাঙালীর প্রিয় ফুটবলের চূড়ান্ত পর্যায়ের ফাইনাল খেলার।এই খেলা দেখতে উপস্থিত হয়ে ছিলেন।যেমন ফুটবল প্রেমী দর্শক তার সঙ্গে উপস্থিত হয়ে ছিলেন।ভারতবর্ষের তথা রাজ্যের তথা কলকাতা বিভিন্ন ক্লাবের যেমন মোহনবাগান ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলার বিদেশ বসু, খেলোয়া। শ্যাম থাপা বিদেশ বসু সহ বেশ কয়েক জন মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড়েরা।ছিলেন হরিপাল বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, সিঙ্গুর বিডিও পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিঙ্গুর ব্লক সভাপতি গোবিন্দ ধাড়া, উপস্থিত ছিলেন সিঙ্গুর ফুটবল এর সভাপতি বেচারাম মান্না।এই দিন সন্ধ্যায় ফাইনাল ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন প্রসঙ্গে সিঙ্গুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন। এই বছর আমাদের সিঙ্গুর গোল্ডকাপ। দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। আগামী দিনেও এইভাবে আমরা এই সিঙ্গুর গোল্ড ডাবের ঐতিহ্য কে এগিয়ে নিয়ে যাব।

দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে জামশেদপুরে উত্তেজনা! জারি ১৪৪ ধারা, বন্ধ ইন্টারনেট সংযোগ

জামশেদপুর, ১০ এপ্রিল ঃ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের উত্তেজনার পারদ চড়ছে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে, উত্তেজনা বাড়তে থাকায় জামশেদপুর শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। শহরের শাস্ত্রী নগর এলাকায় পুলিশকে ঢল দিতেও দেখা গিয়েছে। এলাকায় শান্তি, সুস্থিতি বজায় রাখতেই পুলিশের টহলদারি শুরু হয়েছে। পাশাপাশি বন্ধ রাখা হয়েছে মোবাইল ইন্টারনেট সংযোগ।ধর্মীয় পতাকার 'অপমান' করা হয়েছে, এই অভিযোগেই জামশেদপুরে রবিবার দুই গোষ্ঠীর কিছু মানুষের মধ্যে ঝামেলা হয়। পাথর ছোড়ার ঘটনাও ঘটে। শাস্ত্রীনগর এলাকায় ছড়ায় উত্তেজনা। শুধু তাই নয়, শাস্ত্রীনগর এলাকায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলে, দু'টি দোকান এবং একটি অটো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। যা নিয়ে গোটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালে পুলিশ হাজির হয়। উত্তেজনা থামাতে পুলিশকে বাধ্য হয়ে টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটাতে হয়। এরপরই ওই এলাকায় জারি করা হয় ১৪৪ ধারা। পাশাপাশি ওই এলাকায় বন্ধ করে দেওয়া হয় ইন্টারনেট সংযোগ। পশ্চিম সিংভূম (জামশেদপুর)-এর এসএসপি প্রভাত কুমার সোমবার বলেছেন, এখনও পর্যন্ত ৫০ জনেরও বেশি দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ড্রোন-সহ পুলিশ বাহিনী ও নজরদারি দল মোতায়েন করা হয়েছে। জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১১এপ্রিলঃমঙ্গলবার, ২৭ চৈত্র মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১১এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৭ চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৭ চৈত্র মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ ২৫ চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

আংশিক পরিস্কার আকাশ ।বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৭.০১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৬.০৪এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯১শতকরা এবং ৫২শতকরা। বৃষ্টি হয়নি সোমবার । জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ২৬মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনেঃ ৫ টা -৫৫মিনিটের মধ্যে হবে আজ হতে পারে।

রাশিফল

মেষরাশিঃকোন পুরোনো বন্ধুর সাথে পুনর্মিলন আপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলবে।শুভ।
বৃষভ রাশিঃ কিছু আমোদ প্রমোদের জন্য অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন। বিবাহের যোগ হবেই ।শুভদিন
মিথুন রাশিঃআজ আপনি শক্তিপূর্ণ হয়ে থাকবেন- আপনি যাই করুন না কেন- সাধারণত আপনি যে সময় নেন তার অর্ধেক সময়েই এটি করতে পারবেন। ।
কর্কট রাশিঃসংসারে শান্তি। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবেআজ
সিংহ রাশিঃএক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। পরিশ্রমের বিকল্প নেই
কন্যা রাশিঃশারীরিক লাভে বিশেষ করে মানসিক দৃঢ়তার জন্য ধ্যান এবং যোগ করতে শুরু ।
তুলা রাশিঃযারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ উপভোগ।
বৃশ্চিক রাশিঃসাময়িক স্বাস্থ্যভঙ্গ আপনার জন্য কিছু সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। বিবাহের যোগ হবে
ধনু রাশিঃআপনার খাবার সম্পর্কে সঠিক যত্ন নিন, বিশেষ করে মাইগ্রেনের রোগীরা, যাঁদের খাওয়া বাদ দেওয়া উচিত নয়
মকর রাশিঃ আপনার অকপট এবং নির্ভীক মতামত আপনার বন্ধুর অহংকারে আঘাত করতে
কুম্ভ রাশিঃআজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন।
মীন রাশিঃআশাবাদী হোন এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যয়ী প্রত্যাশাই আপনার আশা এবং আকাঙ্খা বাস্তবায়নের দ্বার উন্মুক্ত করবে। আজ, আপনি আপনার ব্যবসা জোরদার করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যার জন্য আপনার নিকটবর্তী কেউ আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে। পরিবারে কোন মহিলা সদস্যের স্বাস্থ্য

হাওড়ায় দুর্ঘটনার কবলে বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর গাড়ি, অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১০ এপ্রিল ঃ হাওড়ায় দুর্ঘটনার কবলে এবার আইএসএফ বিধায়কের গাড়ি। বড় ঘটনার হাত থেকে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা। দুর্ঘটনার পর আতঙ্কে আছি। হয়তো এটা প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা হতে পারত। সামনের গাড়িটা কেন হঠাৎ ব্রেক কষে এভাবে দাঁড়িয়ে গেলো এর কী রহস্য আছে জানিনা। বললেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। হাওড়ার সাঁতরাগাছি এলাকায় গড়ফার কাছে সোমবার বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। গড়ফার কাছে পঞ্চবটি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রাফিক পুলিশ সূত্রের খবর, একটি বহুজাতিক সংস্থায় ডেলিভারি ভ্যান কলকাতা অভিমুখে যাওয়ার সময়ে হঠাৎই ব্রেক কষে। ঠিক তার পিছনেই আসছিল বিধায়কের গাড়ি। বিধায়কের গাড়ি সেই সামনের গাড়ির পিছনে গিয়ে ধাক্কা মারে। সাময়িক যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় কোনা এক্সপ্রেসওয়ের কলকাতার দিকে যাওয়ার রাস্তায়। বিধায়কের গাড়ির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও নওশাদ সিদ্দিকী সুস্থ বলে জানা গেছে। পরে বিধায়ক গাড়ি পরিবর্তন করে সেখান থেকে তার গন্তব্যস্থলের জন্য রওনা দেন। বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, 'এটা পুলিশের দোষ দেওয়া যায় না। কেন সামনের গাড়িটি আচমকা এমন করে দাঁড়িয়ে গেলো তার রহস্য আছে। আমাকে বিভিন্ন সময়ে কখনও কেস দিয়ে, কখনও প্রাণঘাতী হামলা চালিয়ে, কখনও গাড়ি ভাঙচুর করে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাকে আটকাতে পারছে না। তার অংশ কি এটা তা বলা যাচ্ছে না। তবে, আমি আতঙ্কে আছি। যেভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তাতে আমার প্রাণ যেতে পারত। আমার গাড়ির চালক অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করেছেন। যেভাবে সামনে গাড়িটা হঠাৎ দাঁড়িয়েছে সেইভাবে দাঁড়ায় না। কেন গাড়ি এইভাবে ব্রেক কষলো তা জানা নেই। সত্য উদ্‌ঘাটন করব। কেন এমন হলো তা জানা নেই। তবে আতঙ্কে আছি।' বিধায়ক আরও বলেন, 'গতকাল রবিবার হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে একটা কর্মীসভা করায় আপত্তি করেছিল। এরপর সন্ধ্যার দিকে আমাদের কর্মীদের মারধর, গালিগালাজ করে। সন্ধ্যার পর কিছু দুষ্কৃতী এসে এলাকায় গুলি, বোমাবাজি করে। আমাদের কর্মীদের মারধর করে। এই ঘটনায় দলের বেশ কয়েকজন কর্মী জখম হয়েছেন। শাসকদল ভয় পেয়েছে। তাই যে কোনও উপায়ে আইএসএফ'কে দমিয়ে রাখতে হবে। আমাদের ভয় দেখিয়ে কৌশলে দমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।' প্রসঙ্গত, সোমবার বেলার দিকে কলকাতা যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ভাঙ্গরের বিধায়ক ও আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকী। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে কোনা এক্সপ্রেসওয়ের উপর দিয়ে কলকাতার দিকে যাচ্ছিল বিধায়ক নওশাদের গাড়ি। গাড়িতে সামনের সিটে বসে ছিলেন বিধায়ক। আচমকাই সামনে থাকা গাড়ি দাঁড়িয়ে যাওয়ায় বিধায়কের গাড়ি সামনে থাকা গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারে। যার জেরে বিধায়কের গাড়ির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদিও অল্পের জন্য বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পান আইএসএফ বিধায়ক। কোনা ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে সূত্রের খবর দুর্ঘটনায় বিধায়কের কোনও আঘাত লাগেনি। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন। দুর্ঘটনার পর ওই গাড়ি ছেড়ে তিনি অন্য একটি গাড়ি করে তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। উপস্থিত কোনা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ অধিকারিকদের সাহায্যে একটি ব্রেক ডাউন ভ্যান দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়।

দক্ষিণবঙ্গ সহ কলকাতায় চড়ল পারদ, নববর্ষে তাপপ্রবাহের সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ এপ্রিল ঃ আবার বাড়ল তাপমাত্রা। পারদ বেড়ে ৩৭-এর ঘরে। চৈত্র সংক্রান্তি ও বাংলা বর্ষবরণে জারি করা হয়েছে তাপপ্রবাহের সতর্কতা! বুধবার থেকে শনিবার কলকাতাতেও তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হবে বলে জানা গিয়েছে। ৪০ ডিগ্রির ঘরে থাকতে পারে কলকাতার তাপমাত্রা। সোমবার ১০ এপ্রিল থেকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলা সহ উপকূল সংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গের মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে তাপমাত্রা বাড়বে। বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন আবহাওয়াবিদরা। বাংলার ৬ থেকে ৭ জেলায় স্বাভাবিকের থেকে ৫ ডিগ্রি বা তার থেকেও বেশি থাকতে পারে তাপমাত্রা। ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। দক্ষিণবঙ্গের দুই এক জেলায় খুব সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেই জানা গিয়েছে। গরম ও শুকনো আবহাওয়া থাকবে। পশ্চিমের রাজ্যগুলির মত গাঙ্গেয় বঙ্গেও শুকনো গরম অর্থাৎ লু এর মতো হাওয়া দেবে। ১৫ এপ্রিলের মধ্যে বেশ কয়েকটি জেলাতে ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যাবে পারদ। এই গরমে ত্বকে জ্বলুনী ভাব আসতে পারে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। ক্রমশঃ বাড়বে তাপমাত্রা। উত্তরবঙ্গের মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে তাপপ্রবাহের আশঙ্কা করছেন আবহাওয়াবিদরা। কলকাতায় আংশিক মেঘলা আকাশ দেখা যাবে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা ক্রমশঃ বাড়বে বলে জানা গিয়েছে। আগামী কয়েকদিন শুকনো গরম থাকবে। আগামী সপ্তাহে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁতে পারে কলকাতার তাপমাত্রা। কলকাতায় সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আগের তুলনায় বেড়ে ছিল ২৭.৫ ডিগ্রি। রবিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেড়ে হয় ৩৭ ডিগ্রি। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রয়েছে উত্তর-পশ্চিম ভারতে। একটি অক্ষরেখা রয়েছে কেরালা থেকে মধ্য মহারাষ্ট্র পর্যন্ত। এছাড়া ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে রাজস্থান ও পূর্ব বাংলাদেশ সংলগ্ন এলাকায়। পশ্চিম ভারতের রাজ্য এবং মধ্য ভারতের রাজ্য বিশেষ করে বিদর্ভ ছত্রিশগড় মারাঠাওয়াড়া মধ্য মহারাষ্ট্র এই রাজ্যগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কেরালা, মাহে, মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়ে আগামী পাঁচ দিন বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের এবং পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তাপমাত্রা বাড়বে আগামী কয়েকদিনে।

হরিপালে পানীয় জল প্রকল্প ও রাস্তা তৈরির উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১০ এপ্রিল ঃ কয়েকদিন আগে সিঙ্গুরের রতনপুরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সতকচকতককারা রাজ্যে

সাড়ে বারো হাজার কিমি রাস্তা তৈরীর শিলান্যাস করেন, ইতিমধ্যেই বহু জায়গায় রাস্তার কাজ চলছে কোথাও বা সম্পূর্ণ হয়েছে। আজ সেই ঘোষিত রাস্তা গুলির মধ্যে পথশ্রী প্রকল্পে হুগলির রঘুবাটী মোর থেকে শান্তিপুর হয়ে চক চন্ডি নগর আশ্রম পর্যন্ত রাস্তা তৈরীর কাজ শুরু হল। এরই সাথে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের সহায়তায় হরিপালের আশুতোষ গ্রাম পঞ্চায়েতের রঘুবাটি এলাকায় একটি বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রকল্পের সূচনা হল। দুটি প্রকল্পেরই উদ্বোধন করলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবী মান্না সহ সরকারি আধিকারিকবৃন্দ এবং স্থানীয় নেতৃত্ব। এই জনহিতকর প্রকল্পগুলি চালু হওয়ার ফলে এলাকার মানুষ অত্যন্ত খুশি ও আনন্দিত।

পিএফ বন্ধ, মার্চ মাসের বেতন দেওয়া হয়নি অভিযোগ শ্রমিকদের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ এপ্রিল ঃ পিএফ বন্ধ, মার্চ মাসের বেতন দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এবার আন্দোলনে হাওড়ার ভারত জুটমিলের শ্রমিকরা। দাসনগরে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ। সোমবার সকালে হাওড়া দাসনগরের ভারত জুটমিলের শ্রমিকরা তাদের পিএফ সহ বেতনের দাবিতে হাওড়া আমতা রোডে অবরোধ করেন। প্রায় এক ঘন্টা অবরোধের পর পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ ওঠে। তাদের দাবি দীর্ঘদিন তাদের পিএফ এর টাকা বন্ধ। মার্চ মাসের বেতনও হয়নি। মিল কর্তৃপক্ষ পাওনাগণ্ডা নিয়ে চূড়ান্ত অসহযোগিতা করছেন তাদের সঙ্গে। এর ফলে তারা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এদিকে, সরকারের তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে ২৬ শতাংশ সরকারের হাতে থাকবে। এই মিলের ক্ষেত্রে সরকারের কোনও পদক্ষেপ চোখে পড়ছে না অভিযোগ উঠেছে। এদিন সব শ্রমিক সংগঠন একত্রিত হয়ে আন্দোলনে নামে।

তরুণীর গায়ে কেরোসিন ঢালার অভিযোগ বনগাঁয়, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, বনগাঁ, ১০ এপ্রিল ঃ তরুণীর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। রবিবার রাতে এই ঘটনা ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয়। তরুণীর অভিযোগ পেয়ে ওই কাণ্ডে ৩ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। বনগাঁর এক তরুণীর অভিযোগ, রবিবার রাতে বনগাঁ থেকে স্কুটি চালিয়ে বাড়ি ফেরার সময় ৩ যুবক চড়াও হয় তাঁর উপর। তাঁর গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগকারিণীর দাবি, ''আমি কাফে থেকে কাজ করে ওষুধ কিনে বাড়ি ফিরছিলাম। সেই সময় তিনটি ছেলে আমার পথ আটকায়। ওদের দেখে আমি স্কুটি ঘুরিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু ওরা এসে টানাহেঁচড়া শুরু করে। এরপর আমার গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে দেয়। ওরা আমাকে অনুসরণ করছিল গত কয়েক দিন ধরে। আমাকে উত্যক্তও করত। কিন্তু ওদের কাউকে আমি আগে থেকে চিনি না। ওই ঘটনার পর আমরা থানায় যাই। পুলিশ ৩ জনকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তবে আমার তো এখন ভয় লাগছে।'' তরুণীর শাশুড়ি বলেন, ''ওদের রেজিস্ট্রি হয়েছে কিছু দিন আগে। আগামী অগ্রহায়নে ওদের বিয়ে হবে। কিন্তু গতকাল রাতে কয়েক জন ওকে আটকে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে দিয়েছে। সেই ঘটনার পর ও আতঙ্কে ছুটে আসে আমার কাছে। তখনও কেরোসিনের গন্ধ বেরোচ্ছিল। আমরা চাই, ও যেন সুস্থ ভাবে বাঁচতে পারে।'' এই নিয়ে বনগাঁর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অর্ক পাঁজা জানিয়েছেন, ওই কাণ্ডে গ্রেফতার করা হয়েছে ৩ জনকে। ধৃত তিনজনকেই সোমবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হচ্ছে। ধৃতদের উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

দমদম পার্কে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় বলি ৪

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ এপ্রিল ঃ মধ্যরাতে দমদম পার্ক এলাকায় ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা, বেপরোয়া গতির বলি হলেন এক মহিলা-সহ ৪ জন। আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে দু'জনকে। পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার রাত দেড়টা নাগাদ লেকটাউন থানার দমদম পার্ক মোড়ে সিগন্যালের লাল আলো দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে একটি লরি। সেই সময় পিছন থেকে বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসছিল একটি এসইউভি গাড়ি, লরিটি দাঁড়িয়ে পড়ায় আচমকা ব্রেক কষে নিয়ন্ত্রণ হারান গাড়ির চালক। প্রথমে একটি বাইকে ধাক্কা মেরে লরিটির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে গাড়িটি। গাড়ির সামনের কাঁচ ভেঙে বনেটের ওপর ছিটকে পড়েন সামনের আসনে বসা মহিলা ও চালক। দুমড়ে মুচড়ে যায় গাড়ির সামনের অংশ। গাড়িতে থাকা ৫ আরোহীর মধ্যে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনের। পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর মৃত্যু হয় আরও দু'জনের। কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। দু'জন আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ জানিয়েছে, পলাতক লরির চালক। মৃতদের নাম- পূজা সিং, রোহিত কুমার ও বাবলু কুণ্ডু। অপর মৃতের নাম এখনও জানা যায়নি। তবে প্রত্যেকেই অল্পবয়সী বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ সফরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ এপ্রিল ঃ রাজ্য সফরে আসতে চলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপি সূত্রের খবর, আগামী শুক্রবার বাংলায় পা রাখতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বাংলায় এসে সভা করার কথাও রয়েছে শাহের। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ১৪ এপ্রিল কলকাতায় আসতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বাংলায় এসে তিনি জনসভা করতে পারেন বলে খবর। জানা যাচ্ছে অনুব্রতহীন বীরভূমের সিউড়িতে জনসভা করবেন শাহ। জনসভার পাশাপাশি রাজ্য বিজেপির নেতাদের সঙ্গেও তিনি বৈঠক করতে পারেন। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে হতে পারে আলোচনা। উল্লেখ্য, সম্প্রতি হাওড়ায় রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে অশান্তির ঘটনায় সবিস্তার জানতে চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে ফোন করেছিলেন। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের কাছ থেকে গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজে নেন তিনি। পাশাপাশি বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকেও ফোন করে ঘটনার বিষয়ে জানেন অমিত শাহ।

দুয়ারে সরকার শিবিরের সময়সীমা বৃদ্ধি, ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ এপ্রিল ঃ রাজ্য সরকার দুয়ারে সরকার শিবিরের সময়সীমা বৃদ্ধি করেছে। আগামী ২০ এপ্রিলের পরিবর্তে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত এই শিবির গুলি থেকে পরিষেবা পাওয়া যাবে বলে আজ নবান্ন থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। এইদিকে চলতি দুয়ারে সরকার শিবিরের এদিন দশম দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৯৪ হাজার ৩৭৭ টি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা নিতে শিবির গুলিতে ৫৮ লক্ষ ৫ হাজার ৩১৫ জন মানুষ এসেছেন বলে আজ সরকারি ভাবে জানানো হয়েছে। এর মধ্যে সব থেকে বেশি দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৭ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষ নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। এরপরেই রয়েছে মুর্শিদাবাদ। সেখানে নাম নথিভুক্ত করেছেন ৭ লক্ষ ৩৬ হাজার মানুষ। গতকাল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকল্পে ৩২ লক্ষ ২ হাজার ২ জন আবেদন জমা পড়েছে বলে সরকারি ভাবে জানানো হয়েছে।

ভবিষ্যত ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের মৌ চুক্তি রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ এপ্রিল ঃ রাজ্য সরকার ভবিষ্যত ক্রেডিট কার্ড প্রকল্পের মাধ্যমে বেকার যুবক- যুবতীদের ব্যাংক ঋণ দেওয়ার জন্য সোমবার সমঝোতা পত্র মৌ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের প্রধান সচিব রাজেশ পান্ডে এদিন ক্রেডিট গ্যারান্টি ট্রাস্ট ফান্ডের সিইও সন্দীপ ভার্মার সঙ্গে নবান্নে এই মৌ চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এর ফলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ব্যাংক ঋণের ৮৫ শতাংশ গ্যারান্টি দেবে। অন্যদিকে রাজ্য সরকার ১৫ শতাংশ গ্যারান্টি বহন করবে। সব ধরনের সরকারি, রাষ্ট্রায়ত্ত, সমবায় ও বেসরকারি ব্যাংক এই প্রকল্পে সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেবে বলে আজ এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। যার ১০ ভর্তুকি দেবে রাজ্য সরকার।

রাজ্যের নতুন মুখ্য তথ্য কমিশনার বীরেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ এপ্রিল ঃ রাজ্যের নতুন মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসেবে আজ শপথ নিলেন রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন মহা নির্দেশক বীরেন্দ্র। রাজভবনে এক অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান। বীরেন্দ্র আগামী তিন বছরের জন্য নতুন মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসেবে শপথ নিলেন।

পুকুর ভরাট রুখে দিলেন বাসিন্দারা ভরাটের বিরুদ্ধে যৌথ আন্দোলনে কংগ্রেস ও সিপিএম

বনস্পতি দে, ডানকুনি, ১০ এপ্রিল ঃ ডানকুনি পুরসভার ১৪ নং ওয়ার্ড। সেই ওয়ার্ডের বহু প্রাচীন এই ঝিল। একদিকে যেমন একাধিক কাজে ব্যবহার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুরসভাকে জানিয়েও হল না সুরাহা। পুরসভার নির্দেশ অমান্য করেই দিনের আলোয় চলছিল ঝিল ভরাট। সেই ঝিল বাঁচাতে ভরাট আটকে দিল স্থানীয় বাসিন্দারাই। ঝিল ভরাটকে কেন্দ্র করে এলাকায় তৈরি হল উত্তেজনা। ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ডানকুনি থানার পুলিশ। ডানকুনি পুরসভার ১৪ নং ওয়ার্ড। সেই ওয়ার্ডের বহু প্রাচীন এই ৫ বিঘে ঝিল। একদিকে যেমন একাধিক কাজে ব্যবহার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অন্যদিকে, এই ঝিল পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ডের জল নিকাশি অন্যতম ভরসা বলেই দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। বিশেষ করে বর্ষাকালে ডানকুনি পৌরসভার ১৪, ১৫, ২০ নং ওয়ার্ড সহ বিস্তীর্ণ এলাকার জমা জল এসে পড়ে এই ঝিলে ফলে কিছুটা হলেও এলাকার মানুষ স্বস্তিতে থাকেন। কিছুদিন আগেই এই ঝিল ভরাটের অভিযোগ উঠেছিল এলাকার কাউন্সিলারের পছন্ন মদতে। এলাকাবাসী পৌরসভার দ্বারস্থ হলে ঝিল ভরাট বন্ধের আশ্বাস দেন পৌর চেয়ারম্যান। বেশ কিছু দিন ঝিল ভরাটের কাজ বন্ধ থাকলেও বালি ফেলে ঝিল ভরাট করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। তাঁদের নজরে পড়তেই বাধা দেন তারা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তৈরি হয় উত্তেজনা। যদিও এলাকাবাসীদের বাধার মুখে পড়ে ঝিল ভরাট বন্ধ করে দেন ঝিলের মালিক। ঝিলের মালিকের দাবি এটা শালী জমি আইন মেনেই তিনি তা ভরাট করছেন। অন্যদিকে ঝিল ভরাটের বিরুদ্ধে একাট্টা এলাকার বাসিন্দারা। এই পুকুর ভরাটের বিরুদ্ধে কংগ্রেস - সিপিএম যৌথভাবে আন্দোলনে নেমেছে, কংগ্রেসের হুগলি জেলার সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান আবু আব্বাস উদ্দিন জানালেন যে কোন মূল্যে আমরা এই পুকুর ভরাট রুখবো আমরা আন্দোলন করছি যতদূর যেতে হয় আমরা যাব এই পুকুর এলাকার মানুষের সামাজিক কাজে ব্যবহৃত হয় ৬০ বছরের পুরনো এই পুকুর কিছুতেই ভরাট করতে দেবো না। সিপিএমের বক্তব্য আমরা পুকুর ভরাট এর বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলনে নেমেছি এই পুকুর এলাকার মানুষের জরুরী প্রয়োজনে লাগে নানা সামাজিক কাজ করেন ৬০ বছরের পুরনো এই পুকুর কোনোভাবেই ভরাট করতে দেওয়া হবে না আমাদের আন্দোলন আরো তীব্র হবে। সূর্যসেন কলোনিতে এই পুকুর ডানকুনি পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে । আইএনটিইউসি নেতা দীনেশ সিং জানালেন মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন পুকুর ভরাট করা যাবে না এখন কিভাবে হচ্ছে ভরাট দিদি এসে দেখে যান পুরসভা কি দেখতে পাচ্ছে না আমরা কিছুতেই পুকুর ভরাট করতে দেব না। আমরা আন্দোলনে নেমেছি জনগণকে সাথে নিয়ে যতদূর যেতে হয় যাবো।

বিমান বসু'র নেতৃত্বে বামেদের শান্তি ও সম্প্রীতির মহামিছিল হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ এপ্রিল ঃ হাওড়ায় সিপিআইএম জেলা কমিটির উদ্যোগে বামপন্থী দলসমূহের ডাকে সোমবার বিকেলে এক শান্তি ও সম্প্রীতির মহামিছিলের আয়োজন করা হয়। হাওড়ার বালিখাল থেকে গোলাবাড়ির ব্রিজ অ্যান্ড রূফ কারখানা পর্যন্ত ওই মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। ধর্মীয় উৎসবে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ ঘটানোর অপচেষ্টা বন্ধ করার দাবিতে, সারা বাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য রক্ষা করার দাবিতে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতার প্রতিবাদে এদিনের এই মহামিছিল বলে বাম নেতৃত্ব জানিয়েছে। বালিখাল থেকে এদিন মিছিল শুরু হয়। উত্তর হাওড়ার পিলখানা ব্রিজ অ্যান্ড রুফ কারখানা পর্যন্ত যাবার কথা ওই মিছিলের। সেখানেই হবে সভা। রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে হাওড়া ও হুগলিতে যে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছিল তারজন্য প্রশাসনের ব্যর্থতাকেই দায়ী করে বামফ্রন্টের এই মহামিছিল। বিমান বসু, রবীন দেব, শ্রীদীপ ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বে এই মহামিছিলে পা মেলালেন বামফ্রন্টের কর্মী সমর্থকরা। মিছিলের সূচনা করে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, বালিখাল থেকে পিলখানা পর্যন্ত আমাদের মিছিল যাবে। সেখানে সভা হবে। এই মিছিল প্রয়োজন আছে। মানুষের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতির মেলবন্ধন তৈরি করার আকুতি নিয়ে আমাদের এই মিছিল। এই মিছিল দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়ে মানুষে মানুষে সম্প্রীতির মেলবন্ধন তৈরি করার মিছিল।

ঘুসুড়ির নস্করপাড়ায় জনবসতি এলাকায় প্লাস্টিক কারখানায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ এপ্রিল ঃ হাওড়ার ঘুসুড়ির নস্করপাড়ায় জনবসতি এলাকায় প্লাস্টিক কারখানায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সোমবার সকালে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘিঞ্জি এলাকায় কাজ করতে সমস্যায় পড়েন দমকলের কর্মীরা। প্রায় দেড় ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে ওই আগুন। রবিবার রাতে হাওড়ার ১৬ নং জাতীয় সড়কের ধারে বাগনানের চন্দ্রপুরেও একটি প্লাস্টিক কারখানা আগুনে ভস্মীভূত হয়েছিল। সেই ঘটনার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই এদিন ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে হাওড়ায়। সোমবার সকালে হাওড়ার ঘুসুড়ি নস্করপাড়ায় একটি প্লাস্টিকের সরঞ্জাম তৈরির কারখানায় আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। ঘনজনবসতি এলাকা হওয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজে দমকল কর্মীদের বেগ পেতে হয়। নস্করপাড়ার জনবসতি এলাকায় ওই প্লাস্টিক কারখানায় এদিন সকালের দিকে আগুন লাগে। এলাকার মানুষ ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ঘটনার সময় এলাকার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগে। এদিকে, এদিনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী শীতল সরকার বলেন, খবর পেয়ে এখানে এসে দেখি তখনও আগুন জ্বলছিল। পাশের বাড়ির ছাদ থেকে জল ঢেলে প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা হয়। পরে দমকল এসে আগুন নেভায়। ঘটনাস্থলে দমকলের ৩টি ইঞ্জিন আসে। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, কারখানায় ফ্ল্যাশ হয়। এরপর কালো ধোঁয়া বেরতে থাকে। আশেপাশের লোকজন আগুন দেখে চিৎকার শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে মালিপাঁচঘড়া থানায় খবর দেওয়া হয়। এরপর সেখান থেকে খবর দেওয়া হয় দমকলকে। আগুন ভয়াবহ আকার নেয়। এরই মধ্যে এলাকার মানুষজন জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে দমকল এসে আগুন নেভায়। আগুন ভেভানোর সময় দমকলের মেশিন খারাপ হয়ে যায়। পরে আবার আর একটা মেশিন নিয়ে এসে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। মোট ৩টি ইঞ্জিন প্রায় দেড় ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিন দমকলের তরফে বালির স্টেশন অফিসার শুভাশীষ নাথ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে দেখা যায় রাস্তা খুব সরু। গাড়ি থেকে পাম্প নামিয়ে পুকুরে লাগিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। কি করে আগুন লেগেছে তা জানা যায়নি। কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সোমড়া বান্ধব সম্মিলনী লাইব্রেরীর শতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১০ এপ্রিল ঃ সারা রাজ্যের সঙ্গে হুগলি জেলাতেও পাঠক এবং কর্মীর অভাবে যখন লাইব্রেরী গুলি ধুকছে সেই সময়ে হুগলি জেলারই সোমড়া বান্ধব সম্মিলনী লাইব্রেরীর শতবর্ষ উদ্‌যাপন উৎসব গুণীজন এবং সাহিত্য অনুরাগী মানুষের উপস্থিতিতে রবিবার লাইব্রেরী কক্ষে অনুষ্ঠিত হলো। শতবর্ষকে সামনে রেখে সেরা পাঠক, এলাকার অপর লাইব্রেরীকে সাহায্যদান করে উসবকে স্মরণীয় করে তুললেন উদ্যোক্তারা। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক ইন্দ্রজিত পান এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন কবি অরুণকুমার চক্রবর্তী, জাতীয় শিক্ষক বিধান সরকার, মাধব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাংবাদিক এবং প্রবীণ লাইব্রেরী কর্মী শ্যামল সিংহ সহ বিশিষ্ট জনেরা বক্তব্য রাখেন। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশিত হয়। জানা গেছে হুগলি জেলায় ১৫৮ টি লাইব্রেরী রয়েছে। কিন্তু কর্মীর অভাবে অনেক লাইব্রেরী প্রায় বন্ধ, বা একজন লাইব্রেরিয়ানকে বিভিন্ন লাইব্রেরীতে গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। ফলে প্রতিদিন লাইব্রেরিগুলিকে সচল রাখা এক মহা সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জানা গেছে সমস্ত লাইব্রেরীগুলিতে ৩৬৮ জন কর্মী থাকার কথা সেখানে মাত্র ৪৯ জন কর্মী নিয়ে লাইব্রেরিগুলিকে চালাতে হচ্ছে। এমনিতেই লাইব্রেরিগুলিতে পাঠক সংখ্যা ক্রমশ কমের দিকে, সেই অবস্থায় অবিলম্বে কর্মী নিয়োগ করে এবং লাইব্রেরি গুলিকে আরো আকর্ষণীয় করে পাঠকদের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দিতে পারলে লাইব্রেরীগুলির হাল ফিরবে বলে অভিজ্ঞ জনেদের অভিমত।

দুর্নীতির অভিযোগে গোঘাটে রাস্তা তৈরির কাজ বন্ধ করে দিলেন মানুষ

দুরন্ত বার্তা, গোঘাট, ১০ এপ্রিল ঃ সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। অথচ তা সত্ত্বেও হুঁশ নেই শাসকদল তৃণমূলের! ঢালাই রাস্তা তৈরি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, কিন্তু প্রশাসন চুপ রয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির গোঘাট এক নম্বর ব্লকের বালি অঞ্চলের জগপুর গ্রামে। ওই গ্রামের মানুষের অভিযোগ, ঢালাই রাস্তা তৈরি হচ্ছে খুব নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে। পাশাপাশি এস্টিমেট অনুযায়ী রাস্তা তৈরি হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন ওই গ্রামের মানুষেরা। এস্টিমেট অনুযায়ী রাস্তা তৈরি না হওয়ায় সোমবার সকাল থেকে রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হওয়ার পরেই গ্রামের মানুষ কাজ বন্ধ করে দেন। বেশ কয়েক ঘন্টা কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে থাকে। এলাকায় উত্তেজনার পারদ বাড়তে থাকে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বালির জগপুর গ্রামের নদীবাঁধ থেকে মূল গ্রামের দিকে ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু হয়। ঢালাই রাস্তা তৈরির জন্য প্রায় ৪৫ লাখ টাকার বরাত পান ঠিকাদার। কিন্তু অভিযোগ ৬ ইঞ্চি উচ্চতার জায়গায় আড়াই ইঞ্চি উঁচু করা হচ্ছে। বালি দিয়ে ভরাট করা হচ্ছে। সিমেন্ট ও স্টোনচিপ কম দিয়ে কোনও রকমে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই নিয়ে স্থানীয় যুবক সৌমেন সামন্ত বলেন, রাস্তার কাজ গত রবিবার থেকে শুরু হয়। কিন্তু পরেদিন থেকেই রাস্তায় বড় বড় ফাটল ধরে। সিমেন্টের ভাগ খুব কম। ৬ ইঞ্চি ঢালাইয়ের জায়গা ৩ ইঞ্চি ঢালাই দিচ্ছে। তাই গ্রামের সকল মানুষ রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেন। এই ভাবে রাস্তা করলে হবে না। সোমবার এই জায়গায় হচ্ছে, পরে সব জায়গায় হবে। প্রতিবাদ করতে হবে। অপরদিকে দিলীপ সামন্ত নামে আরও একজন ব্যক্তি বলেন, রাস্তা তৈরি নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি হচ্ছে। বালির ভাগ বেশি দিয়ে কেবল ভরাট করে চলে যাচ্ছে। দুই দিনে যদি ফাটল হয় তাহলে আগামিদিনে রাস্তা ধসে যাবে। রাস্তা যদি ভাল না হয় তাহলে কাজ বন্ধ থাকবে। অন্যদিকে ঠিকাদার সুজি মণ্ডল জানান, এস্টিমেট অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। গ্রামের মানুষের জন্য বাঁধের রাস্তাটা করে দিয়েছি। সামান্য ফাটল দেখা দিয়েছে। ওটা সিমেন্ট দিয়ে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। তবে এই বিষয়ে বালি অঞ্চলের পঞ্চায়েত প্রধান মৃত্যুঞ্জয় পালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, রাস্তা তৈরির কাজ বন্ধ হওয়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। ঠিকঠাক কাজ যাতে হয় তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে মানুষের প্রাথমিক দাবি মজবুত ঢালাই রাস্তার। কিন্তু তা না হওয়ায় বালির জগপুর গ্রামের মানুষ ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করে।

অগ্নিমূল্য সবজি বাজার, চিন্তায় ক্রেতারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ এপ্রিল ঃ গত কয়েকদিন ধরেই প্রচণ্ড পরিমাণে গরম পড়েছে কলকাতা শহর ও তার আশেপাশের এলাকায় । তীব্র গরমে নাজেহাল অবস্থা সকলের । এই পরিস্থিতিতে অগ্নিমূল্য সবজি বাজারও । সোমবার গড়িয়াহাট বাজার থেকে যদু বাবুর বাজার সর্বত্রই বাজারের চড়া দামে কপালে ভাঁজ ক্রেতাদের । তাপমাত্রার ওঠানামা ও বৃষ্টির অভাবে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে গ্রীষ্মকালীন শাক সবজির উৎপাদন কমে গিয়েছে । ফলে পাইকারি ও খুচরো বাজারে সবজির দাম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি । বেগুন, করলা, ঢ্যাঁড়স প্রভৃতির দাম বেড়ে কেজি প্রতি হয়েছে ৭০ থেকে ৮০ টাকার । কোথাও কেজি প্রতি নেওয়া হচ্ছে ৯০ টাকা । এমনকি বাজারে কুমড়ো বিক্রি হচ্ছে ২০ থেকে ২৫ টাকা, টমেটো ২৫ থেকে ৩০ টাকা , কাঁচা লঙ্কা ৬৫ থেকে ৭০ টাকা, বাঁধাকপি ১৫ থেকে ৩০ টাকা পিস, শশা ৫০ থেকে ৬০ টাকা, গাজর ২০ থেকে ৩০ টাকা, বিন কড়াই ৫০ থেকে ৬০ টাকা, ধনেপাতা ১৫ থেকে ২০ টাকা । সবজির বাজারে চড়া দামে নাজেহাল আমজনতা ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৩০ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৭ চৈত্র, ১৪২৯

সম্পাদকীয়

ধর্ম বড় না মানবতাবাদ বড় ?

ধর্ম বড় না মানবতাবাদ বড়? কে বড় তা নিয়ে প্রশ্ন জাগতে শুরু করে দিয়েছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে এখন মন্দির তৈরি হচ্ছে। বড় বড় মসজিদ তৈরি হচ্ছে। মন্দির তৈরি হোক তাকে কোনও আপত্তি নেই। মসজিদ তৈরি হোক তাতেও কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু মানুষ এত ধর্ম পালন করে তেন অধার্মিক হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে সবাই প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। ধর্ম তো মানুষকে সৎ পথে চলার কথা বলে। ধর্ম তো মানুষকে সৎ পথে থাকার জন্য সুবুদ্ধি দিতে থাকে। সমুতি দিয়ে থাকে। কিন্তু সেই সুমতি এখন কোথায় দেখতে পাওয়া যায় না। রাস্তায় রাস্তায় বড় করে শনি পুজো হচ্ছে। বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। আজকে রাস্তায় রাস্তায় দেব দেবীর পুজো অর্চনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। মানুষ এখন পৌত্তলিকতাকে বেশি করে প্রশ্রয় দিতে শুরু করে দিয়েছে। মানবতাবাদ একেবারে উবে গিয়েছে। এখন প্রতিটি মানুষ টাকা ছাড়া কোনও কাজ করতে চাইছে না। মানব সেবা করার মানসিকতা আর নেই বলা যেতে পারে। মানব ধর্ম বলে আজকে আর কিছুই নেই। রাস্তা রাস্তায় শুধু মনীষীদের ছবি বা মূর্তি। সেই সব মনীষীদের লেখা বই কাউকে পড়তে দেখা যায় না। একজন সন্ন্যাসী বলেছিলেন যদি কেই স্বামী বিবেকানন্দ পড়ে তাহলে তার মানসিক চিন্তার পরিবর্তন ঘটতে থাকবে। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বই পড়ে সারা ভারতকে চেনা সম্ভব। জানা সম্ভব। কিন্তু স্বমী বিবেকানন্দের বই কাউকে পড়তে দেখা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ না পড়লে মানব ধর্মকে বোঝা একেবারে মুশকিল হয়ে পড়ে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে নিয়ে চর্চা না করলে মানবধর্ম শেখায় যায় না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ কোথাও নিজেকে ধর্মগুরু বা ভগবানের অংশ বলে গ্রহণ করেনি। তিনি বলতেন আমি মানুষের সেবা করতে এসেছি। মানুষের সেবা করেই যাবো। স্বামী বিবেকানন্দ একই কথা বলতেন। তিনি বলেছেন আমি মানুষের সেবা করে যাবো। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দ কোনও কালে ঠাকুর ঘটা করে পুজোয় অংশ গ্রহণ করেনি। ঘটা করে ঠাকুর পুজো করে কোনও লাভ হয় না সেটা তাঁরা অনুভব করতে পেরেছিলেন। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত গ্রন্থে কোথাও পুজোর করার মন্ত্রের উল্লেখ নেই। স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থের কালী দর্শন নিয়ে কোনও কথা দেখতে পাওয়া যায় না। সেখানে রয়েছে আধ্যাত্মিক দর্শন। আধ্যাত্মিক দর্শন মানেই কিন্তু পুজো অর্চনা নয়। সেই কারণে আমরা দেখতে পাই বেলুড় মঠে মা কালীর পুজো ঘটা করে হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি সেখানে ঘটা করে কোনও পুজো করতেন না। তিনি ঘটা করে পুজো না করে গরিব পরিবারদের হাতে পুজোর জামা কাপড় থেকে শুরু করে পুজোর সময়ে খাওয়া দাওয়ানোর ব্যবস্থা করতেন। পজোর সময়ে সবাই যাতে হাশি এবং খুশিতে দিন কাটাতে পারে তার কথা চিন্তা করতেন। ঘটা করে পুজো করলে দেবতা স্বর্গ থেকে একেবারে পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হয়ে মানুষের সব দুঃখকে দূর করে দেবে না। এটা কিন্তু বারবার স্বামী বিবেকানন্দ এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আজকে তা মানা হচ্ছে কোথায়? ঘটা করে রামকৃষ্ণদেব এবং মা সারদার পুজো শুরু হয়ে গিয়েছে। মানব ধর্মের প্রচার বলতে গেলে বন্ধ হয়েই গিয়েছে। মানুষের দুঃখ দুর করার চেষ্টা বাতিল করে দিয়েছে সবাই। রাজনৈতিক দলগুলি এখন দারিদ্রতাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে। শিক্ষার মান কমতে শুরু করেছে। সবাইকে অশিক্ষিত করে রাখার প্রবণতা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। বাংলা মাধ্যম পড়ুয়া এবং ইংরেজি মাধ্যম পড়ুয়া দুটো গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়েছে।

ধর্মীয় যুক্তি বিজ্ঞান চর্চা

যুক্তি বিজ্ঞান চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে। যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। কিন্তু তা না করে এখন ঘটা করে ধর্মানুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে। তার ফলে শুধু ধর্মই পালন করা হচ্ছে। কিন্তু ধর্মের মধ্যে যে সত্য রয়েছে তাকে গ্রহণ করা হচ্ছে না। মন্দির তৈরি হচ্ছে মসজিদ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু ধর্মগুরুরা যে পথ তৈরি করে দিয়েছেন বা যে পথ রচনা করেছেন তা পালন করার দিকে কারোর নজর নেই। ঘটা করে পুজো থেকে কোনও কিছুকে গ্রহণ করতে পারছে না। আগে প্রায় সময়ে ধর্মীয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যার অনুষ্ঠান দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু সেই ধর্মীয় ব্যাখ্যার অনুষ্ঠান বলতে গলে আর হয় না। বর্তমানকে ছেড়ে গিয়ে আবার প্রাচীন কালের দিকে পা বাড়াতে শুরু করে দিয়েছি। আধুনিক শিক্ষাকে পরিহার করতে শুরু করেছি। অশিক্ষা কুশিক্ষাকে গ্রহণ করে সমাজের মধ্যে একটি বিষাক্ত পরিবেশ তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছি। তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে হিংসা, মারামারি কুন এবং বোমা বাজি। আসল ধর্ম কিন্তু মানুষকে মারমুখী হতে শেখায় না। ধর্ম তো আজকে রাজনীতির শিকার। ধর্মকে রাজনীতিকরণ করতে শুরু করে দিয়েছেন নেতারা। যে ধর্ম এক সময়ে ঘরে ঘরে লপিত হতো আজকে তা রাস্তায় এসে উপস্থিত হয়েছে। প্রতি বছর দেবদেবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। তার থেকে আমরা বিশেষ করে মানুষেরা কী লাভ পাচ্ছে তা অজ্ঞাত। কেউ জানতে পারছে না। পুজো মানুষের মনকে শুদ্ধ করে। মানুষকে পবিত্র করে। কিন্তু আজকে সত্যিই কি মানুষ পজো করে মনকে পবিত্র করতে পারছে বা শুদ্ধ করতে পারছে না। রানি রাসমণি দক্ষিণেশ্বর মন্দির তৈরি করেছিলেন। তিনি কাশী না গিয়ে সেই টাকা দিয়ে দক্ষিণেশ্বর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলা যেতে পারে। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তিনি কিন্তু সেবা ধর্মকে ত্যাগ করেননি। তিনি প্রজারা যাতে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে তার দেখভাল করতেন। প্রজাদের ওপরে ব্রিটিশ সরকার কর বসালে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ব্রিটিশ সরকারকে কর তুলে নেওয়ার কথাও বলেছিলেন। কলকাতা ময়দানে আজও যারা ছাগল চড়ায় তাদের কাছ থেকে কেউ কোনও পয়সা সংগ্রহ করতে পারবে না। এই চুক্তি করে দিয়েছিলেন সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। মাঝিরে ওপরে কর বসানার অধিকার নেই সরকারের। তার ফলে আজকে গঙ্গায় বহু মাছ ব্যবসায়িরা নৌকা করে মাছ নিয়ে এসে বিক্রি করে। সেখানে কোনও কর দিতে হয় না। দক্ষিণেশ্বরের প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য আগে কোনও পয়সা দিতে হতো না। কিন্তু বর্তমান কালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হওয়ার কারণে এখন অতি সামান্য অর্থ দিয়ে ভোগ গ্রহণ করতে হচ্ছে দর্শনার্থীদের।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি ।।।।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না। মা কালী স্বয়ং নারীরূপী ভগবান। তিনি ভয়ঙ্করী হলেও তিনি সৃষ্টি কর্ত্রী। তিনি এই বিশ্বের ধারক এবং বাহক। তারাপীঠের মা হচ্ছেন জ্ঞান চক্ষু দানকারী। তিনি জ্ঞান চক্ষু দিয়ে থাকেন। জগতকে চেনাতে শেখান। তিনি আছেন বলেই তার সন্তানরা শক্তিশালী এবং বলবান হয়ে থাকেন। মা তার সন্তানদের জ্ঞান চক্ষু দান করে থাকেন। মা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিনী। তিনি শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে হাঁটতে পারে। তারাপীঠের কালী মন্দির বন্ধ থাকলেও কয়েকদিন ধরে তারাপীঠে ভক্তদের ভিড় হতে শুরু করে দিয়েছে।

বাংলাদেশের নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ভারত

রবীন্দ্রকুমার শীল

পাশ্ববর্তী দেশ বাংলদেশের সাধারণ নির্বাচন শুরু হচ্ছে ২০২৪ সালে। ভারত সরকার এই নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের আওয়ামি সরকারও এই নির্বাচনে জয়ের আশা প্রকাশ করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের বিরোধী শক্তিশালী দল হচ্ছে বিএনপি। তারপরে রয়েছে মৌলবাদী বেশ কিছু সংগঠন তারা। ইসলামকে বাংলাদেশের বিস্তার করতে সব সময়ে সক্রিয়। বাংলাদেশের বর্তমান আওয়ামি লিগ সরকার যেমন সব ধর্মকে সঙ্গে নিয়ে প্রশাসন চালনা করতে শুরু করে দিয়েছে বিএনপি আসলে কী হবে তা বলা খুবই মুশকিল। এদিকে বাংলাদেশের বিএনপি এবারে নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। সাধারণ নির্বাচন শুরু হওয়ার আগে কয়েকটি সিটি করপোরেশনের নির্বাচন করিয়ে মহড়া দিয়ে নেয় বাংলদেশের নির্বাচন কমিশন। জনসমর্থন এবং শক্তির দিক দিয়ে বৃহত্তম বিএনপি দলটি এবারে সেই নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। তারা সাধারণ নির্বাচন অংশ গ্রহণ করবে বলে জাতে পারা গিয়েছে। কিন্তু সিটি নির্বাচনে তারা অংশ গ্রহণ করছে না। নির্বাচনে না যাওয়ার সিদ্ধান্তকে ঘিরে দলের মধ্যে মতভেদ দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলাদেশের আওয়ামি লিগ সব নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে এবং তারাই ক্ষমতায় ফিরে আসবে বলে আশাবাদী। এদিকে ভারত বাংলাদেশের নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তারণ ভারতের বন্ধু দল আওয়ামি লিগ ওখনও বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসীন। আওয়ামি লিগের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়েছে ভারতের। সেই আওয়ামি লিগ যদি সাধারণ নির্বাচনে হেরে যায় তাহলে ভারতকে বেশ বেকায়দায় পড়তে হতে পারে। চলতি বছরের ডিসেম্বর বা ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশের নির্বাচন হওয়ার কথা। ভারতের সাধারণ নির্বাচন একই সালে। বাংলাদেশের আওয়ামি লিগ খুবই চাপে রয়েছে। শেখ হাসিনা এখন বাংলাদেশ সফর করতে শুরু করেছেন। প্রতিটি জেলা থেকে শুরু করে মহকুমাতে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছেন তিনি। নির্বাচনী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে আওয়ামি লিগ। বিরোধী দলগুলি আওয়ামি লিগের ওপরে নির্বাচন কারচুপির অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা বলেছিল তিনশোর বেশি আসনে শাসক দল কারচুপি করেছে এবং জোর করে সেখানে ছাপ্পা ভোট দিয়ে আসনকে দলের অনুকূলে নিয়ে এসেছিল আওয়ামি লিগ। তার ফলে বিএনপি থেকে শুরু করে বিরোধী দলের পরাস্ত হতে হয়েছে। আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপান সরকার বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনক সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিক করার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। আবার প্রধান বিরোধী দল বিএনপি যদি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করে তাহলে কিন্তু বাংলাদেশের আওয়ামি লিগ বিপদে পড়ে যেতে পারে। তাবে আওয়ামি লিগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে বিএনপি দল যদি নির্বাচন বয়কট করে তাহলে তাদের কিছু বলার নেই। আমরা জোর করে বিএনপিকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে বাধা তো দিই নি। বিএনবি দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে কি করবে না এটা তাদের দলের অভ্যন্তরীন সিদ্ধান্ত। আওয়ামি লিগ

সরকারকে চাপে রাখতে বিএনপি দলের নেত্রী খালেদা জিয়া কূটকৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। আওয়ামি লিগের ওপরে নির্বাচনী কারচুপির অভিযোগ তলে বিএনপি এখন সাধারণ নির্বাচন বয়কট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তার ফলে আওয়ামি লিগের নেত্রী শেখ হাসিনা সরকার খুবই চাপে রয়েছে। নিরপেক্ষ অন্তবর্তী সরকার তৈরি করার ডাক দেওয়ার চেষ্টা করছেন বিএনপি। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে আওয়ামি লিগ নয় তারা নিরপেক্ষ অন্তবর্তী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। বিএনপি দলের মহাসচিব বলেছেন যে আওয়ামি লিগ দীর্ঘকাল ধরে বাংলদেশের সরকারের থেকে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হনন করেছে। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রিয় জনগণ এখনই এই সরকারের পরিবর্তন চাইছে। বাংলাদেশের মানুষ এখন মরিয়া হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। তারা রামজান মাসেই রাস্তায় নেমে আওয়ামি লিগ বিরোধী আন্দোলন করতে শুরু করেছে। এদিকে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন ২৫ মে গাজীপুর, ১২ জুন খুলনা ও বরিশাল, ২১ জুন রাজশাহী এবং সিলেটে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে। তারপর থেকে বিএনপি দলের কর্মীরা নির্বাচেন অংশ নেওয়ার কথা বলতে থাকে। কিন্তু বিএনপি দলের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছে টানা তিন বছর ধরে আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় রয়েছে। তারা এখন প্রতিষ্ঠান বিরোধী কৌশল গ্রহণ করছে। তার ফলে বিরোধী সব দলের ক্ষমতাকে একেবারে ছেঁটে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে বিরোধী দল বলে আগামি দিনে কিছুই থাকবে না। সবই করবে আওয়ামি লিগ। তারা সরকার পরিচালনা করবে। রাষ্ট্রকে পরিচালনা করবে। দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। বিএনপি দল সিটি করপোরেশন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করলে শাসক দল খুব চাপের মধ্যে থাকবে। বিএনপি দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই মত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে আওয়ামি লিগের সম্পাদক বলেছেন অনিচ্ছুক দলকে নির্বাচেন নিয়ে আসা আওয়ামি লিগের কাজ নয়। এটা করবে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন বিএনপি দলকে চিঠি দিয়ে জানাবে তাদের নির্বাচনে অশ গ্রহণ করতে। তারা যদি নির্বাচন কমিশনের কথাকে বেশি গুরুত্ব না দেয় তাহলে কিন্তু আওয়ামি লিগের কিছুই বলার থাকবে না। বিএনপি দল আসুক না আসুক ভোট কিন্তু হবে। বাংলাদেশের ভোটকে কেউ রুখতে পারবে না। বহু দল চেষ্টা করছে বাংলাদেশের যাতে নির্বাচন না হয়। কিন্তু তাদের সেই চিন্তা সফল হবে না। এদিকে আওয়ামি লিগের নেতা বলেছেন বিএনপি দল যদি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করে তাহলে তারা রাজনৈতিক গুরুত্ব হারাবে। রাজনৈতিক গুরুত্ব যদি হারায় তাহলে সেই দলটি একেবারে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। আমলা চাই বিএনপি দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করুক। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে অক্ষুন্ন রাখতে সহায়তা করুক। আওয়ামি লিগের একজন নেতা বলেছেন লণ্ডনে ফেরার বিএনবি নেতা তারেক জিয়া মনে করছেন তার দলের লোকেরা সাংসদ হয়ে গেলে তাকে মানবে না। বিএনবি দল দুটো ভাগে বিভক্ত হয়েগিয়ে একটি দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারে। তার ফলে বিপদ বৃদ্ধি পেতে থাকবে বিএনপির। বিএনপির দলে ফাটল ধরবে নির্বাচন অংশ গ্রহণ করার সময়ে। এদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বহু কথা হয়েছে। আগামি দিনে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের আরও চুক্তি করার ইচ্ছা রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে সামরিক চুক্তি থেকে শুরু করে জল চুক্তি। তিস্তা চুক্তি ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার সরব হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখনই এ ব্যাপারে কোনও কথা বলতে একেবারে নারাজ। বাংলাদেশকে জল দিলে তিস্তা একেবারে শুকিয়ে যেতে পারে। তার ফলে বহু নদীর মতো তিস্তা নদীর অপমৃত্যুও ঘটতে পারে। সেই কারণে সব দিক খয়িতে দেখে তারপরে বাংলাদেশের সঙ্গে তিস্তা চুক্তি করা হবে বলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার মত দিয়েছে। গঙ্গা নদীর জল বাংলাদেশকে দেওয়ার ফলে বহু সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে শুখা মরসুমে গঙ্গার জল চাষিরা পাচ্ছে না। সেই কারণে তিস্তা চুক্তিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে নদী কমিশন তৈরি করা হয়েছে। তারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে কতখানি জল বাংলাদেশকে দেওয়া সম্ভব।

আবার প্রধান বিরোধী দল বিএনপি যদি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করে তাহলে কিন্তু বাংলাদেশের আওয়ামি লিগ বিপদে পড়ে যেতে পারে।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত ব্যবসা

বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যা পুরোপুরি ভারতের ওপরে নির্ভর করে। সীমান্ত ব্যবসা আছে বলেই বাংলাদেশ এখন বেঁচে রয়েছে। ভারত থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য থেকে শুরু করে প্রায় সব কিছুই বাংলাদেশে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে জুট আসতো পশ্চিমবঙ্গে। সেই সব জুট পশ্চিমবঙ্গে জুট মিলে লাগতো। কিন্তু এখন পলিথিনের ব্যাগ একে যাওয়ার ফলে চটের বস্তা বলতে গেলে চাহিদা কমতে শুরু করেছে। সরকার যদিও চটের বস্তাকে খাদ্য সংরক্ষণ করা ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে কিন্তু বেসরকারি সংস্থা প্রায় সময়ে পলিথিন বড় ব্যাগব্যবহার করতে শুরু করেছে। তার ফলে চটের চাহিদা আর আগের মতো নেই। বর্ষার সময়ে বাংলাদেশে ইলিশ ভারতে এসে একটা বড় বাজার সৃষ্টি করে বটে। কিন্তু সেটা হচ্ছে সিজন ব্যবসা। বর্ষাকাল শেষ হলে পদ্মার ইলিশের ব্যবসা শেষ। ভারত থেকে তথ্য প্রযুক্তি থেকে শুরু করে ওষুধপত্র বাংলাদেশে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। বাংলাদেশের বহু নাগরিকেরা ভারতে এসে চিকিৎসা করাতে শুরু করেছে। তারা বাংলাদেশের ডাক্তারদের ওপরে ভরসা করতে পারছে না। তার ফলে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দেখতে পাওয়া যায় বাংলাদেশ থেকে নাগরিকেরা এসেছে চিকিৎসা করাতে। তারা বেশ ক.কেটি ধরে কলকাত সহ বিভিন্ন অঞ্চলে এসে চিকিৎসা করায়। বাংলাদেশের বহু তরুণ তরুণীরা এসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। তারা বলে যে ভারত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে গেলে তাদের দেশে চাকরি পাওয়া সম্ভব। তার কারণ বাংলাদেশের শিক্ষার মান অত্যন্ত উন্নত ধরনের। রবীন্দ্র ভারতী ও বিশ্বভারতীর ওপরে বাংলাদেশের পড়ুয়াদের লক্ষ্য থাকে। ডিজিটাল শিক্ষা এবং পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাংলাদেশের বহু পড়ুয়ারা কলকতায় এসে উপস্থিত হয়। আবার পশ্চিমবঙ্গের বহু পড়ুয়ারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যাল কতজনই বা ভর্তির হওয়ার সুযোগ পায়। কলকাতা মেডিকেল কলেজে ছাত্র হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে বাংলাদেশের মানুষদের। বাংলাদেশের শিক্ষিত তরুণ তরুণীরা যাতে কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় সে ব্যাপারে ভারত সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের সরকারের মধ্যে বহু আলোচনা হয়েছে। তবে ভারত সরকার বলেই দিয়েছে যে বাংলাদেশের ছাত্ররা ভারতের স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারবে বটে। তবে কিন্তু আগে ভারতের ছাত্রদের প্রবেশাধিকার থাকা উচিত। তবে রবীন্দ্র ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের ছাত্রদের জন্য একটি নির্দিষ্ট কোটা করে দিয়েছে। প্রতি বছরই বাংলাদেশে ছাত্ররা সেখানে পড়তে আসে। বাংলাদেশের সেনাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে ভারত সরকারকে বিশেষ অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ। সেনা প্রশিক্ষণ এবং ভারত বাংলাদেশ সেনা মহড়া দেওয়ার ব্যাপারে ভারত বাংলাদেশের নেতা কর্তারা আলোচনা করেছেন। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বাংলদেশ সামরিক শক্তির ওপরে বেশি করে জোর দিতে থাকবে।

হেরিটেজ ঃ বেথুন কলেজিয়েট স্কুল -১৭৫

(বাংলা থেকে হেরিটেজ হারিয়ে যেতে শুরু করেছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে প্রতিদিন একটি করে ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান বা বাড়ির কথা উল্লেখ করা হবে) জন এলিয়ট ড্রিকওয়াটার বেথুন ভারতে নারী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় একটি মহিলা স্কুল স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেই উদ্যোগকে সফল করতে রামগোলাপ ঘোষ এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও উপস্থিত হন। প্রথমে এটি স্কুলই ছিল। পরে কলেজ স্থাপন করা হয়। ১৮৪৯ সালে এই স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল বলেই আজকে এই স্কুলের ছাত্রীরা ১৭৫ বছর প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করছে এ বছর। আগামি ২ মে, ২০২৩ সালে সকালে পদযাত্রা। তারপরে ৭ মে থাকছে মূল প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান। কলকাতার সুকিয়া স্ট্রিটের দক্ষিণারঞ্জন মুখাপাধ্যায়ের বাড়ির বৈঠক খানায় হিন্দু মহিলা স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। এই স্কুলটি পরিচালনা করতেন দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন এই স্কুলের শিক্ষক। এই স্কুলের নাম ছিল হিন্দু ফিমেল স্কুল। তারপরে এই স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত হল বেথুন স্কুলে মহিলা স্কুল। ১৮৫৬ খ্রিস্টাবে এটি সরকার অধিগ্রহণ করে। এই বেথুন স্কুলে প্রথম দিকের ছাত্রী ছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দুই কন্যা কুন্দমালা এবং ভূবনমালা। পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার বহরমপুরে চলে যাওয়ার সময়ে বিদ্যাসাগরকে এই স্কুলের সভাপতি করে দায়িত্বভার দিয়ে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর স্কুলে মেয়েদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে তাদেরকে স্কুলে নিয়ে আসার জন্য পালকির ব্যবস্থা করেন এবং মাসে দশ টাকা প্রতিটি ছাত্রীদের জন্য ধার্য করেছিলেন। সেই সময়ে বাংলার রক্ষণশীলপন্থীরা এই স্কুল তৈরি হওয়ার ব্যাপারে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। তারা সেই সময়ে প্রতিটি পরিবারকে বলে দিয়েছিল কোনও বাড়ির মেদেয়ের যেন ম্লেচ্ছদের স্কুলে পড়তে পাঠানো না হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর সভাপতি দায়িত্বভাগ গ্রহণ করতে রক্ষণশীলপন্থীরা বুঝতে পেরেছিল এবারে তাদের পরাস্ত হতে হবে। ১৮৫০ সালে বাংলার ডেপুটি গর্ভনর হার্বাট লিটলার এই ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং তাঁর স্ত্রী এখানে একটি অশোক গাছ রোপন করেছিলেন। ১৮৭৯ সালে বেথুন স্কুলের ছাত্রী কাদম্বিনী দেবী উচ্চ শিক্ষা লাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কাদম্বিনী দেবী এবং চন্দ্রমুখী বসু বেথুন কলেজের প্রথম গ্রাজুয়েট। কাদম্বিনী প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি ডাক্তারি পাশ করেছিলেন। তিনি কলকতারা লেডি ডাফরিন হাসপাতালে ডাক্তার হিসাবে কাজও করেছেন। বেথুন স্কুল স্থাপন হওয়ার (ক্রমশ)

আমার স্বামী এতটাই অপমানিত বোধ করেছিলেন যে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন..

(সপ্তম পর্ব) বরং এটি পরিবারের অনেক সদস্যকে প্রচণ্ড আর্থিক অভিশাপে নিমজ্জিত করেছে এবং MFINBFC ব্যক্তিগত ঋণ নেওয়া পরিবারগুলিকে ধ্বংস করেছে। আমেরিকান ইকোনমিক জার্নাল অনুসারে ফলিত অর্থনীতি ভারত, বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা জনগণের কাছে তাদের ঝুঁকির তুলনায় অনেক বেশি বিক্রি হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণের উপর মনোসামাজিক প্রভাবের উপর গবেষণায় কিন্তু যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়নি, বরং দারিদ্র্য থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসার জন্য একটি ছোট ব্যবসায়িক প্রকল্প চালানোর জন্য ঋণ পাওয়ার বিষয়টিকে অত্যধিক ভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল, এম.আই.এফ ঋণের নেতিবাচক প্রভাবগুলি অপ্রত্যাশিত ছিল। তাই এই লেখকের মতে ক্ষুদ্রঋণগ্রহণকারী বা ঋণগ্রহীতাদের চেয়ে ঋণদাতাদের (অর্থাৎ কোম্পানির বা ব্যাংকের মালিক) অনেক বেশি লাভবান হয় বলে মনে হয় ক্ষুদ্রঋণ বাজারে বর্ণ্টন করে। অনেক লোক, যারা ক্ষুদ্রঋণের প্রভাবের মূল্যায়ন করেছেন তারা এটিকে শুধু (?)আর্থিক সাফল্যের উপর ভিত্তি করে করেছেন। এর সামাজিক, পারিবারিক এবং মানসিক প্রভাবের উপর ভিত্তি করে নয়। অর্থাৎ ঋণের সুদ ফেরত দেওয়ার জন্য ঋণ গ্রহণকরি ব্যক্তিদের অত্যধিক মানসিক ও কাজের চাপের মধ্যে থাকতে হয়। পুনরুদ্ধারের ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট মূল্যায়ন করা হয়না কারণ এটি মানসিক আঘাত এবং চাপকে দুর্বল করে। একটি স্থিতিশীল আয় সঙ্গে ঋণ পরিচিতি যেমন একটি বোঝা এখন কল্পনা করুন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং অনিশ্চয়তার মতো চ্যালেঞ্জের মুখে থাকা দুর্বল, অভিভূত ব্যক্তিদের ঋণ প্রবর্তন করা। এর প্রভাব তাই শুধুমাত্র ধ্বংসাত্মক হিসাবেই অনুমান করা যেতে পারে। এই লেখক যদি ২০১০ এর অতীতের দিকে ফিরে তাকান তবে হায়দ্রাবাদ, অন্ধ্র প্রদেশের জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৪৫ জন মানুষ ক্ষুদ্র ঋণের কারণেই আত্মহত্যা করেছে, এম এফ আই দ্বারা ক্ষুদ্রঋণ ঋণ পরিশোধের বাধ্যতামূলক পদ্ধতির কারণে। এই আত্মহত্যাগুলি অন্ধ্র প্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ৪৫ টির মধ্যে রিপোর্ট করা হয়েছে জানয়ারী ২০১০ থেকে মে ২০১০ এর মধ্য দিনগুলোতে। এখানেও গল্পটি ছিল যে এম. এফ.আই কোম্পানিগুলি মূল পরিমাণের উপর অত্যধিক ভাবে সুদ চার্জ করেছিল এবং ঋণগ্রহীতারা এমন পরিস্থিতিতে পড়েছিল যেখানে তারা বিদ্যমান ঋণ পরিশোধের জন্য অন্য মহাজনদের কাছ থেকে ধার নিতে বাধ্য হয়েছিল। ঋণগ্রহীতারা তাই ঋণের দুষ্টচক্রে ধরা পড়েছিল যা তারা শোধ করতে না পেরে তাদের জীবন শেষ করতে বাধ্য হয় (রেফ নং ১১)। পশ্চিমবঙ্গ থেকে, ২০২১ সালে, মুর্শিদাবাদ জেলার বিন্দুপাড়া গ্রামের মিঃ সাধন সিনহা (যিনি মাসে ১৫০০০ থেকে ২০,০০০টাকা আয় করতেন) ৪০ বছর বয়সী (রেফ নং ৪,৬) ২০২১ সালে আরেকটি শিকারের উদাহরণ। মুর্শিদাবাদে পরিচালিত একটি এম.আই.এফ থেকে ১ লক্ষ টাকা ঋণ এবং ২০২১ সালের মে এবং জুন মাসের জন্য তার ৩৪০০ টাকার মাসিক কিস্তি পরিশোধ করতে অক্ষম ছিল এবং তিনি কয়েকটা দিনের জন্য ভিক্ষা করেছিলেন, কিন্তু ঋণ পুনরুদ্ধার এজেন্টরা ওনার কথা শোনেননি। রিকভারি এজেন্টরা বাড়ির বাইরে বসে অকথ্য ভাষায় ওনাদের গালিগালাজ করে এবং বকেয়া আদায় না করে ছাড়বে না বলে জানায়। ...আমার স্বামী এতটাই অপমানিত বোধ করেছিলেন যে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন..., কাঁদতে কাঁদতে বললেন ১৮ এবং ১৫ বছর বয়সী দুই ছেলের মা মামনি। (রেফারেন্স নং ১২)২০২০ সালের জানুয়ারীতে ঋণ নেওয়ার সাধনের সিদ্ধান্ত এবং তার পরবর্তীকালে আত্মহত্যা কিন্তু এই সত্যটিকেই ভীষণভাবে তুলে ধরে, যে কীভাবে লক্ষ লক্ষ সাধারণ ভারতীয় কোভিড১৯ মহামারীর দ্বিতীয় তরঙ্গের দ্বারা , এবং সরকার ঘোষিত লকডাউন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, এবং কভিদ

১৯ভাইরাসের বিরুদ্ধে অকালবিজয় ঘোষণা করার ক্ষেত্রেও, কেন্দ্রীয় সরকারের অদূরদর্শীতার জন্য মানুষের এই ক্ষতিগুলো কে আংশিকভাবে দায়ী করা হয়েছিল। বিশেষ করে দরিদ্র মানুষের জন্য সরকারের দেওয়া কভিড গার্ডকে নিচে নামিয়ে বা তুলে দেওয়ায়। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অবশ্য সমস্ত ব্যাঙ্ক এবং সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে একটি ঋণ পুনঃস্থাপন বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়ে, সমস্ত ধরণের ঋণ গ্রহীতাদের ত্রাণ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, যদি ই এম আই বকেয়া ফেব্রুয়ারি ২০২০ এর আগে ঠিক মত দেওয়া হয়ে থাকে বা চেষ্টা থাকে ঋণ গ্রাহক গ্রহীতার (অর্থাৎ প্রথম রাজ্যের বা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কোভিড-১৯-এর জন্য প্যান ইন্ডিয়া লক ডাউন ঘোষণা করা হয়েছে তার আগে) কিন্তু, মিঃ সাধনের মৃত্যুর ঘটনা অনুসারে, প্রতিটি ঋণগ্রহীতা কিন্তু এই এম. এফ. আই কোম্পানি গুলির দ্বারা ত্রাণের এই সুযোগ পান নি , শুধুমাত্র তাদের জ্ঞান এবং তথ্যের জানার অভাবের কারণে, কারণ তারা বেশিরভাগই স্বল্প শিক্ষিত এবং দরিদ্র মানুষ। যদিও ঋণ পুনঃস্থাপন কেমন ভাবে হবে সেটা ব্যাঙ্ক বা মাইক্রোফাইন্যান্স কোম্পানি বা এনবিএফসি কোম্পানি গুলোর একটি বিশেষাধিকার, সমস্যা হল যে বেশিরভাগ লোক যাদের সুবিধার খুব প্রয়োজন তারা এই বিষয়ে আর.বি.আই নির্দেশাবলী সম্পর্কে জানেন না। সেইসব ঋণগ্রহীতাদের জন্য স্বস্তি ছিল, যারা আর.বি. আই স্কিমের অধীনে ঋণ পরিশোধের পুনর্গঠন বেছে নিয়েছিল। আর.বি.আই কিন্তু তার ২০২৩ এর অর্ডার দিয়ে এম.এফ.আই, এন.বি.এফ.সি, ব্যাঙ্ক এবং সমস্ত ঋণদাতা সংস্থাগুলিকে ঋণ পরিশোধের পরিকল্পনাগুলি সংশোধন করতে এবং ন্যূনতম ই এম আই সহ ঋণ পরিশোধ করার স্থগিতাদেশের সময়কাল আরও ন্যূনতম দুই বছর বাড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। আর. বি. আই বলেছে যে সমস্ত এম.এফ.আই, এন.বি.এফ.সি ব্যাঙ্কগুলি মূলঋণ পরিশোধের জন্য কোনও ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে একটি পুনর্গঠন প্রস্তাব পাওয়ার পরে, তাদের অবশ্যই ৩০ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতার আবেদনের বিষয়ে এবং ঋণগ্রহীতার পক্ষেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এটি ঘটবে যখন ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান এবং ঋণগ্রহীতা তার উপার্জনের ন্যূনতম দৈনিক মজুরিতে তার পরিবারের ভরণপোষণের পর ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতার ক্ষমতা অনুযায়ী একটি রেজোলিউশন প্ল্যান তৈরি করতে সম্মত হবে। (ক্রমশ)

(লেখক- অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা। ও ডাক্তার প্রফেসর প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য এমডি (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) এফ আই সি প্যাথলজি, ডাব্লু.বি.এম.ইএস (অবসরপ্রাপ্ত) প্রাক্তন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং প্রধান, প্যাথলজি বিভাগ, কলকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলকাতা।)

যুবতীর মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, শান্তিপুর, ১০ এপ্রিল ঃ আমবাগান থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবতীর দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। তাঁর মুখে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল। সোমবার সকালে নদীয়ার শান্তিপুরের নবলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রথমে ওই যুবতির দেহ স্থানীয় কয়েকজনের নজরে আসে। তাঁরাই গ্রামের অন্যান্যদের খবর দেন । পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। সোমবার সকালে নবলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা ওই আমবাগানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটি গাছের নিচে এক যুবতীর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁরাই গ্রামবাসী এবং পঞ্চায়েত প্রধানকে খবর দেন। নবলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ঘটনাস্থলে যান। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে। আমবাগান এলাকায় তল্লাশি চালায় তথ্যপ্রমাণের খোঁজে। পুলিশ তাঁর পরিচয় জানার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে, উদ্ধার হওয়া যুবতীর দেহ নিয়ে নানান জল্পনা শুরু হয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। কেউ বলছেন, বাইরে থেকে খুন করে সেখানে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। আবার কেউ ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ তুলেছেন। তবে, পুলিশ এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা।

ক্ষোভ পড়ুয়াদের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১০ এপ্রিল ঃ হস্টেলের উদ্বোধন হওয়ার পর কয়েক মাস কেটে গেলেও পড়ুয়াদের জন্য এখনও তা খুলে দিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। এই অভিযোগ করে হস্টেল চালুর দাবিতে সোমবার কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ঘরের সামনে দীর্ঘক্ষণ ধরে বিক্ষোভ দেখালেন পড়ুয়াদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, হস্টেল চালু না হওয়ার জন্য চরম সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে বাইরে থেকে আসা পড়ুয়াদের। হস্টেল শীঘ্র চালু করা না হলে জোর করেই হস্টেলে প্রবেশ করবার কথা জানিয়েছেন পড়ুয়াদের একাংশ। আন্দোলনকারীদের পক্ষে জাহাঙ্গির মিয়াঁ জানান, উপাচার্য একাধিকবার প্রতিশ্রুতি দিলেও কোনও সুরাহা হয়নি। কখনও বাড়ি ভাড়া নিয়ে, আবার কখনও মেসে থাকতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। আর এতেই খরচ হচ্ছে অনেক টাকা। তাই হস্টেল খোলার দাবি নিয়ে এদিন বিক্ষোভে শামিল হন পড়ুয়ারা। কিছুক্ষণ বিক্ষোভের পর তাঁরা উপাচার্যের ঘরের সামনের গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন। এই বিষয়ে উপাচার্যের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সম্প্রীতির পদযাত্রা

রাজকুমার ঘোষ, কালনা, ১০ এপ্রিল ঃ সোমবার সকালে সমস্ত ধর্মের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সম্প্রীতির পদযাত্রা করলেন রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। শ্রীরামপুর ভক্তি ভান্ডার থেকে হেমায়েতপুর বড় মসজিদ পর্যন্ত এই সম্প্রীতির পদযাত্রা হল। দিকে দিকে যখন জাতপাত নিয়ে এত বিভেদ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মন্ত্রী তার নিজের উদ্যোগে এই সম্প্রীতির পদযাত্রা করলেন। এই সম্প্রীতির পদযাত্রায় হিন্দু মুসলমান উভয় পক্ষের মানুষজন ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে, আগামী দিনের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এমনটাই মনে করেন বুদ্ধিজীবীরা। জাতপাত সব ভুলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজন মিলেমিশে থাকে এটাই ছিল পদযাত্রার মূল উদ্দেশ্য।

দুয়ারে সরকার শিবিরে মানুষের আবেদন পত্র পূরণ করলেন মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ এপ্রিল ঃ তীব্র দাবদহের মধ্যেও দুয়ারে সরকার শিবিরের তদারকিতে এসে সাধারণ মানুষের আবেদন পত্র পূরণ করে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। সোমবার দুপুরে মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা সাবিনা ইয়াসমিন তারই বিধানসভা কেন্দ্রের বাঙ্গিটোলা এলাকায় দুয়ারে সরকার প্রকল্পের কাজের খোঁজ খবর করতে যান। সেখানে বহু মানুষকে আবেদন পত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। এরপরই নিজেই ওই এলাকার একটি গাছের ছায়াতে টেবিল, চেয়ার নিয়ে বসে একে একে দুয়ারে সরকার শিবিরে আসা উপভোক্তাদের আবেদন পত্র পূরণ করতে থাকেন। চোখের সামনে মন্ত্রীকে এমন ভূমিকায় দেখতে পেয়ে রীতিমতো হতবাক হয়ে যান উপস্থিত প্রশাসনের কর্তা থেকে সাধারণ মানুষ। সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির দুয়ারে সরকার প্রকল্প শুধু দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেও ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে। এই দুয়ারে সরকার প্রকল্প ১ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছিল। ১০ এপ্রিল পর্যন্ত এটি চলবে। সোমবার ছিল দুয়ারে সরকার প্রকল্পের আবেদন পত্র সংশোধন ও জমা দেওয়ার শেষ দিন। তাই এদিন বাঙ্গিটোলা সহ মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় এই কাজের তদারকি করেছি। খুব ভালো সাড়া মিলেছে। বহু মানুষ তীব্র দাবদহ উপেক্ষা করে দুয়ারে সরকার প্রকল্পের আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন। অনেকেই দেখেছি হাতে আবেদন পত্র নিয়েও ঠিকঠাক ভাবে হয়তো পূরণ করতে পারেন নি। তাই আমি যতটা পেরেছি সেই আবেদন পত্রগুলি বাঙ্গিটোলা যেখানে দুয়ারের সরকারের ক্যাম্প হচ্ছে সেখানে বসেই পূরণ করে দিয়েছি। এদিকে গঙ্গাভাঙন থেকে বাঙ্গীটোলার বিস্তীর্ণ এলাকাকে রক্ষা করতে শাকুল্লাপুর বাঁধ বাঁধানোর পরিকল্পনা নিল রাজ্য সেচদপ্তর। এজন্য প্রায় দু'কোটি টাকা খরচে প্রকল্পের কাজ শুরু হল। সোমবার এই কাজের সূচনা করলেন রাজ্যের সেচ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। ওই এলাকায় গঙ্গানদীর বামতীর বরাবর প্রায় ৬০০ মিটার এলাকায় ভাঙন রোধের কাজ করা হবে। এরফলে বাঁধ ভেঙে লোকালয় প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা কমবে। দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার মানুষজন ভাঙ্গন রোধের কাজের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। ওই এলাকায় ভাঙন রোধের কাজ হলে বেশ কয়েক হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। মালদার কালিয়াচক ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বাঙ্গীটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের শাকুল্লাপুর গ্রাম। এলাকার বাসিন্দা বেশ কয়েক হাজার। এছাড়াও বর্তমানে বাঁধরোড দিয়ে প্রতিদিন চলাফেরা করেন আরও বেশ কয়েক হাজার মানুষ। প্রতিবছর বর্ষা এলেই এখানকার বাসিন্দাদের ঘুম উবে যায়। নদী এই বুঝি এলো দোরগোড়ায়, এমনই আতঙ্কে ভোগেন এলাকার মানুষ। দীর্ঘদিনের দাবি মেনে সেচ দপ্তর এলাকায় বাঁধ ও রাস্তা মেরামতের উদ্যোগ নেওয়ায় খুশি বাসিন্দারা। জানা গিয়েছে, ৬০০ মিটার কাজের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। এবছর বর্ষার আগেই কাজ শুরু করে প্রথমে নিচের অংশ, অর্থাৎ বর্ষার সময় বাঁধের যে অংশ নদীর জলে ডুবে থাকে, প্রথমে সেই অংশের কাজ করা হবে।

জামালপুরে আদিবাসীদের একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১০ এপ্রিল ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলা আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের আয়োজনে এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ ও জমালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় ২৮তম আদিবাসী ভাষায় জেলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা শুরু হল জামালপুর ব্লক অফিসে। ব্লক অফিসের পঞ্চায়েত সমিতির মঞ্চে আয়োজিত ওই প্রতিযোগিতা ১০ থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা রায়নার বিধায়িকা শম্পা ধাড়া, সহকারী সভাধিপতি দেবু টুডু, সাংসদ সুনীল মন্ডল, জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, জেলা প্রকল্প আধিকারিক তথা জেলা কল্যাণ আধিকারিক অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ শামস তিবরেজ আনসারী, বিডিও শুভঙ্কর মজুমদার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভুতনাথ মালিক, সহ সভাপতি দেবু হেমব্রম, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান, তারক টুডু সহ আদিবাসী সমাজের মাঝিবাবা ও অন্যান্যরা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা সভাধিপতি শম্পা ধাড়া বলেন আদিবাসী সমাজকে সমাজের মূল স্রোতে যুক্ত করার জন্য বর্তমান তৃণমূল সরকার যথেষ্ট কাজ করে যাচ্ছে। এই সম্প্রদায়ের জন্য জয় জহর সহ নানা প্রকল্প করেছেন। এই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতেই এই ধরণের নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বিধায়ক আলোক কুমার মাঝি বলেন, বর্তমান সময়ে আদিবাসী সমাজ অনেক উন্নত হয়েছে শুধুমাত্র এই সরকারের আমলেই সেটা সম্ভব হয়েছে। পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খান জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে এরাজ্যে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের নিজের নিজের সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারছে। সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি তার সমান দৃষ্টি আছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প তৈরী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ৩ দিন ধরে যে একাঙ্ক নাটকগুলি মঞ্চস্থ করা হবে সেগুলি থেকে তিনটে টিমকে বেছে নেবেন বিচারকরা। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রচুর আদিবাসী মানুষ ভীড় জমান। এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য সকলেই ব্লক প্রশাসন এবং পঞ্চায়েত সমিতিকে ধন্যবাদ জানান।

ঝাড়গ্রামে ঝোপের মধ্যে আটকে পড়া হরিণকে উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১০ এপ্রিল ঃ কুকুরের তাড়া খেয়ে ঝোপের মধ্যে আটকে পড়ে হরিণকে উদ্ধার করল বনদফতর। সোমবার সকালে ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম রেঞ্জের নিগুই মধ্যমপাড়া এলাকার জঙ্গল এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। বনদফতর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে একটি হরিণ মধ্যমপাড়া এলাকার গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় চলে আসে একটি হরিণ। সেই সময় হরিণটিকে কয়েকটি কুকুর তাড়া করলে মধ্যমপাড়া জঙ্গল একটি ঝোপের মধ্যে ঢুকে যায়। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা হরিণটিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে বনদফতরকে খবর দেন। খবর পাওয়ার পর বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে ঝোপের মধ্যে আটকে থাকা হরিণটিকে উদ্ধার করে খড়্গপুর বনবিভাগের হিজলি ইকো পার্কে নিয়ে যায়। সেখানে ওই হরিণটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর হরিণটিকে ইকো পার্কের হরিণ সংরক্ষণ খাঁচার মধ্যে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। বনদফতরের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে ২০০৬ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে ৩০ থেকে ৩৫ টি হরিণ নয়াগ্রাম রেঞ্জের বিভিন্ন জঙ্গলে ছাড়া হয়েছিল। বর্তমানে ওই রেঞ্জ এলাকায় প্রায় ২০০ টির বেশি হরিণ রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এবিষয়ে খড়্গপুর ডিভিশনের ডিএফও শিবা নন্দ রাম বলেন, ঝোপে আটকে পড়া একটি প্রাপ্তবয়স্ক হরিণকে উদ্ধার করেছে বনদফতর। আটকে পড়া হরিণের পাশ থেকে বেশ কিছু ছেঁড়া জাল ও দড়ি উদ্ধার হয়েছে। জাল ও দড়ি কি কারনে ফেলা ছিল তা তদন্ত শুরু করেছে বনদফতর। উদ্ধার হওয়া হরিণটি আপাতত সুস্থ রয়েছে।

বাইক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে তিন যুবকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১০ এপ্রিল ঃ কোচবিহারের দিনহাটায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিন যুবকের। রবিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের দিনহাটার রথবাড়ি ঘাট সংলগ্ন বেসিক মোড় এলাকায়। বাইকের সঙ্গে গাড়ির মুখোমুখি ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে ওই ৩ জনের। পুলিশ সূত্রের খবর, রবিবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ দিনহাটা শহর সংলগ্ন পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের রথবাড়ি ঘাট এলাকায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে। বাইকে থাকা ৩ আরোহীর মধ্যে ২ জনের ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় আর এক জনকে দমকল কর্মীরা উদ্ধার করে নিয়ে যান দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকেও মৃত বলে ঘোষণা করেন। দিনহাটা থানার পুলিশ ৩ জনের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার কবলে পড়া বাইকটি গোসানিমারির দিকে যাচ্ছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহতেরা হলেন সুব্রত বর্মণ (২৬), নিখিল বর্মণ (২৭) এবং আশুতোষ বর্মণ (২৫)। তাঁরা প্রত্যেকেই সিতাইয়ের ধুমেরখাতা এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ গাড়িটিকে আটক করেছে।

তৃণমূলের দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ১০ এপ্রিল ঃ ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে আয়োজিত হল দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি। সোমবার সকালে নবদ্বীপ ব্লকের মাজদিয়া পানশিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পানশিলা কালী মন্দিরে পূজা দিয়ে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন তৃণমূলের রানাঘাট জেলা সাংগঠনিক সভাপতি দেবাশীষ গাঙ্গুলী ও নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা। এছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি কল্লোল কর, নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তাপস ঘোষ, সমাজসেবী তথা তৃণমূল নেতা পলাশ ঘোষ সহ মাজদিয়া-পানশিলা অঞ্চল তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। কালী মন্দিরে পূজা দেওয়ার পর তৃণমূলের রানাঘাট জেলার সাংগঠনিক সভাপতি দেবাশীষ গাঙ্গুলী ব্লকের কর্মী ও অন্যান্য দলীয় নেতৃত্বদের নিয়ে মাজদিয়া-পানশিলা অঞ্চলের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে যান। সেখানে সাধারণ মানুষের অভাব- অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শুনতে দেখা যায় সাংগঠনিক সভাপতিকে। রাজ্য সরকারের ১৫টি মানবিক প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষ পাচ্ছে কিনা সে ব্যাপারও খোঁজখবর নিতে দেখা যায় জেলা সভাপতিকে। পরে ব্লক সভাপতি কল্লোল কর সহ অন্যান্য নেতৃত্বদের নিয়ে নতুন ঘোলাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান জেলা সভাপতি। সেখানে মিড ডে মিল প্রকল্প কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে বা পঠন-পাঠনে কোনরকম খামতি আছে কিনা, সে বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে খোঁজখবর নিতে দেখা যায় দেবাশীষ গাঙ্গুলীকে। এরপর কর্মীদের নিয়ে ছুটে যান ফরেষ্টডাঙ্গা বালুরচর এলাকায় বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ করতে। দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর কর্মীদের নিয়ে এক রুদ্ধদ্বার সাংগঠনিক বৈঠক করতে দেখা যায় জেলা সভাপতিকে। কেননা সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। বিগত পাঁচ বছর মাজদিয়া-পানশিলা গ্রাম পঞ্চায়েত বিরোধীদের দখলে। এই পঞ্চায়েতে সিপিএমকে সঙ্গে নিয়ে শাসন ব্যবস্থায় রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি। ফলে মাজদিয়া-পানশিলা গ্রাম পঞ্চায়েত পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। পঞ্চায়েত নির্বাচনের দামামা না বাজলেও স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের মনোবলকে চাঙ্গা করতে ইতিমধ্যেই বুথ স্তরে কর্মী বৈঠক শুরু করে দিয়েছে দলীয় নেতৃত্ব। তৃণমূলের রানাঘাট জেলা সাংগঠনিক সভাপতি দেবাশীষ গাঙ্গুলী সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, এই অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে যতটা বুঝলাম এখানকার মানুষ সরকারি সমস্ত ধরনের পরিষেবা পেয়েছেন। দু'একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। বার্ধক্য ভাতার ক্ষেত্রে কিছু মানুষ এখনও পরিষেবা পাননি। তারা যাতে দ্রুত পরিষেবা পান সে বিষয়ে নজর দেওয়া হচ্ছে। দেবাশীষ বাবু আরও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চান প্রতিটি মানুষ রাজ্য সরকারের কল্যাণ মূলক প্রকল্পের সুবিধা পান। কোনও মানুষ যাতে বাদ না পড়েন সেদিকেই লক্ষ্য থাকবে আমাদের। এদিন কর্মী বৈঠক শেষে গ্রামেই রাত্রি বাস করেন তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি।

রামপুরহাটে হনুমানের মৃত্যু অশৌচ পালন

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১০ এপ্রিল ঃ হনুমানের মৃত্যুতে তিন রাত অশৌচ পালন করলেন দুটি গ্রামের তিন শতাধিক পরিবার। রীতিমতো হিন্দু শাস্ত্রমতে ক্রিয়াকর্ম সেরে পিন্ডদান করে সন্ধ্যায় গ্রামবাসীদের ভোজনের ব্যবস্থা করেন গ্রামবাসীরা। প্রসঙ্গত, ৬ এপ্রিল ছিল হনুমান জয়ন্তী। ওইদিন সকালে বীরভূম মুরারই ২ নম্বর ব্লকের লতাগ্রাম-পালিতপুর গ্রামে একটি হনুমানকে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন গ্রামবাসীরা। গ্রামের যুবক তড়িঘড়ি হনুমানটিকে কোলে তুলে স্থানীয় পাইকরের পশু চিকিৎসালয় নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে চিকিৎসক না থাকায় তিনি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নগেন মালের সহযোগিতায় হনুমানটিকে নলহাটি নিয়ে যান গাড়িতে। নলহাটি পশু হাসপাতালে ততক্ষনে দুই চিকিৎসককে নিয়ে হাজির ছিলেন নলহাটির বিধায়ক রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসাধীন অবস্থায় হনুমানটির মৃত্যু হয়। এরপর বিধায়কের সহযোগিতায় পঞ্চায়েত সদস্য নগেন মাল ও গ্রামবাসী নকল মোল্লার প্রচেষ্টায় হনুমানটির মৃতদেহ পুনরায় গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রামবাসীরা আলোচনা করে হনুমানের মৃতদেহ মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। হনুমান জয়ন্তীর দিন রাম ভক্তের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে দুটি গ্রাম। নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনদিন ঘরে ঘরে অশৌচ পালন শুরু করেন। তিদিন পর অর্থাৎ রবিবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সেরে সন্ধ্যায় ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। রাতে শাস্ত্রমেনে লতাগ্রাম, পালিতপুর গ্রামে হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়। গ্রামের বাসিন্দা নিত্যানন্দ কর, প্রণব পাল, সুবোধ পাল, দীপক মালরা বলেন, হনুমান জয়ন্তির দিন রাম ভক্তের মৃত্যুতে গোটা গ্রাম শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তাই আমরা মৃত হনুমানের আত্মার শান্তিতে শেষকৃত্য থেকে পিন্ডদান, ভোজন সব কিছুই ব্যবস্থা করা হয়। দুই গ্রামের হাজার দেড়েক মানুষ শ্রাদ্ধ ভোজনে অংশগ্রহণ করেন। গ্রামবাসীদের পাশে থেকে সহযোগিতা করে গিয়েছেন বিধায়ক রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং।

ডাম্পারের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে চালকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১০ এপ্রিল ঃ নদীয়ার চাকদহ থানার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাঁচপোতার কাছে পাথর বোঝাই ডাম্পারের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল চালকের। দুর্ঘটনায় আহত খালাসি। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার। দুর্ঘটনার জেরে এলাকায় যানজট তৈরি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল ছ'টা নাগাদ নলহাটি থেকে একটি পাথর বোঝাই ডাম্পার চাকদার দিকে আসছিল। সেসময় রাস্তার ধারের দোকানগুলি সবে খুলছিলেন স্থানীয় দোকানিরা। তাঁরাই গোটা বিষয়টি দেখেছেন। তাঁদের দাবি, রাস্তার ধারেই দাঁড়িয়ে ছিল ১৪ চাকার একটি আলু বোঝাই ট্রাক। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডাম্পার ওই গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ডাম্পারের চালকের। খালাসি মারাত্মকভাবে আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারাই তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। তাঁর অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। বেশ কিছুক্ষণ রাস্তায় যানজট তৈরি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে চাকদা থানার পুলিশ গিয়ে দুটি গাড়িকে উদ্ধার করে। তারপর যান চলাচল স্বাভাবিক করে। মৃত ডাম্পার গাড়ির চালকের নাম পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনার পর থেকে পলাতক আলুর গাড়ির চালক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

পুলিশী অভিযান

এজাজ আহম্মেদ, খড়গ্রাম, ১০ এপ্রিল ঃ খড়গ্রাম ব্লকের শেরপুর জীবন্তি রাজ্য সড়কের উপর দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধভাবে বালি, পাথর মজুত করে চড়া দামে বিক্রি করার অভিযোগ ছিল। শুধু তাই নয়, রাজ্য সড়কের পাশে সরকারি জায়গা দখল করে রাস্তা চলাচলের সমস্যা তৈরি করেছিল, অভিযোগ পেয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অভিযান চালালেন ভূমি আধিকারিক ও খড়গ্রাম থানার পুলিশ। অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ বালি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ভূমি আধিকারিক দেবনাথ পাল বলেন, আজ থেকে অভিযান শুরু হল। যেখানে যেখানে এই রকম অবৈধ বালি পাথর মজুত রাখবে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অন্যদিকে কুয়ো নদীতে সক্রিয় বালি মাফিয়া রাজ। মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার অন্তর্গত আঙ্গারপুর ব্রিজ থেকে ১৫০ মিটারের মধ্যে রমরমিয়ে চলছে বালি কাটার কাজ, বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে কুয়ো নদী হারাতে বসেছে তার নাব্যতা, এমনটাই অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের। দিনের আলোর মধ্যে প্রশাসনের চোখকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে প্রশাসনের নাকের ডগায় বালি কাটার ঘটনায় সরব হয়েছেন শাসক থেকে শুরু করে বিরোধী সব শিবির। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নজরুল ইসলাম এই ঘটনাকে কার্যত মেনে নিয়েছেন এবং তিনি ঘটনার নিন্দা করেছেন। পাশাপাশি গেরুয়া শিবিরের পক্ষ থেকে প্রশাসনের উপর দায় চাপিয়ে বলেন প্রশাসনের একাংশের মদতেই বালি মাফিয়ারা এরকম ভাবে দিনের আলোয় বালি কাটছে কুয়ো নদী থেকে অবাদে। ঘটনায় বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য আবারও সামনে আসছে মুর্শিদাবাদে।

Puara Gram Panchayet
Under Arsha Development Block
At+PO-Kantadih,
PS-Arsha, Dist-Purulia
NIT No. 05/2022-23, Memo No-90/MNB/PGP, Date-06/04/2023

Sealed tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of total 12 (Twelve) nos. schemes. Date of issuing Tender Paper: **10/04/2023 to 19/04/2023 up to 3 PM.**(except holidays). Last date of dropping Tender paper:- **20/04/2023 up to 2.00 PM.** Date of Opening Tender paper: **20/04/2023 at 2.30 PM.** For further details please contact with the office of the Puara Gram Panchayat.

Sd/- Pradhan
Puara Gram Panchayat

OFFICE OF THE COUNCILLORS, BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs, Kolkata – 700144

E-Tenders are invited from reputed Agency/ Contractor for Renovation of electrical work of Community & Public toilet at Ward no 6, 8, 9, 10, 12 & 15 under Baruipur Municipality. NIT. -WBMAD/ULB/BM/NIT-01 (e)/2023-24 (2nd Call of NIT-19(e)/2022-23) dated: 06.04.2023, Bid Last date: 19.04.2023 upto 12 Noon. Details information may be obtained during office hours 11 AM – 5 PM. Website: http://wbtenders.gov.in

By Order,
Executive Officer, B.M.

e-Tender Notice

Shialdanga GP under **Jagatballavpur Block, Howrah** E-tender vide 1 No. **NIT No. SGP/622/ 2023.** Last Date of Bid Submission **17/04/2023 upto 2.00 PM.** For more information please visit **https//www.wbtenders.gov.in**

Sealed Quotations Invited

The Principal, Nistarini College, Purulia invited sealed quotations of 2023-24, Bid closing Date **19.04.2023 up to 1.00 pm.** Quotation No. **Qot/ 1.1/NC/2023-24**, Date: **10.04.2023.** Detail are available in the website: **nistarinicollege.ac.in**

Sd/- Principal
Nistarini College,
Purulia

Office of the SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
Sankrail, Howrah
NOTICE INVITING TENDER No.
1 to 14/15 th FC/UNTIED/2022-2023

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of total 14(Fourteen)Nos. similar nature of works. Source of Fund: 15 th FC(Untied). Period of completion: 30 Days. Date of sale of Tender **Form 05/04/2023 to 12/04/2023 (from 11:00 am to 1:30 pm).** Last date of dropping of sealed Tender **Form 12/04/2023 up to 1.30 pm.** Date of Opening of Tender **12/04/2023 at 4:00 pm.** For details please visit office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Sankrail Gram Panchayat

Tender No.-GGDC/KGP2/G-1/2022-23

Sealed tenders/quotations are invited from the prospective vendors/ suppliers within 30 days from the date of publication, for the purchase/servicing/repair of lab equipments and components, lab furniture,chemical & glass wares, gym and sports items, books and journals, computer and computer peripherals,air conditioner,air coolers, plumbing materials, other electrical and electronic items, wooden and steel furniture, ID cards printing & other printing materials, office stationary, gardening and beautification,cleaning premises, musical items, CCTV items, LAN connection,Xerox machine and printers, security services, water purifier machine, servicing & maintenance of college website and online admission, office automation and other software and AMC,maintenance and servicing of computers, printers, Xerox, water purifiers, water cooler, air conditioner, lab equipments, furniture, sanitary items, electrical goods etc.
Terms and conditions, lists of requirements will be available from the office of Principal and college website within 25 days after publication

Sd/- Officer-in-Charge
Govt. General Degree College, Kharagpur-II,
Ambigeria, Madpur- 721149

পূর্ব বর্ধমানে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে ব্যাপক সাড়া দেখা গেল সাধারণের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১০ এপ্রিল ঃ ১ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া দুয়ারে সরকার কর্মসূচি-যা প্রথমবার বুথস্তরে অনুষ্ঠিত হয়েছে তার ষষ্ঠ পর্যায়ে, পূর্ব বর্ধমানে ১.৫ লক্ষ মানুষ প্রায় ৫,০০০ টিরও বেশি শিবির পরিদর্শন করেছেন। এই শিবিরের প্রথম পর্যায়ে ৩৩টি সরকারি প্রকল্পের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তী ১০ দিন কর্তৃপক্ষ আবেদনগুলি দেখবেন এবং তারপর যোগ্য আবেদনকারীদের পরিষেবা প্রদান করা হবে। অনেক আবেদন ইতিমধ্যেই গ্রহণ করে কাজ এগোনো হয়েছে এবং মানুষ বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন। উদাহরণস্বরূপ, ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র অরিত্র ঘোষ, ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়, সে বর্ধমান-২ এর একটি শিবিরে আবেদনপত্র পূরণ করার দুই দিনের মধ্যে মেধাশ্রী বৃত্তি পেয়েছে। অরিত্রর বাবা একজন শ্রমিক হওয়ায় তাঁর পক্ষে অরিত্রের পড়াশুনো চালানো কঠিন ছিল, তাই অরিত্রর পরিবার রাজ্য সরকারের কাছে এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করেছিলেন। একইভাবে কাটোয়ার দাইহাটের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ ধর ছাগল প্রতিপালনের জন্য দুয়ারে সরকার শিবিরে ঋণের জন্য আবেদন করেছিলেন। তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পশুপালন বিভাগের কর্মকর্তারা তাঁকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকেন এবং তাঁর বাড়ি পরিদর্শন করেন। এরপর তাঁকে ঋণ দেওয়া হয়। তিনি বলেছেন, আমি কোনো কাজ করি না, সেইজন্য আমি নিজে কিছু করতে চেয়েছিলাম। আমি দুয়ারে সরকার শিবিরে ঋণের জন্য আবেদন করেছিলাম এবং কর্তৃপক্ষ আমার বাড়ি পরিদর্শনের পরে আমাকে ২৩,০০০ টাকা ঋণ দেন। আমাকে সহযোগিতা করার জন্য আমি কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ। ওনারা আমাকে বলেছেন যে, আমি যদি এই ঋণ সময়মতো পরিশোধ করি তবে আমি একটি বড় অঙ্কের ঋণ পাবো। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রিয়াঙ্কা সিংলা বলেছেন, প্রত্যেক শিবিরে ফেসিলিটেশন ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে যেখানে আধিকারিকরা, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এবং কন্যাশ্রী শিক্ষার্থীরা আবেদনকারীদের সহায়তা করছেন। আমরা এটাও নিশ্চিত করেছি যে, যদি আবেদনকারীরা শিবিরে কোনো অসম্পূর্ণ তথ্য জমা দিয়ে থাকেন তবে আধিকারিকরা, আবেদনকারীদের ফোন করে সমস্ত সঠিক তথ্য গ্রহণ করবেন। আমরা নিশ্চিত করব যে সমস্ত যোগ্য মানুষকে যেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া কল্যাণমূলক প্রকল্পের আওতায় আনা হয়।

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
টেলি ঃ (৯১-৩৩) ২৬৩৮-৩২১১-১৩, ফ্যাক্স ঃ (৯১-৩৩) ২৬৪১ ২৬১৩
আইটি বিভাগ

নং. ০০১/আইটি/এইচওডি/২৩-২৪ তারিখ ঃ ০৬.০৪.২০২৩

টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি (২য় আহ্বান)

ই-টেন্ডার (৩য় আহ্বান) আহ্বান করা হচ্ছে রক্ষণাবেক্ষণের পরিষেবা প্রদান এবং ডিজিটাল কপি মেশিন যোগান বিশ্বস্ত পরিষেবা প্রদানকারী / এজেন্সির কাছ থেকে। এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে-https://wbtenders.gov.in ওয়েবসাইট থেকে সরাসরি। টেন্ডার জমা করা যাবে ১৯.০৪.২০২৩ বিকাল ৬.০০ ঘটিকার মধ্যে। সামগ্রীর বিস্তারিত পাওয়া যাবে এইচএমসি'র ওয়েবসাইট www.myhmc.in থেকে। পুরনিগমের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে কোনরূপ কারন উল্লেখ না করে কোন টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিল করতে।

ওএসডি (আইটি)
৪১) /২৩-২৪ ১০.০৪.২০২৩ হাওড়া পৌর নিগম

Falta Gram Panchayat
PO & PS: Falta, Dist:- South 24 Parganas

E-Tender is invited by the Pradhan, Falta Gram Panchayat under 15th FC 2022-2023 2nd Instalment Tied & Untied.
NIT-1 - Road – 2nos. – Amount: Rs. 309868/-
NIT-2 - Solar Lamp – 33 Nos. – Amount: Rs. 1134,639/-
NIT-3 - Culvert – 1 No. – Amount: Rs. 1,25,139/-
NIT-4 – Drain – 5Nos. – Amount: Rs. 7,09,121/-
NIT-5 – Children Park – 1No. – Amount: Rs. 238360/-
NIT-6 – Sasan furnace-1no. & Bathing ghat-1no.-Amount: Rs. 4,82,679/-
NIT-7 – Toilet – 1No. – Amount: Rs. 244319/-
NIT-8 – Water ATM – 1No. – Amount Rs. 417130/-
Tender Notice date: **11-04-2023, Time-3.00 PM.** Tender closing date: **18-04-2023, Time-3.00 PM.** Tender Opening date: **20-04-2023, Time 12.00 Noon.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Falta Gram Panchayat

Jiaganj–Azimganj Municipality

PO-Azimganj, Dt.-Murshidabad. Chairman of J.A Municipality invites open Tender as below :-

Sl	Name of Work	N.I.T/ N.I.e.T No	Estimated Amount	Last Date of Application/ Bid submission
1.	Jiaganj UPHC-1	75/ESTB/JAM /2023-24, Dated:- 10.04.2023	Rs. 155 165.00	20.04.2023

Sd/-Chairman
Jiaganj – Azimganj Municipality

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax.: 2680-6092
Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/Eng/NIT8/4e/23
Memo No-: 1447/Eng/AS Dated : 10.04.2023

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for different electrical works under this Municipality. Vide **e-Tender ID No. 2023_MAD_507028_1-09.** Closing date of Bid submission is **19.04.2023 up to 13.00 hours.** Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit website-**https:// wbtenders.gov.in**

Sd/-Chairman
Hooghly Chinsurah Municipality

Notice Inviting E-Tender
Brajarajpur GP, Indpur, Bankura
NIeT 01 Memo 245/Braja/2023
Date 05.04.2023,

Pradhan, Brajarajpur, Indpur invites e-Tender of different schemes which are available in **www.wbetenders.gov.in** web site. Last date of submission **13.04.2023 (6pm).**

Sd/- Pradhan
Brajarajpur Gram Panchayat

রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশান, নিউ জলপাইগুড়ি

নং. আরই / এনজেপি / টেন্ডার / ইঞ্জি / ডব্লুটি-২৭৭ তারিখ -০৬.০৪.২০২৩

ই-টেন্ডার নোটিস

১.	ই-টেন্ডার নং.	আরই-এনজেপি-টেন্ডার-ইঞ্জি-ডব্লুটি-২৭৭
২.	টেন্ডার ধরণ	খোলা
৩.	টেন্ডারিং বিভাগ	সিভিল-ইঞ্জিনিয়ারিং
৪.	দরপত্র ব্যবস্থা	একটি প্যাকেট
৫.	দরপত্র ধরণ	একক দর প্রতি ক্ষেত্রে
৬.	দর ইউনিট	ওপর / নিচে / প্রতি
৭.	বিজ্ঞাপিত মূল্য	₹ ৫৩৪৯৫০৭.১৮
৮.	টেন্ডার নথির মূল্য (আইএনআর)	₹ ০.০০
৯.	বায়না মূল্য (আইএনআর)	₹ ১০৭০০০০.০০
১০.	টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়	২৭.০৪.২০২৩, ১২.০০ ঘটিকা
১১.	সম্পাদনের মেয়াদ	০২ মাস
১২.	অফারের বৈধতা	৪৫ দিন
১৩.	কাজের নাম ঃ	বোরাতে- আরসিসি সাইড ড্রেন নির্মান (২X২০০মি) ১.৫ মি উচ্চতা বিশিষ্ট রেলপথের উভয় দিকে পয়েন্ট নং. ১১৩ থেকে আরওবি নং. ২৬ মধ্যবর্তী বোরা ও এনএকে সঙ্গে অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজ রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশান কাজের সাথে সংযুক্ত কাটিহার ডিভিশনে এন.এফ. রেলওয়ে অন্তর্গত (গ্রুপ-৩১৬)
১৪.	নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট নোটিস ও টেন্ডারের সম্পূর্ন বিস্তারিত নথি দেখতে পাওয়া যাবে	www.ireps.gov.in

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে
চিফ প্রোজেক্ট ডিরেক্টর (ইঞ্জি)
রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশান, নিউ জলপাইগুড়ি

PR/75/2023 (V) "প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়" www.ireps.gov.in

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

এবার টাকা তুলুন আধারের মাধ্যমেই, উপভোগ করুন অনলাইন ব্যাঙ্কিং পরিষেবা!

আর কোনও অন্য অ্যাপের দরকার নেই। এবার এক আধারেই হবে কামাল! আধার কার্ডের মাধ্যমেই করতে পারবেন পেমেন্ট। কী এই আধার ভিত্তিক পেমেন্ট সিস্টেম? একদম বেসিক যে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, যেমন ব্যালান্স এনকোয়ারি, টাকা তোলা এইসব-ই আধার ভিত্তিক পেমেন্ট সিস্টেম -এর মাধ্যমে করা সম্ভব হবে। কীভাবে আধার কার্ডের মাধ্যমে টাকা তুলবেন? AePS হচ্ছে একধরনের ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম। যা কিনা পেমেন্ট করার জন্য আধারের বায়োমেট্রিক অথেনটিকেশন সিস্টেম-ই ব্যবহার করে। আধার হচ্ছে ১২ ডিজিটের ইউনিক আইডেনটিটি নাম্বার। যা দিয়েছে ইউনিক আইডেনটিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। এখন AePS ব্যবস্থাও আধারের শনাক্তকরণ পরিকাঠামোর মাধ্যমেই টাকার লেনদেন করে থাকে। এটি ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টাররফেস বা UPI প্ল্যাটফর্ম ভিত্তিক। AePS মডেলটি ব্যাঙ্কের ভাবনাপ্রসূত। আর এটি তৈরি করেছে NPCI। মাইক্রো ATM, কিয়স্ক ও মোবাইলের মাধ্যমে এটি অনলাইন লেনদেনে সহায়তা করে। এই AePS সার্ভিসের সুবিধা একমাত্র তাঁরাই পাবেন, যাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও আধার নম্বরের সংযুক্তিকরণ করা আছে। যেটাকে বলা হয় আধার এনেবেলড ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা AEBA।

AePS -এর মাধ্যমে কী কী সুবিধা পাবেন? ১) অ্যাকাউন্ট ব্যালান্স জানতে পারবেন। ২) টাকা তুলতে পারবেন।
৩) টাকা জমা দিতে পারবেন।
৪) আধার থেকে আধারে টাকা পাঠাতে পারবেন। ৫) C2B, C2G লেনদেন

AePS -এর মাধ্যমে লেনদেনের জন্য একজন গ্রাহকের কী প্রয়োজন? ১) আধার নাম্বার ২) ব্যাঙ্কের নাম ৩) বায়োমেট্রিক ৪) দরকার হলে লেনদেনের রকম।

AePS -এর সুবিধা ঃ বাড়ির দরজাতেই একদম ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সুবিধা পেয়ে যাবেন গ্রাহক। বেসিক ব্যাঙ্কিং লেনদেনও করে ফেলতে পারবেন। কোনও ব্যাঙ্কে যাওয়ার দরকার পড়বে না। কোনও কার্ড নেওয়ার বা পিন মনে রাখারও দরকার পড়বে না। AePS -এর জন্য কী আধার কার্ড সঙ্গে রাখতে হবে? AePS -এর জন্য আধার কার্ড সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক নয়। তবে লেনদেন করার জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার কার্ডের সংযুক্তিকরণ সবার আগে দরকার। কোনও লেনদেন 'ফেইলড' দেখালে গ্রাহক কী করবেন? যে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট, সংশ্লিষ্ট সেই ব্যাঙ্ককে জানাবেন। ব্যাঙ্ক NPCI - এর ডিসপুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করবে।

অপরিচিত নম্বর থেকে আসছে হোয়াটসঅ্যাপ কল? নতুন ফিচারে থাকছে না সেই সুযোগ

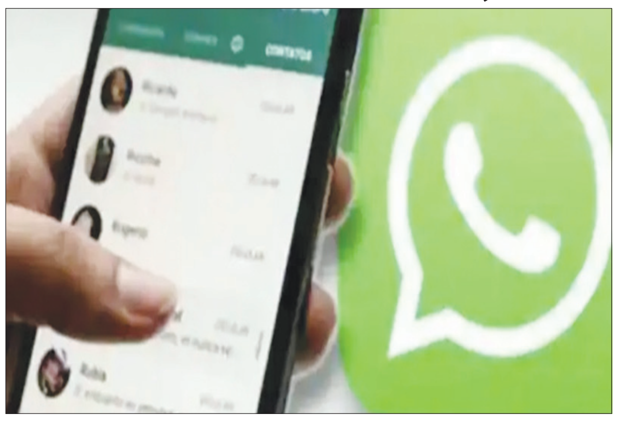

অ্যাপল আইফোন এবং অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের বিটা আপডেটের মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপ দেখায় তারা নতুন কোন বৈশিষ্ট আনতে চলেছে। অ্যান্ড্রয়েড ফোনের জন্য তার সর্বশেষ বিটা আপডেটে, মেটা-মালিকানাধীন মেসেজিং প্ল্যাটফর্মটি 'সাইলেন্স আননোন কলার' নামে একটি নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছে। নাম্র মাধ্যমে জানা গিয়েছে বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহারকারীদের অজানা নম্বর থেকে কল সাইলেন্স করার অনুমতি দেবে। WABetaInfo -এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, নতুন বৈশিষ্ট্যটি বর্তমানে Android এর জন্য WhatsApp বিটাতে তৈরি করা হচ্ছে। প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়েছে যে বৈশিষ্ট্যটি শুধুমাত্র কলগুলিকে সাইলেন্ট করবে এবং সেগুলি এরপরেও কল তালিকা এবং নটিফিকেশনে দেখা যাবে। এই বৈশিষ্ট্যটিতে বিভিন্ন সুবিধা অন্তর্ভুক্ত থাবে। যেমন বাধা কমানো এবং সম্ভাব্য স্প্যাম কল এড়ানো। ব্যবহারকারীরা অ্যাপ সেটিংসে এই টগলটি খুঁজে পাবেন এবং একবার এই বৈশিষ্ট্য চালু করলে, অজানা নম্বর থেকে কলগুলি নীরব হয়ে যাবে, তবে সেগুলি এরপরেও কল তালিকা এবং নটিফিকেশনে থাকবে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে, হোয়াটসঅ্যাপ ট্যাবলেটগুলির জন্য একটি নতুন 'স্পি্লট ভিউ' বৈশিষ্ট্য চালু করছে, যা ব্যবহারকারীদের অ্যান্ড্রয়েড বিটাতে একই সময়ে অ্যাপ্লিকেশনটির দুটি ভিন্ন বিভাগ পাশাপাশি দেখতে এবং ব্যবহার করতে দেবে। সাধারণত, যখন ব্যবহারকারীরা অ্যাপ্লিকেশনটির ট্যাবলেট সংস্করণে একটি চ্যাট খোলে তখন চ্যাট ভিউটি পুরো স্ক্রিনটি জুড়ে দেখা যায় এবং তারপরে ব্যবহারকারীরা যদি একটি ভিন্ন কথোপকথন খুলতে চান তবে তাদের আবার চ্যাট তালিকায় ফিরে যেতে হবে। নতুন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে, চ্যাট খোলার সময় চ্যাট তালিকা সর্বদা দৃশ্যমান থাকবে।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসের মহাব্যবস্থাপক ডানকুনি পরিদর্শন করেন

চিত্তরঞ্জন ১০এপ্রিল ঃ আজ ১০ এপ্রিল ২০২৩ সতীশ কুমার কাশ্যপ, জেনারেল ম্যানেজার, চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন ফ্যাক্টরি (চিরেকা) দ্বারা পরিচালিত সাবসিডিয়ারি ইউনিট ইএলএইউ ডানকুনি পরিদর্শন করেছেন। অনুষ্ঠানে প্রধান প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী শ্রী আর যাদব, বিভাগী প্রধান, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে মহাব্যবস্থাপক কারখানায় অবস্থিত দোকানপাট ও অন্যান্য কাজের স্থান পরিদর্শন করেন। তিনি উপস্থিত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সুপারভাইজারদের সাথে দক্ষতার সাথে কাজ সম্পাদনের বিষয়ে মতবিনিময় করেন। আলাপকালে তিনি কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনাও দেন। তিনি গুণগত মান উন্নয়ন, গৃহস্থালি, স্ক্র্যাপ নিষ্কাশন ইত্যাদি দ্রুত করার নির্দেশ দেন। শ্রী কাশ্যপ এ পর্যন্ত করা কাজের প্রশংসা করেছেন।

'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটি ২.৭ লক্ষেরও বেশি যাত্রী ডাউনলোড করেছেন

কলকাতা, ১০ এপ্রিল ঃ সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেম দ্বারা তৈরি 'মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপ' ব্যবহারকারীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছে। যাত্রীরা এই অ্যাপটির প্রশংসা করেছে কারণ এটি খুবই ব্যবহারকারীবান্ধব এবং এটি ব্যবহারকারীদের QR কোড ভিত্তিক টিকিট বুক করতে বা স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে যেকোন সময় খুব সহজে সক্ষম করে। যাত্রীরাও এই অ্যাপের মাধ্যমে পছন্দসই এবং দরকারী ডেটা পেতে পারেন। যাত্রীদের সুবিধার জন্য, 'মেট্রো রাইড কলকাতা' অ্যাপটি ০৫.০৩.২০২২ তারিখে চালু করা হয়েছিল। ব্যবহারকারীদের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা দেখে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই এটিকে একটি ত্রিভাষিক অ্যাপ বানানোর পরিকল্পনা করেছে। সুতরাং, যে যাত্রীরা ইংরেজিতে তেমন দক্ষ নন তারা এর হিন্দি বা বাংলা সংস্করণ ব্যবহার করতে পারবেন। আশা করা হচ্ছে এই উদ্যোগ এই অ্যাপটিকে আরও ব্যবহারকারী বান্ধব ও জনপ্রিয় করে তুলবে। ০৯.০৪.২০২৩ পর্যন্ত, গুগল প্লে স্টোর থেকে ৪.৬ রেটিং সহ মোট ২,৭১,৫০৮ জন যাত্রী এই অ্যাপটি ডাউনলোড করেছেন। এই অ্যাপটি সম্পর্কে আরও যাত্রীদের সচেতন করার জন্য, কীভাবে এই অ্যাপটি ডাউনলোড এবং ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে বিশেষ প্রচারমূলক চলচ্চিত্রগুলিও উত্তরদক্ষিণ এবং পূর্বপশ্চিম মেট্রো স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম টেলিভিশনগুলিতে দেখানো হচ্ছে। এই অ্যাপটিকে জনপ্রিয় করতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিও ব্যবহার করা হচ্ছে। মেট্রো কর্মীরা যাত্রীদের গুগল প্লে স্টোর থেকে এই অ্যাপটি ডাউনলোড করতে এবং বিভিন্ন স্টেশনে এটি ব্যবহার করার পদ্ধতি দেখাতে সহায়তা করছেন। এটি মেট্রো যাত্রীদের তাদের সময় বাঁচাতে সাহায্য করছে কারণ তাদের স্মার্ট কার্ড পুনরায় চার্জ করতে বা টোকেন কেনার জন্য বুকিং কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না।

এবার রোবটই শেফ! জেনে নিন কোথায় পাবেন যন্ত্ররাঁধুনির রান্না আস্বাদনের বিরল সুযোগ...

যন্ত্রযুগ বহুদিন হল শুরু হয়েছে। তার পক্ষে-বিপক্ষে নানা মত, নানা মন্তব্য জারি থেকেছে। কেউ ভালো বলেছে এবং খুশি হয়েছে, কেউ আবার তেমন খুশি হয়নি। কিন্তু তাই বলে একদিন আস্ত এক রেস্তোরাঁয় হেঁশেল সামলাবে জলজ্যান্ত এক রোবট, এমনটা বোধ হয় এখনই কেউ ভাবেনি! তবে এমনটা ভাবতে বাধ্য করল ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী জাগ্রেবের 'বটস অ্যান্ড পটস' রেস্তরাঁটি। রোবটের মাধ্যমে রান্না করার বিষয়টি জানিয়েছেন 'বটস অ্যান্ড পটসে'র মালিক হার্বোজে বুজাস। তিনি বলেছেন, যাকে বলে কাটা-বাটা, খুন্তি নাড়া এবং রান্না সম্পূর্ণ করার সব ধাপ-- পুরোটাই হচ্ছে রোবট চালিত কুকারে। তবে অনেকের আশঙ্কা, এই যন্ত্রনির্ভরতার ফলে বহু মানুষ কাজ হারাতে পারেন। রেস্তরাঁ মালিক হার্বোজে বুজাসের বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলছেন, এই শেফ বা রাঁধুনিকে নিছক যন্ত্রচালিত একটি কুকার ভাবলে ভুল হবে। এটি আসলে কৃত্রিম মেধাযুক্ত এক রোবট। এর একটা নামও দেওয়া হয়েছে-- 'গামাশেফ'। একটা আইটেম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বানাতে গামাশেফের সময় লাগে মোটামুটি মিনিটপনেরো। সে সবই 'ওয়ান পট মিল' বানাতে পারে। এমন ৭০ রকমের 'ওয়ান পট মিল' বানাতে পারে 'গামাশেফ'। কতটা তেল দিতে হবে, কতটা নুন-ঝাল-মিষ্টি দিতে হবে, কত ক্ষণ সেটি সেদ্ধ করতে বা ভাজতে হবে-- রান্নার এই সব ধাপগুলিই 'গামাশেফ' তার কৃত্রিম মেধার সাহায্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তবে এজন্যে মানুষ-রাঁধুনির কাছ থেকে কিছু প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে গামাশেফকে। জানা গিয়েছে, বহু লক্ষ ডলার খরচ করে রেস্তরাঁটি গত বছর খোলা হয়েছিল। এবং প্রথম থেকেই হইহই করে চলছে এটি। রেস্তোরাঁ-মালিক বুজাস বলেছেন, এরকম কয়েকজন গামাশেফ থাকলে, একাই একটি রেস্তরাঁ চালানো যায়। তেমন দিন কি আসছে?

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তার মূর্তি তে মাল্যদান করেন কলকাতা পৌরসভার মহানাগরিক।

পূর্ব রেলওয়ের নতুন অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার

কলকাতা, ১০ এপ্রিলঃ শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব ১০.০৪.২০২৩ তারিখে পূর্ব রেলওয়ের অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি RSEE-এর ১৯৮৭ ব্যাচের একজন বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী।

তিনি আইআইটি খড়গপুর (১৯৮৮) থেকে শিল্প ব্যবস্থাপনায এম টেক, সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (২০০৭) থেকে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে স্নাতকোত্তর এবং এআইএমএ নিউ দিল্লি থেকে আর্থিক ব্যবস্থাপনায অ্যাডভান্সড ডিপ্লোমা করেছেন। তিনি এর আগে প্রধান বৈদ্যুতিক প্রকৌশলীনির্মাণ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে এবং ডিআরএম বিশাখাপত্তনম হিসাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়ত্বে কাজ করেছেন এবং প্রিন্সিপাল চিফ সেফটি অফিসারইস্টার্ন রেলওয়ে হিসাবে দাযিত্ব সামলেছেন। ট্রেন পরিচালনা, রোলিং স্টক এবং বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে তার প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ইতালির এসডিএ বোকোনি স্কুল অফ ম্যানেজমেন্টে একটি বিশেষ এক্সিকিউটিভ লিডারশিপ প্রোগ্রামের পাশাপাশি ডেনমার্ক এবং স্পেনে আধুনিক মেট্রো রেলপথ নির্মাণের উপর একটি ফিল্ড প্রশিক্ষণের মধ্য দিযে গেছেন।

বিমানকর্মীকে নিগ্রহ, দিল্লিতে ফিরল বিমান

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল ঃ মাঝআকাশে বিমানকর্মীর গায়ে হাত তুললেন যাত্রী! যার জেরে যাত্রা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই দিল্লি ফিরে এল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে। এদিন সকাল ৬টা ৩৫ মিনিটে দিল্লি থেকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা হয় বিমানটি। কিন্তু আকাশে ওড়ার কিছুক্ষণ পরই এক বিমানকর্মীর সঙ্গে ঝামেলা শুরু হয় এক যাত্রীর। অভিযোগ, সেই ঝামেলা চলাকালীন বিমানকর্মীকে মারধর করেন ওই যাত্রী। বাধ্য হয়ে মাঝপথেই দিল্লি ফেরাতে হয়। অভিযুক্ত যাত্রীকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিমান কর্তৃপক্ষ।

মিজোরামে রেল সংযোগকরণে সবচেয়ে উঁচু ব্রিজ পিয়ারের উদ্ভাবনী নির্মাণ সম্পূর্ণ

মালিগাঁও, ১০ এপ্রিল ঃ ভারত সরকারের সমস্ত ধরনের উন্নয়নমূলক অ্যাজেন্ডার মধ্যে উত্তর-পূর্বঞ্চলের একটি বিশেষ স্থান আছে। বিভিন্ন নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের কাজ পরিচালনার দ্বারা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভারতীয় রেলওয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবগুলি রাজ্য-রাজধানীকে সংযুক্ত করার জন্য নির্মীয়মাণ নতুন রেলওয়ে লাইনগুলি রাজধানী সংযোগীকরণ প্রকল্পের অধীনে। এ ধরনের একটি প্রকল্প উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি রাজ্য মিজোরামকে দেশের অন্যান্য অংশের সাথে সংযুক্ত করার জন্য ভৈরবী-সাইরাং নতুন রেল লাইন প্রকল্প, যা খুব শীঘ্রই সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বিশেষত মিজোরামে যোগাযোগ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হবে। ভৈরবী-সাইরাং প্রকল্পের লক্ষ্য হলো উত্তর- পূর্ব ভারতে অতিরিক্ত ৫১.৩৮ কিমি রেলওয়ে ট্র্যাক সৃষ্টি করা। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রকল্পটির সবচেয়ে উঁচু পিয়ার তথা সাইরাং স্টেশনে প্রবেশ পথে ১৯৬ নম্বর ব্রিজের পিয়ার পি-৪ নির্মাণ সম্পূর্ণ করেছে। এই পিয়ারের উচ্চতা ১০৪ মিটার, যা কুতুবমিনার থেকে ৪২ মিটার বেশি উঁচু। এটি ১২ মিটার বাহ্যিক ব্যাসের একটি হ্যালো পিয়ার, যার ওয়ালের বেধ ৭৫ সেন্টিমিটার থেকে ৫০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত আকৃতির হয়। টপোগ্রাফিক্যাল বাধার জন্য এই পিয়ারটি একটি নদীর স্রোতের মাজখানে তৈরি করা হয়েছে। চলন্ত স্রোতের মাজখানে এই পিয়ারের ভিত্তি নির্মাণ করা এক বিরাট বড় প্রত্যাহ্বান ছিল, যা স্রোতের পথ পরিবর্তন করে এবং অতিরিক্ত পাইলিং মেশিন স্থাপন করে সম্পন্ন করা হয়েছে। এমন একটি অনন্য পদ্ধতিতে এই পিয়ারটি নির্মাণ করা হয়েছে যাতে এর মধ্য দিয়ে জল যেতে পারে তার জন্য চারটি ৪.৫ মিটার X ৮.৫ মিটারের খোলা অংশ সহ পাইল ক্যাপ দেওয়া হয়েছে। এই পিয়ারের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে প্রকল্পটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলির একটি সম্পন্ন হয়ে ওঠে। প্রকল্পটি নিষ্পাদনের ক্ষেত্রে মিজোরামে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত ও দীর্ঘকালীন বর্ষার জন্য খুব কম কাজের সময়, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে খুব কঠিন ও পাহাড়ি ভূখণ্ড, নিম্নমানের প্রবেশযোগ্যতা, নির্মাণ উপকরণ ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব ইত্যাদির মতো একাধিক প্রত্যাহ্বান সত্ত্বেও উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই প্রকল্পটি দ্রুত চালু করার প্রতিশ্রুতি পূরণে সমস্ত প্রচেষ্টা করেছে। এমন-কি প্রকল্পটির সমস্ত স্থানে রাতের শিফটেও কাজ করা হচ্ছে। এই প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে রাজ্যটির পাশাপাশি সমগ্র অঞ্চলের পর্যটন ও আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ দেশের দূর দূরান্ত অঞ্চলে যাওয়ার সুবিধা লাভ করবেন এবং স্থানীয় মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য মিজোরামে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সরবরাহ বাধাহীনভাবে করা সম্ভব হবে।

নাবালককে জিভ চুষতে বলে বিতর্কে দলাই লামা, অবশেষে চাইলেন ক্ষমা

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল ঃ তিব্বতিদের আধ্যাত্মিক প্রধান দালাই লামা একটি শিশুকে ঠোঁটে চুম্বন করার এবং তাকে 'জিভ চুষতে' বলার একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পরে ক্ষোভের মুখে পরে ক্ষমা চেযেছেন। একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে, বৌদ্ধ আধ্যাত্মিক নেতা বলেছিলেন যে তার কথার কারণে নাবালক এবং তার পরিবারের ক্ষতি হতে পারে তার জন্য তিনি দুঃখিত। তার কার্যালয় ক্ষমাপ্রার্থনা করে বলেছে, 'দালাই লামা যাদের সঙ্গে দেখা করেন তাদের নিরীহ এবং কৌতুকপূর্ণ উপায়ে প্রায়ই টিজ করেন'। একটি সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'একটি ভিডিয়ো ক্লিপ প্রচারিত হযেছে যেটিতে দেখা গিয়েছে যে একটি সাম্প্রতিক সভায় একটি অল্প বয়স্ক ছেলে মহামহিম দালাই লামাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে সে তাঁকে আলিঙ্গন করতে পারে কিনা। দলাই লামা সেই ছেলেটি এবং তার পরিবারের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী তাঁর সকল বন্ধুদের কাছে ক্ষমা চাইতে চান। কারণ তাঁর কথার কারণে তাদের আঘাত লাগতে পারে। মহামানব প্রায়ই নিরীহ এবং কৌতুকপূর্ণ উপায়ে যাদের সঙ্গে তিনি দেখা করেন তাদের উত্যক্ত করেন, এমনকি জনসমক্ষে এবং ক্যামেরার সামনেও। তিনি এই ঘটনার জন্য অনুতপ্ত'। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া সেই ভিডিয়োটিতে তিব্বতি আধ্যাত্মিক গুরুকে বলতে শোনা যাচ্ছে আমার জিভ লেহন করো। দলাই লামার কেন এমন আচরণ তা বোঝা যাচ্ছে না। তবে এনিয়ে প্রবল হইচই হচ্ছে নেটপাড়ায়। ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন দীপিকা পুস্কর নাথ নামে এক মহিলা। ভিডিয়োটির সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি। তবে সেখানে দলাই লামাকে দেখা যাচ্ছে তিনি এক কিশোরের ঠোঁটে চুম্বন করছেন। এখানেই শেষ নয় নিজের জিভ বের করে বলছেন, আমরা এই জিভ তুমি লেহন করতে পার?

মোদীর গণতন্ত্র, সংলাপ ও বৈচিত্র্যের নীতি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ ঃ এমিনি জাপারোভা

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল ঃ ইউক্রেনের বিদেশ দফতরের প্রথম উপ বিদেশমন্ত্রী এমিনি জাপারোভা চারদিনের ভারত সফরে সোমবার নতুন দিল্লিতে আসছেন। সফরকালে তিনি বিদেশ মন্ত্রকের পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশগুলির দায়িত্বে থাকা সচিব সঞ্জয় ভার্মার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে ইউক্রেনের বর্তমান পরিস্থিতি ছাড়াও পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন বলে মনে করা হচ্ছে। সফরকালে জাপারোভা বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী মীনাক্ষী লেখির সঙ্গেও সাক্ষাতের কথা রয়েছে। সোমবার দিল্লিতে আসার পরই, সফরের শুরুতেই বিদেশ মন্ত্রকে যান ইউক্রেনের বিদেশ দফতরের প্রথম উপ বিদেশমন্ত্রী এমিনি জাপারোভা। তিনি এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, নিজস্ব শক্তি সম্পদ, সামরিক চুক্তি এবং রাজনৈতিক মিথস্ক্রিয়া বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে বাস্তববাদী হওয়া উচিত ভারতের। প্রধানমন্ত্রী মোদীর গণতন্ত্র, সংলাপ ও বৈচিত্র্যের নীতি এবং যুদ্ধের যুগ নয় এবং কৌশলগত প্রয়োগ সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশ মন্ত্রকের পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশগুলির দায়িত্বে থাকা সচিব সঞ্জয় ভার্মার সঙ্গে বৈঠক করেছেন এমিনি।

শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক

জম্মু, ১০ এপ্রিল ঃ সোমবার জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রযেছে। এদিন সকাল থেকে মহাসড়কটি দুদিক থেকে ছোট যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, শ্রীনগর থেকে জম্মুতে ভারী যানবাহন যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মুঘল মার্গ বর্তমানে বন্ধ। এটি পরিস্কার করা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই এই রুটটি খুলে দেওয়া হবে।

হোশিয়ারপুরে যৌথ অভিযানে পপ্পলপ্রীতকে ধরল পঞ্জাব পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল ঃ খলিস্তানপন্থী পলাতক শিখ নেতা অমৃতপাল সিংহের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী পপ্পলপ্রীত সিংহকে গ্রেফতার করল পঞ্জাব পুলিশ। দিল্লি পুলিশের সঙ্গে যৌথ অভিযানে নেমে সোমবার হোশিয়ারপুর থেকে পপ্পলপ্রীতকে ধরা হয় বলে সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর। পঞ্জাব পুলিশের গোয়েন্দাদের দাবি, মার্চ থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন 'ওয়ারিশ পঞ্জাব দে' সংগঠনের প্রধান অমৃতপাল এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী পপ্পলপ্রীত। গত কয়েক সপ্তাহে তাঁরা পঞ্জাবের জলন্ধর, হোশিয়ারপুর এবং অমৃতসরের একাধিক আস্তানায় গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। পুলিশের নজর এড়াতে ফগওয়াড়া শহর থেকে নড়লোন এবং বিবি গ্রামেও আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে গত কয়েক সপ্তাহে অমৃতপালরা বার বার নিজেদের ভোলবদল করেছিলেন বলেও দাবি। রামনবমীতে হিংসার ছক সাজানো হয় আগেই, তৈরি হয় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, জানিয়ে দিল বিহার পুলিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, সোমবার দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের সঙ্গে মিলে হোশিয়ারপুরে তল্লাশি অভিযান চালান পঞ্জাব পুলিশের আধিকারিকেরা। তাতে পুলিশের জালে পড়েন পপ্পলপ্রীত। যদিও এ দফায়ও অধরা রয়েছেন অমৃতপাল। পুলিশের দাবি, মার্চের ১৮ তারিখ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন অমৃতপালরা। ১৮ মার্চ অমৃতসরের কাছে অঞ্জলা থানার লকআপ থেকে নিজের সঙ্গীকে ছাড়ানোর জন্য কয়েকশো জনকে নিয়ে সেখানে হামলা চালান বলে অমৃতপাল এবং পপ্পলপ্রীতের বিরুদ্ধে অভিযোগ। ওই ঘটনার পর থেকেই দু'জনে পলাতক ছিলেন। জলন্ধর জেলার ওই থানায় হামলার ঘটনায় অমৃতপাল এবং পপ্পলপ্রীতের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা, পুলিশকর্মীদের উপর হামলা চালানো এবং শান্তিভঙ্গ করার অভিযোগ রয়েছে।

Name Change

I, BABY BEGUM (old name) W/o MD SAMIM resident of 42C, TILJALA ROAD, TOPSIA, KOLKATA-700046 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SHABBU BEGUM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/04/2023. BABY BEGUM and SHABBU BEGUM all are same and one identical person.

Name Change

I, BUDDHADEV DUTTA (old name) S/o GOURANGA DUTTA resident of F-252, Lakegarden, Po- Laskarpur Garia, Kolkata-700153, Landmark- Near Lakegarden Pally Unnayan Samiti Club, P.O. Sonarpur, WB India I have changed my name to (shall henceforth be known as) BUDDHADEB DUTTA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 10/04/2023. BUDDHADEV DUTTA and BUDDHADEB DUTTA both are same and one identical person.

Name Change

I, MD KADIR HUSSAIN (old name) S/o MOBARAK HUSSAIN resident of 13B PHEARS LANE PO CR AVENUE, BOWBAZAR. KOLKATA-700012 5 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) KADIR HUSSAIN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 10/04/2023. MD KADIR HUSSAIN and KADIR HUSSAIN all are same and one identical person.

Name Change

I, BISHAL KR JANA (old name) S/o ASHOKE JANA resident of Dakshin Para, Raghunathpur, Pujali(m), South 24 Pgs-700138 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) VISHAL JANA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 10/04/2023. BISHAL KR JANA and VISHAL JANA all are same and one identical person.

Name Change

I, MAITREYI DUTTA (old name) W/o TAPAN DUTT resident of GC-87, SECTOR- III, SALT LAKE, BIDHAN NAGAR, Bidhannagar, 700106 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MAITREYI DUTT, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 10/04/2023. MAITREYI DUTTA and MAITREYI DUTT all are same and one identical person.

Name Change

I, PIYALI DOLUI (old name) D/o DILIP DOLUI W/o MANOJ SHAW resident of 1 st Floor, Flat-1B, 14C/16, Gobra Gorosthan Road, PO Gobinda Khatick Road, Kolkata-700046 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) PIYALI SHAW, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 08/04/2023. PIYALI DOLUI and PIYALI SHAW all are same and one identical person.

Name Change

I CHUMKI PAUL D/O TUSHAR PAUL W/O GOBINDA NAG R/O 93 SARAT BOSE LANE, CHANDPUR PALLY, PO-RAJBARI, PS- AIRPORT, NORTH 24 PARGANAS -700081 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHUMKI NAG VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 10/04/2023.

গ্রামীণ জীবিকা মিশনের পক্ষ থেকে অসমের করিমগঞ্জে শুরু তিন দিবসীয় বৈশাখী মেলা

অসম, ১০ এপ্রিল ঃ অসম রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশনের করিমগঞ্জ জেলা মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের ব্যবস্থাপনায় করিমগঞ্জ শহরে আজ ১০ এপ্রিল থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত তিন দিবসীয় বৈশাখী মেলা শুরু হয়েছে। আজ সোমবার করিমগঞ্জ শহরে স্টিমারঘাট গুদাম প্রাঙ্গণে এই মেলার শুভ উদ্বোধন হয়েছে। করিমগঞ্জের জেলাশাসক মৃদুল যাদব ওই দিন বেলা ১২টায় ফিতা কেটে এই মেলার উদ্বোধন করেন। এই মেলায় করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত আত্মসহায়ক গোষ্ঠীর সদস্যদের উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী, বস্ত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্রদর্শনী ও বিক্রির জন্য ৩০টি স্টলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিন মেলা প্রাঙ্গণে জেলাশাসক মৃদুল যাদবের পৌরোহিত্যে এক উদ্বোধনী সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রদীপ প্রজ্বলন ও অতিথিদের উত্তরীয় পড়িয়ে বরণ করে সভার সূচনা করা হয়। সভায় স্বাগত ভাষণ দেন অসম রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশনের করিমগঞ্জ জেলা মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের ডিপিএম রাইসিংজা ইংতিপি। তিনি বিভিন্ন আত্মসহায়ক গোষ্ঠীর সদস্যদের সহযোগে এই বৈশাখী মেলা আয়োজন করার জন্য সকলের প্রতি ধন্যবাদ জানান এবং সহযোগিতা কামনা করেন। পাশাপাশি অসম রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অধীনে আত্মসহায়ক গোষ্ঠীর কল্যাণে সরকারি বিভিন্ন সহায়তা ও সুবিধা সম্পর্কেও আলোচনা করেন তিনি। সভাপতির ভাষণে জেলাশাসক বলেন, অসম রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন কর্তৃক এ ধরনের মেলার আয়োজনের মাধ্যমে আত্মসহায়ক গোষ্ঠীর সদস্যদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি ও প্রচারের এক ব্যবস্থা হয়েছে। যার মাধ্যমে তাদের আর্থিক লাভ হবে এবং উসাহ বাড়বে। পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন, রাজ্য সরকার আত্মসহায়ক গোষ্ঠীকে একটি জন-আন্দোলনে পরিণত করতে প্রয়াস চালাচ্ছে। যাতে তাদের মধ্যে স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরতা গড়ে ওঠে। এদিকে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পেও তাদেরকে যুক্ত করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে প্রয়াস জারি রযেছে। তিনি আরও জানান, এই মেলায় যে কোনও ক্ষেত্রে যে সব আত্মসহায়ক গোষ্ঠী ভালো প্রদর্শন করবে তাদেরকে জেলা প্রশাসন থেকে শংসাপত্র ও পুরস্কার প্রদান করা হবে। সভায় অসম রাজ্য পরিবহণ নিগমের অধ্যক্ষ মিশনরঞ্জন দাস তাঁর ভাষণে আত্মসহায়ক গোষ্ঠীর সদস্যদের কল্যাণে অসম রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন কর্তৃক এ ধরনের মেলার আয়োজন করার জন্য সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, এর ফলে সদস্যদের জীবনে আর্থিক সচ্ছলতা আসবে এবং উৎসাহও বাড়বে। এদিনের সভায় অন্যান্যদের মধ্যে জেলা পরিষদের সিইও রুথ লিয়ানথাং, ডিআইসিসি-র জেনারেল ম্যানেজার সেলিম রাজা মণ্ডল, আকবরপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান ও বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ড. পি চৌধুরী প্রমুখ মেলার আয়োজন সহ আত্মসহায়ক গোষ্ঠীর সদস্যদের সহযোগিতায় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, ঋণের ব্যবস্থা ও অন্যান্য সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। এদিন মেলায় জেলাশাসক সহ অন্যরা প্রতিটি স্টল ঘুরে দেখে উৎপাদিত সামগ্রী সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয়ও করেন।

শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১০ এপ্রিল ঃ আসানসোল কম্বল কাণ্ডে সোমবার শর্ত সাপেক্ষে জামিন পেলেন আসানসোল পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। ৫০ হাজার টাকা ব্যক্তিগত বন্ডে তাকে এদিন জামিন দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির ডিভিশন বেঞ্চ। তার জামিনে বিজেপির নেতা ও কর্মীরা উচ্ছ্বসিত। এদিন শর্তে বলা হয়েছে, তিনি আসানসোল পুরনিগম এলাকায় ঢুকতে পারবেন না বা থাকতে পারবেন না। যেদিন আদালতে এই মামলার শুনানি হবে, সেদিন তাকে সেখানে হাজিরা দিতে হবে। এর পাশাপাশি তিনি যে এলাকায় থাকবেন সেই এলাকার থানায় সপ্তাহে একদিন হাজিরা দিতে হবে ও মামলায় তাকে সহযোগিতা করতে হবে। তারা হাইকোর্টের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছেন। জিতেন্দ্র তিওয়ারির স্ত্রী আসানসোল পুরনিগমের বিজেপি কাউন্সিলরদের দলনেত্রী চৈতালি তেওয়ারি এদিন বলেন, আমার আইন ও আদালতের উপর প্রথম থেকেই ভরসা ছিল। জানতাম জামিন তিনি পাবেন। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ১৪ ডিসেম্বর আসানসোলের রেলপারের রামকৃষ্ণ ডাঙালে শিব ঢাক ও কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী উপস্থিত ছিলেন। তিনি চলে যাওয়ার পরেই কম্বল বিতরণ শুরু হয়। তাতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এই হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছিল তিনজনের। মৃত একজন মহিলার ছেলের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ একটি মামলা করে। তাতে ৮ জন গ্রেফতার হয়। গত ১৮ মার্চ দিল্লির কাছে নয়ডায় যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে থেকে আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে গ্রেফতার করেছিলো। বর্তমানে তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্সি জেলে রয়েছেন। মঙ্গলবার আসানসোল জেলা আদালতে জিতেন্দ্র তিওয়ারির জামিনের মামলার শুনানি ছিল। তার একদিন আগেই সোমবার হাইকোর্ট থেকে তিনি জামিন পেলেন।

গঙ্গাবক্ষে ভ্রাম্যমান দুয়ারে সরকার শিবির

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১০ এপ্রিল ঃ সারা রাজ্যে পুনরায় শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। নদীয়ার বিভিন্ন এলাকায় নির্দিষ্ট দিনে নিয়ম করে চলছে এই ক্যাম্প। সোমবার নদীয়ার নবদ্বীপের স্বরূপগঞ্জে গঙ্গা বক্ষে ভ্রাম্যমান বিশেষ দুয়ারে সরকারের অভিনব শিবির করা হল জেলা প্রশাসনের তরফে। সেই দুয়ারে সরকার শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন এলাকার অসংখ্য মৎস্যজীবী মানুষ। মূলত মৎস্যজীবীদের ক্রেডিট কার্ড পাইয়ে দেওয়া এবং সেই কার্ড থেকে তারা কি কি সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাবেন সে বিষয় বার্তা নিয়ে তাদের কাছে পৌঁছাতেই এই শিবির করা হয়েছে বলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এছাড়াও কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভান্ডার সহ বিভিন্ন প্রকল্প ছিল দুয়ারে সরকারের ওই বিশেষ শিবিরে। জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) জানিয়েছেন, আমরা গঙ্গাবক্ষে এই অভিনব দুয়ারে সরকারের শিবির করেছি এই কারণেই, গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে একাধিক মৎস্যজীবী রয়েছেন। তারা মাছ চাষ করেই মূলত সংসার চালান। তাদের জন্য ক্রেডিট কার্ড পাইয়ে দেওয়া সরকারের লক্ষ্য। কিন্তু দূরে কোথাও দুয়ারে সরকারের শিবির করা হলে তারা অনেকেই ওই শিবিরে পৌঁছাতে পারেন না। সেই কারণেই আমরা গঙ্গাবক্ষে এই শিবির করেছি। আগামী দিনে বিভিন্ন জায়গায় গঙ্গাবক্ষে এই শিবির করার চিন্তাভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি এদিন এই শিবিরের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের মধ্যে বেশ কিছু সচেতনতা বার্তাও জেলা প্রশাসনের তরফে দেওয়া হয়, বিশেষ করে গঙ্গাকে দূষণ মুক্ত রাখতে ও গঙ্গায় যাতে কোন ভাবে ডলফিন মারা না যায় সে বিষয়েও মৎস্যজীবীদের বিশেষ ভাবে সচেতন হতেও বলা হয়। জানা যায়, এদিন প্রায় ছ'শো আবেদনকারীদের মধ্যে এই কার্ড তুলে দেওয়া হয়। নবদ্বীপের বিডিও বরুনাশিস সরকার জানিয়েছেন, আমাদের পঞ্চায়েত এলাকায় যতগুলো গঙ্গার ঘাট রয়েছে, আমরা সব কটা ঘাটেই এই ভ্রাম্যমান দুয়ারে সরকারের শিবির করব। যাতে মৎস্যজীবীরা কেউ বঞ্চিত না হয়। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যেগুলো সাধারণ মানুষের জন্য তা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এদিনের এই বিশেষ শিবির যথেষ্ট সার্থক বলেও তিনি দাবী করেন। গঙ্গাবক্ষে জলযানের ওপর দুয়ারে সরকারের শিবির দেখে অনেকেই উৎসাহিত হয়েছেন। কারণ এই ধরনের শিবির জেলায় প্রথম। শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন মৎস্যজীবী বংশী হালদার। তিনি জানিয়েছেন, আমি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে এসে আবেদন করেছি। সরকারের এই অভিনব উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই, বিগত দিনে আমাদের কথা এভাবে কেউ ভাবেনি, রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে আমাদের মত মানুষের খুব উপকার হবে। সব মিলিয়ে জেলা প্রশাসনের এহেন ভিন্ন ভাবনায় সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেবার মাধ্যমকে একাধারে যেমন সকলে সাধুবাদ জানিয়েছে পাশাপাশি বহু মানুষ উৎসাহিত হয়েও এই বিশেষ শিবিরে যোগ দিয়েছে।

বোমা বিস্ফোরণে উড়ে গেল যুবকের দুটি হাত

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ১০ এপ্রিল ঃ আবার বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল ইসলামপুরে। সোমবার দুপুরে ইসলামপুর থানা এলাকার বানিয়া গ্রামে এই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সফিজুল হক নামের একজনের বাড়িতে বোমা তৈরির কাজ চলছিল। সেখানেই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে বলে খবর। আর সেখানেই সফিজুলের দু'টি হাতই উড়ে গিয়েছে। এই ঘটনার জেরে তাঁকে তড়িঘড়ি ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। আতঙ্কে ভুগছেন এলাকার মানুষজন। স্থানীয় সূত্রে খবর, এই বিস্ফোরণের সময় ওই বাড়িতে আরও কয়েকজন ছিল। কিন্তু বোমা বিস্ফোরণ হতেই সবাই পালিয়ে যায়। বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। বোমা তৈরি করছিল সফিজুল হক। বিস্ফোরণে তার দুটি হাতই উড়ে গেল। এলাকার বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেয়। ইসলামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ১২টি তাজা বোমা এবং বোমা তৈরির প্রচুর সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে। আতঙ্কে ভুগছেন গ্রামবাসীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, এই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে ইসলামপুরের বানিয়া গ্রামে। এক যুবকের দুটি হাতই উড়ে গিয়েছে বোমা বিস্ফোরণে। ওই যুবকের নাম সফিজুল হক। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে কী কারণে বোমা বাঁধার কাজ চলছিল সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। ওই জখম যুবক সুস্থ হওয়ার পরই এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভব হবে। এই ঘটনার সঙ্গে আর কারা জড়িত সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বোমা পাচার করা হতো নাকি বিশেষ কোনও কারণে এই বোমা তৈরি করা হচ্ছিল সেটা এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। এমনকী গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে গ্রামীণ বাংলার বহু জেলাতে বোমা উদ্ধারের ঘটনা ঘটে চলেছে। সম্প্রতি এই ইসলামপুরেই এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে বোমা মেরে খুন করা হয়। তা নিয়ে তোলপাড় কাণ্ড বেঁধে গিয়েছিল। তারপর বোমাবাজি হওয়ায় এখানে মারাত্মক জখম হয়েছিল এক যুবক। এমনকী উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়াতেই তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে ক'দিন আগে খুনোখুনির ঘটনা ঘটেছিল। এদিন ইসলামপুরে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বোমাবাজি করার জন্য এগুলি তৈরি হচ্ছিল কিনা সেটা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিজেপির ২ নেতার অস্বাভাবিক মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১০ এপ্রিল ঃ আসানসোলে বারাবনির দাসকেয়ারিতে বাইক দুর্ঘটনায় দুই বিজেপি নেতার মৃত্যুতে খুনের তত্ত্ব উঠে আসছে। উল্টোদিক থেকে একটি ডাম্পার এসে বাইকে ধাক্কা মারায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। যাকে দুর্ঘটনা মানতে নারাজ বিজেপি। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে খুন করা হয়েছে দুই বিজেপি নেতাকে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য আসানসোলের বারাবনিতে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত দুই বিজেপি নেতার নাম বাবলু সিং ও মহেন্দ্র সিং। তাঁরা বারাবনির দাসকেয়ারির বাসিন্দা। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে বারাবনির দাসকেয়ারিতে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। বিজেপি দুই নেতা বাইকে ছিলেন। উল্টোদিক থেকে একটি ডাম্পার এসে সেই বাইকে ধাক্কা মারে বলে জানা যাচ্ছে। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় দুই বিজেপি নেতাকে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে এটিকে দুর্ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে বারাবনি এমনিতেই স্পর্শকাতর এলাকা। রাজনৈতিক সংঘর্ষে মাঝেমধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। সেই এলাকায় এই ঘটনায় রহস্য দানা বেঁধেছে। বিজেপি নেতৃত্বের আশঙ্কা, পরিকল্পনামাফিক খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপি নেতাদের। খবর পেয়ে আসানসোল জেলা হাসপাতালে যান বিজেপির আসানসোল জেলা সভাপতি দিলীপ দে, বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব। প্রয়োজনে দুর্ঘটনাস্থলে বা এলাকার সিসি ক্যামেরা ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্তের দাবি তোলেন। বিশেষ করে পঞ্চায়েত ভোটের আগে দুই বিজেপি নেতার মৃত্যুর পেছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র থাকতে পারে বলে অভিযোগ করে বিজেপি নেতৃত্ব। তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক ভি শিবদাসন দাশুর বক্তব্য, এখন সব কিছুতেই ইডি-সিবিআই চাইছে বিজেপি। ওটাই একমাত্র ওদের হাতে অস্ত্র। ওরা আসলে বুঝে গিয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী দিতে পারবে না, তাই এই সব বলছে।

বাইসনের হামলা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ এপ্রিল ঃ ফের লোকালয়ে চলে এলো বাইসন। বাইসনের হামলায় আহত হলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটা ব্লকের আংরাভাষা দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে পার্শ্ববর্তী মরাঘাট রেঞ্জের জঙ্গল থেকে একটি বাইসন প্রথমে পূর্ব খেরকাটা গ্রামে ঢুকে পড়ে, এরপর ধন্দলাশিমলা দাস পাড়ায় ঢুকে পড়ে। বাইসনের হামলায় চৈতু রায় নামের এক ব্যক্তি আহত হন। বর্তমানে আহত জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াড ও নাথুয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে আসে বানারহাট থানার পুলিশ। পরে বাইসনকে জঙ্গলে পাঠানো হয়।

নিথর দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, নাগরাকাটা, ১০ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়ির নাগরাকাটার জলঢাকা নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যাওয়া কিশোরের নিথর দেহ উদ্ধার হল। সোমবার সকালে ওই কিশোরের দেহটিকে নদী থেকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম সুবিত ওরাওঁ (১৪)। বাড়ি নাগরাকাটার সুখানী বস্তীর সুলকামোড় এলাকায়। রবিবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত নদীবক্ষে তল্লাশি চালানোর পরও কিশোরের দেহ মেলেনি। এদিন ভোর থেকে ফের তল্লাশি শুরু হয়। জলপাইগুড়ি থেকে সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের পাশাপাশি তিস্তা-রঙ্গিত রেসকিউ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন টিমকে নিয়ে আসা হয়। তাঁরা যৌথভাবে তল্লাশিতে নেমে পড়েন। সেসময়ই উদ্ধারকারী দলের এক মহিলা সদস্য রোশনি তামাং জলের নীচে দেহটিকে আটকে থাকতে দেখেন। তড়িঘড়ি দলের অন্য সদস্যরা সুবিতের দেহ তুলে নিয়ে আসেন। রেসকিউ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন-এর টিম লিডার সাগর বাসর বলেন, একটি পাথরের খাঁজে দেহটি আটকে ছিল। নজরে আসা মাত্রই আমরা তা তুলে আনতে সফল হই। ব্লক প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা আধিকারিক রণিত বিশ্বাস বলেন, অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। নাগরাকাটা থানার পুলিশ জানিয়েছে, দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে বামেদের পুস্তিকা পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১০ এপ্রিল ঃ বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে পুস্তিকা প্রকাশ করলো বামফ্রন্ট। সোমবার সিপিএমের কোচবিহার জেলা দলীয় কার্যালয়ে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে এই পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। এই পুস্তিকায় মূলত বলা হয়েছে উত্তরবঙ্গের মানুষকে বিভ্রান্ত করছে দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বরা। অনন্ত মহারাজ, বংশীবদন বর্মনরা সাধারণ মানুষের কাছে সঠিক তথ্য তুলে ধরছেন না। বিভিন্ন নির্বাচনের আগে তৃণমূল-বিজেপি এদের ব্যবহার করে ভোট বাক্স ভরছে। কোচবিহাকে 'গ' শ্রেণীর পৃথক রাজ্যের দাবি করা হচ্ছে। গ্রেটার কোচবিহারে দাবিদাররা কোচবিহার রাজ্যের ভারতভুক্তি চুক্তির বিষয়গুলি সংবিধানের ৩৬২ নং ধারায় উল্লেখ করা আছে বলে প্রচার করছে অথচ তারা বলছে না ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ২৬ তম সংবিধান সংশোধনী মাধ্যমে দেশীয় রাজাদের রাজন্য ভাতা সহ সুখ-সুবিধা সম্বলিত সংবিধানের ৩৬২ নং ধারাটি বাতিল করা হয়েছে। বামেদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এই পুস্তক বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিভেদকামীদের পরাস্ত করুন টিতে মূলত কোচবিহারে রাজা এবং ভারত সরকারের চুক্তি এবং এই চুক্তির পরবর্তীতে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেই বিষয় উল্লেখ রয়েছে। বামেদের দাবি বর্তমান পরিস্থিতিতে কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গে তৃণমূল এবং বিজেপি রাজবংশী ভোট নিজেদের দখলে রাখার জন্য দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতাদের যেমন ব্যবহার করছে পাশাপাশি রাজবংশী মানুষকে বোকা বানিয়ে সুবিধা ভোগ করছে অনন্ত মহারাজ এবং বংশীবাদন বর্মনরা।

দৃষ্টিহীন পরিবারের দ্বায়িত্ব জেলাশাসকের

অভিষেক দাস, মালদা, ১০ এপ্রিল ঃ মালদা জেলার রতুয়ার দৃষ্টিহীন এক পরিবারের পাঁচজন সদস্যকে সরকারি ভাবে সমস্ত রকম সাহায্যের উদ্যোগ নিল জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া । সোমবার রতুয়া ২ ব্লকের সম্বলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ইসলামপুর গ্রামে দুয়ারে সরকার প্রকল্পের কাজের তদারকি করতে যান মালদা জেলাশাসকসহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। ওই গ্রামে গিয়েই দৃষ্টিহীন একই পরিবারের পাঁচ সদস্যের অসহায়তার কথা জানতে পারেন জেলাশাসক। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক স্তরে ওই পরিবারটিকে যাতে সব রকম সাহায্য করা যায়, সেব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। জেলাশাসকের এই উদ্যোগ রীতিমতো সাধুবাদ জানিয়েছেন ইসলামপুর গ্রামের বাসিন্দারা। উল্লেখ্য, সোমবার রতুয়া ২ ব্লকের সম্বলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ইসলামপুর গ্রামে পৌঁছয় জেলা প্রশাসনের একঝাঁক আধিকারিকেরা। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংঘানিয়া, রতুয়া ২ ব্লক বিডিও নীশিত কুমার মাহাতো, পুখুড়িয়া থানার ওসি গৌতম চৌধুরী সহ সরকারি আধিকারিকেরা। রাজ্য সরকারের সার্বিক উন্নয়ন পৌঁছে দিতে প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে চলছে দুয়ারে সরকার। এই দুয়ারে সরকারের একটি অন্যতম অংশ মোবাইল ক্যাম্প। যার মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকায় পৌঁছে পরিষেবা প্রদান করছে প্রশাসনের আধিকারিকেরা। তবে ইসলামপুর গ্রামে একটি পরিবারের পাঁচজন সদস্যই শারীরিক ভাবে দৃষ্টিহীন। পরিবারটির কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে জেলাশাসক সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা পৌঁছে যান। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, দৃষ্টিহীন এই পরিবারের মধ্যে দু'জনের মানবিক ভাতা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। আজই তাদের সেই প্রকল্প যুক্ত করা হচ্ছে। অনেক কিছু প্রকল্পের পরিষেবা তারা পাচ্ছেন। যে সমস্ত পরিষেবাগুলি তারা পাচ্ছেন না সেগুলিতে যুক্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি বাড়ির যে ইলেকট্রিকের সমস্যা তা দূর করতেও প্রশাসনিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের চোখের আলো প্রকল্পের অধীনে এই দৃষ্টিহীন পরিবারের সমস্ত সদস্যের পর্যাপ্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই পরিবারের বাসস্থান এবং শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাশাপাশি গ্রামের মানুষের পানীয় জল ও রাস্তার সমস্যা দ্রুত সমাধান হবে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Dy. Chief Engineer (E)/(S&D), KMC invites tender online percentage/item wise rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/GRBU/SO-1/23-24 (1st Call)

Name of the work: **Clog cleaning operation with other allied works of pump units for six months at Jinjira Bazar MPS under GRBU (S&D).** Estimated cost: **₹ 2,92,304.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **183 days.**

(2) NIT No. : KMC/GRBU/SO-2/23-24 (1st Call)

Name of the work: **Clog cleaning and floating materials removal of submersible pump units for six months at Behala Flying Club DPS under GRBU (S&D).** Estimated cost: **₹ 2,59,082.00.** Earnest money: **₹ 5,300.00.** Period of completion: **183 days.** Last date and time of submission of bid: **25.04.2023 at 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **13.04.2023 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : KMC/(S_D)/BDPS/CPT/P-4R/22-23 (2nd Call)

Name of the work: **Repairing, servicing and replacing worn out components of one defective CI penstock gate at CPT Canal DPS under BDPS.** Estimated cost: **Rate to be quoted.** Earnest money: **₹ 2,900.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **24.04.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **11.04.2023 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Director General (S&D), KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/DG(S_D)/GRBU/BI-02/23-24 (1st Call)

Name of the work: **Mfg. fitting fixing protective railing and stair case at the 1st level of incoming channel of pump house at Monikhal DPS under GRBU.** Estimated cost: **₹ 4,71,076.00.** Earnest money: **₹ 9,500.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid: **25.04.2023 (1 p.m.).**

(2) NIT No. : KMC/GRBU/SO-3/23-24 (1st Call)

Name of the work: **Clog cleaning operation of submersible pump units for six months at Trenching Ground LS under GRBU (S&D).** Estimated cost: **₹ 3,91,309.00.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **183 days.** Last date and time of submission of bid: **25.04.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **13.04.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : KMC/DR/PBPS/M-32/2022-2023

Name of the work: **Thorough repairing and renovation of old dilapidated M.S. stracture at different Zones of DWF Station of PBPS (Drg.)/S&D.** Estimated cost: **₹ 3,07,559.00.** Earnest money: **₹ 6,200.00.** Period of completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **24.04.2023 - 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **12.04.2023 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Dy. Chief Engineer (M)/Sewer Cleansing Wing, S&D, KMC invites e-tender online for the following work:

NIT No. : KMC/S&D/SCD(S)/2023-2024/01

Name of the work: **Urgent manufacturing and supply of bucket for bucket machine under M.S.C.D. (South).** Place of work: **KMC Area from Ward-1 to Ward-144.** Estimated amount: **Not applicable.** Time and last date of closing/opening of tender (Technical bid): **22.04.2023 at 12 noon/24.04.2023 at 2 p.m.** For detailed information please visit KMC website: **https://www.kmcgov.in.** The bid forms and other details will be available on and from **12.04.2023 (9 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Dy. Chief Engineer (Mech.)/Roads, KMC invites tender online two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/ASPH/GG/E-29/2022-23

Name of the work: **Continuation of operation and maintenance of drum mix plant at Asphaltum, Goragacha.** Estimated cost: **₹ 2,77,104.** Earnest money: **₹ 5,600.00.** Period of completion: **180 days.** Last date and time of submission of bid: **24.04.2023 - 12.15 p.m.** Bid opening date for technical proposal: **26.04.2023 - 1.15 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **12.04.2023 (4 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

CORRIGENDUM

NIT No. KMC/ELECT/ELY/ESTM-139/22-23 of **Electrical Department** published in this Newspaper (Key No. 1212/22-23) on 29.03.2023. Last date and time of submission of bid should be read as **18.04.2023 at 4 p.m.** instead of 10.04.2023 at 4 p.m.

NIT No. KMC/DG(S_D)/BDPS/M-15/22-23 (1st Call) of **S&D Department** was published in this Newspaper (Key No. 1229/22-23) on 01.04.2023. The last date and time of submission of bid should be read as **25.04.2023 - 12 noon** instead of 13.04.2023 upto 12 noon. (26/23-24)

কবর থেকে চুরি যাচ্ছে দেহের অংশ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১০ এপ্রিল ঃ রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ির রথখোলার কাছে একটি কবরস্থান থেকে মাথার খুলি চুরির করার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল এলাকায়। আর সোমবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ভতনজোত এলাকায় ঠিক একই কায়দায় কবর থেকে চুরি গেল আরেকটি খুলি। যা নিয়ে চিন্তিত স্থানীয় প্রশাসন থেকে এলাকাবাসী। নকশালবাড়ির ক্ষেত্রে পরিবার সূত্রে জানা গেছে, প্রায় আড়াই মাস আগে ক্যান্সার আক্রান্ত গোমা তামাং নামক এক মহিলার মৃত্যু হয়েছিল। পরে কফিনবন্দি করে কবরস্থ করা হয় ওই মহিলাকে। গতকাল এলাকার মানুষ দেখতে পান কবরস্থানে মাটি খোঁড়া ও একাধিক বস্তু কবরের ওপরে পড়ে রয়েছে। যাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল এলাকায়। ঘটনায় মৃত মহিলার স্বামী সুরাজ তামাং ও পরিবারের সদস্যরা নকশালবাড়ি থানায় লিখিত আকারে অভিযোগ করেন। মৃতার স্বামী সুরাজ তামাং জানান, কবরস্থ করার সময় তার স্ত্রীর সেই টুপি ও চুল কবর স্থানের বাইরে পড়ে রয়েছে। তারা খবর দেন পুলিশকে। গোটা ঘটনায় পুলিশ তদন্ত করুক দাবি তাদের। পুলিশ সূত্রে খবর, বিষয়টি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে জানানো হয়েছে। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় গোটা এলাকায়। পরবর্তীতে পুলিশের আশ্বাসে এলাকায় পরিস্থিতি ঠিক হয়। ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ফাঁসিদেওয়া এলাকায়। জানা গিয়েছে, প্রায় ২৬ দিন আগে ফাঁসিদেওয়া বতনজোত এলাকার এক নাবালিকা পায়েল রায় অসুস্থ হয়ে মারা যায়। তাকেও স্থানীয় ভবতজ্ঞ শ্মশান ঘাটে সমাধিস্থ করা হয়। সোমবার সকালে মন্দিরের পুরোহিত-সহ ও এলাকার বেশ কয়েকজন মিলে যখন মাঠে শৌচকর্মের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, সেই সময় দেখতে পান শ্মশানের কবর কে বা কারা খুঁড়েছে। পরবর্তীতে ঘটনার কথা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে গোটা গ্রামে এবং ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য জগদীশ রায় জানান, এমন ঘটনা এলাকায় আগে কখনও ঘটেনি। ঘটনায় এলাকাবাসীরা অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। পুলিশকে অনুরোধ করব ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত করার জন্য। এলাকাবাসীদের অনুমান চোর বা তান্ত্রিকেরা এমন কান্ড ঘটিয়ে থাকতে পারে, তবে আমরা চাই যে বা যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের কঠোর শাস্তি হোক।

DENTAX (INDIA) LIMITED

Registered Office: MMS Chambers, 4A, Council House Street, 1st Floor, Room No. D1, BBD Bag, Kolkata – 700 001
Tel. No. +91-033 1001198l; **E-mail:** dentaxindialtd@gmail.com; **Website:** www.dentaxindialtd.com **CIN:** L51109WB1984PLC037960

Recommendations of the Committee of Independent Directors (**"IDC"**) of Dentax (India) Limited (**"Target Company"**) in relation to the Open Offer (**"Offer"**) made by Cabana Management Consultancy Private Limited ('Acquirer 1'), Mr. Sumit Govind Sharma ('Acquirer 2'), Ms. Priya Sumit Sharma ('Acquirer 3') and Ms Koushal Govindprasad Sharma ('Acquirer 4') (hereinafter jointly called as the 'Acquirers') to the Public Shareholders of the Target Company (**"Shareholders"**) under Regulations 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011and Subsequent Amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations, 2011").

1	Date	10/04/2023
2	Target Company ("TC")	Dentax (India) Limited
3	Details of the Offer pertaining to the Target Company	The Offer is being made by the Acquirers pursuant to Regulation 3(1) and Regulation 4 of SEBI (SAST) Regulations, 2011 for the acquisition upto 26,20,363 (Twenty-Six lakhs Twenty Thousand Three Hundred Sixty Three only) Equity Shares of the Face Value of Rs. 10/- each representing 26% of the emerging voting capital of the Target Company at a Price of ₹10/- (Rupees Ten Only) ("Offer Price") per share, payable in Cash.
4	Acquirer	Cabana Management Consultancy Private Limited ('Acquirer 1'), Mr. Sumit Govind Sharma ('Acquirer 2'), Ms. Priya Sumit Sharma ('Acquirer 3'), Ms Koushal Govindprasad Sharma ('Acquirer 4')
5	Manager to the Offer	Kunvarji Finstock Private Limited
6	Members of the Committee of Independent Directors (IDC)	1. Shri Pankaj Dhanuka Chairman 3. Shri Kailash Dhanuka Member 2. Shri Ashish Goenka Member 4. Shri Kiran Thakural Member
7	IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract/relationship), if any	IDC Member's is an Independent Director on the Board of the Target Company. They do not have any Equity holding in the Target Company. None of them has entered into any other contract or has other relationships with the Target Company.
8	Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDC Members	No trading in the Equity Shares of the Target Company has been done by any of the IDC Members.
9	IDC Member's relationship with the Acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract/relationship), if any.	None of the IDC Members holds any contracts, nor have any relationship with the Acquirers in their personal capacities.
10	Trading in the Equity shares/other securities of the Acquirer by IDC Members	No trading in the Equity Shares/other securities of the Acquire by IDC Members
11	Recommendation on the Open offer, as to whether that the Offer is fair and reasonable and in line with the offer, is or is not, fair and reasonable	Based on the review of the Public Announcement and the Detailed Public Statement issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirers. IDC Members believe the SEBI (SAST) Regulations, 2011.
12	Summary of reasons for the recommendation	IDC has taken into consideration the following for making the recommendation: IDC has reviewed a) The Public Announcement ("PA") dated 11/01/2023; b) The Detailed Public Statement ("DPS") which was published on 18/01/2023; c) The Draft Letter of Offer ("DLOF") dated 25/01/2023; d) The Letter of Offer ("LOF") dated 30/03/2023. Based on the review of PA, DPS, DLOF and LOF, the IDC Members are of the view that the Offer Price is in line with the parameters prescribed by SEBI in the Regulations. The Equity Shares of the Target Company are not frequently traded on The Calcutta Stock Exchanges (CSE) during the Twelve (12) calendar months preceding the month in which PA was made as set out under Regulation 2(1) (j) of SEBI (SAST) Regulation, 2011. The Offer Price of Rs. 10/- (Ten Only) per Equity Share is justified in terms of Regulations, 8(1) and 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 being the highest of the following:

Sr.	Particulars	Price (in Rs. per Equity Share)
1	The highest negotiated price per Equity Share of the Target Company for acquisition under any agreement attracts the obligation to make a PA of an Open Offer.	10/-
2	The volume-weighted average price paid or payable for acquisition by the Acquirer during 52 (Fifty-Two) weeks immediately preceding the date of PA.	Not Applicable
3	The highest price paid or payable for any acquisition by the Acquirer during 26 (Twenty-Six) weeks immediately preceding the date of the PA.	Not Applicable
4	The volume-weighted average market price of such Equity Shares for a period of sixty trading days immediately preceding the date of PA as traded on an exchange, provided such shares are frequently traded.	Not Applicable
5	The per Equity Share value computed under Regulation 8(5) of the Takeover Regulations, if applicable.	Not Applicable
6	Where the shares are not frequently traded, the price determined by the Acquirers and the Manager to the Offer taking into account valuation parameters including book value, comparable trading multiples and earnings per share.	10/-

In view of the parameters considered and presented in the table above, in the opinion of acquirers and manager to the offer, the Offer Price is Rs. 10/- in terms of Regulation 8(2) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011.

13	Details of Independent Advisors, if any.	None
14	Any other matter to be highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making the proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the Regulations.

For and on behalf of the Committee of Dentax (India) Limited
Sd/-
Mr. Pankaj Dhanuka
Director (DIN:03183386)

Place: Kolkata
Date:April 10, 2023

কলকাতায় লিটন পুরো আইপিএল কি খেলবেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ এপ্রিলঃ তারিখ পে তারিখ তারিখ পে তারিখ ভেসে আসছিল ওপার বাংলা থেকে। ১৬তম আইপিএলে কেকেআরের হয়ে খেলতে বাংলাদেশ থেকে কবে আসবেন লিটন দাস? আদৌ তিনি কি এ বারের আইপিএলে খেলতে পারবেন? এই প্রশ্ন দিন দিন জোরাল হচ্ছিল। এ বার নাইট সমর্থকদের অপেক্ষার অবসান হল। রবিবার রাতে কলকাতায় পৌঁছে যান লিটন। তিলোত্তমায় আসার আগে ঢাকার এয়ারপোর্টে লিটন পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন, এ বারের আইপিএলে তিনি কতদিন খেলতে পারবেন। ঢাকা থেকে কলকাতায় আসার বিমান ধরার আগে এয়ারপোর্টে লিটন বলেন, ''আমি ওখানে অন্তত ২০-২৫ দিন থাকব। আমি চেষ্টা করব যতটা বেশি সম্ভব ক্রিকেটীয় জ্ঞান অর্জন করার। যাতে ভবিষ্যতে সেটা আমার কাজে লাগে।'' ভারতের মাটিতে চলতি বছরে রয়েছে ওডিআই বিশ্বকাপ। আইপিএলে ভারতের মাটিতে খেলার অভিজ্ঞতাটা লিটন ওডিআই বিশ্বকাপের সময় কাজে লাগাতে চান। কোচিতে হওয়া আইপিএলের নিলাম থেকে লিটন দাসকে এ বার ৫০ লক্ষ টাকায় কিনেছে কেকেআর। কেকেআরে আপাতা রহমানুল্লা গুরবাজ, জেসন রয়ের মতো বিদেশি ওপেনার রয়েছেন। ফলে নাইটদের একাদশে লিটন সুযোগ পাবেন কিনা সেটা একটা বড় প্রশ্ন। তবে লিটন বলেন, ''আমি জানি না কেকেআরের হয়ে আমি খেলতে পারব কিনা। আর খেললেও যে আমি ভালো পারফর্ম করতে পারব কিনা সেটাও জানি না। তবে পুরোটাই আমার কাছে শেখার ব্যাপার।'' লিটন আরও বলেন, ''আমার কোনও আলাদা পরিকল্পনা নেই। যদি সুযোগ পাই ভালো ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করব। ওপেনার হিসেবে আমি বেশ আত্মবিশ্বাসী। এই দলটা বেশ আলাদা। আমি আগে কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলিনি। তাই আমি সুযোগ পেলে নিজের সেরাটা উজাড় করে দেব।'' টিমের সঙ্গে দেখা করার পর হয়তো আগামী কাল থেকেই অনুশীলন শুরু করে দেবেন লিটন।

সুপার কাপে গোকুলামকে ৫ গোলের মালা মোহনবাগানের

কোঝিকোড়, ১০ এপ্রিলঃ আইএসএলে যেখানে শেষ করেছিল, সেখান থেকেই সুপার কাপে শুরু করল মোহনবাগান। চ্যাম্পিয়নের মতোই খেলল তারা। গোকুলাম কেরালাকে তাদের ঘরের মাঠে ৫-১ গোলে হারাল সবুজ-মেরুন। মোহনবাগানের হয়ে জোড়া গোল করলেন লিস্টন কোলাসো। ১টি করে গোল হুগো বুমোস, মনবীর সিংহ ও কিয়ান নাসিরির। গোকুলামের হয়ে শেষ দিকে একটি গোল শোধ করেন মেন্ডি। কেরলে খেলা হলেও শুরু থেকেই দাপট ছিল মোহনবাগানের। দুই প্রান্ত ব্যবহার করে আক্রমণ তুলে আনছিল তারা। খেলার ৬ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল করেন লিস্টন। আইএসএলের শুরুর দিকে ছন্দে না থাকলেও যত সময় গড়িয়েছে ছন্দে ফিরেছেন লিস্টন। সুপার কাপে গোলও করে ফেললেন। বক্সের ভিতর থেকে ডান পায়ের ইনস্টেপে প্রথম গোল করেন লিস্টন। শুরুতে গোল খেয়ে আরও চাপে পড়ে যায় কেরল। ২৭ মিনিটের মাথায় নিজের দ্বিতীয় গোল করেন লিস্টন। এ বার বক্সের অনেকটা বাইরে থেকে ডান পায়ের জোরালো শটে গোল করেন তিনি। কিছু করার ছিল না

গোকুলামের গোলরক্ষকের। প্রথমার্ধে আরও একটি গোল করে বাগান। এ বার গোলদাতা বুমোস। গোলরক্ষকের পায়ের ফাঁক দিয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি। প্রথমার্ধে ৩-০ গোলে এগিয়ে গেলেও আক্রমণের গতি কমায়নি বাগান। তার ফলও মেলে। গোটা ম্যাচে বাগান ফুটবলারদের তাড়া করে গেলেন গোকুলামের ফুটবলাররা। কিন্তু কাজের কাজটা করতে পারলেন না। দ্বিতীয়ার্ধে ৬৩ মিনিটের মাথায় বক্সের বাঁ দিকে বল ধরে অরক্ষিত মনবীরের উদ্দেশে বল বাড়ান বুমোস। ডান পায়ের মাটি ঘেঁষা শটে গোল করেন মনবীর। ৭১ মিনিটের মাথায় একটি গোল শোধ করে গোকুলাম। ওমারের ফ্রিকিক থেকে হেডে গোল করেন মেন্ডি। ম্যাচের অতিরক্ত সময়ে ডিফেন্ডারের ভুলে গোল করেন কিয়ান। ৫-১ গোলে ম্যাচ জেতে মোহনবাগান।

আলো নেই, মাঠ নেই চরম অব্যবস্থা সুপার কাপে!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

অনুশীলনের জন্য নেই ভালো মাঠ, পর্যাপ্ত আলো নেই, থাকার সুব্যবস্থা নেই। কেরলে আয়োজিত সুপার কাপ নিয়ে একাধিক সমস্যায় দলগুলো। ইস্টবেঙ্গল কোচ স্টিফেন কনস্ট্যান্টাইন বারবার খারাপ মাঠের কথা তুলে ধরেছেন। ওড়িশার সঙ্গে ড্রয়ের পরও অনুশীলনের মাঠ নিয়ে সোচ্চার হন লাল-হলুদ কোচ। এমনকি ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলন করতে বেশ কয়েক কিলোমিটার ছুটতে হয় ব্রিটিশ কোচকে। কোঝিকোড় আর মঞ্জেরিতে খেলতে গিয়ে বেশ কিছু অভিযোগ সামনে আসছে। ইস্টবেঙ্গল কোচ স্টিফেন কনস্ট্যান্টাইন তো বলেই দিচ্ছেন, 'অনুশীলনে কোনও ফুটবলার বড় চোট পেলে তার দায় কে নেবে?'' স্থানীয় উদ্যোক্তারা রাতে অনুশীলনের জন্য মাঠে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাও করতে পারেনি। চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যেই চলছে সুপার কাপ। কলকাতা, গোয়া ছেড়ে কেরলকেই সুপার কাপের ভেনু হিসেবে বেছে নেয় ফেডারেশন। ঠিকঠাক ট্রেনিং ব্যবস্থা না থাকায় প্রত্যেক ম্যাচের আগে ১৮৫ কিলোমিটার যাতায়াত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেরালা ব্লাস্টার্স। কোচি থেকে কোঝিকোড় যেতে সময় লাগে ৫ ঘণ্টারও বেশি কিছু সময়। আয়োজকদের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে খোদ হোম টিমই। ভেনু থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে হোটেলে রয়েছে দলগুলো। ইস্টবেঙ্গলসহ আরও দুটো দল ফেডারেশনের কাছে এ নিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছে। অব্যবস্থার কথা স্বীকারও করে নিচ্ছে উদ্যোক্তারা। টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য রাজ্য সরকারের থেকে পর্যাপ্ত অর্থ পায়নি উদ্যোক্তারা। কেরলের রাজ্য স্পোর্টস কাউন্সিল থেকে কিছু অর্থ পাওয়ার আশা করছে টুর্নামেন্টের আয়োজকরা। সেটা না পাওয়া পর্যন্ত সমস্যা যে বাড়তেই থাকবে তা আন্দাজ করাই যায়। সন্তোষ ট্রফি আয়োজনের জন্য রাজ্য সরকারের থেকে টাকা পেলেও, সুপার কাপের জন্য এখনও পর্যাপ্ত অর্থ পায়নি আয়োজকরা। অভিযোগ স্থানীয় আয়োজক কমিটির এক সদস্যের। ট্রেনিং ব্যবস্থা নিয়ে একগুচ্ছ অভিযোগ থাকলেও, প্লেইং ভেনু নিয়ে এখনও কোনও দলের তরফ থেকে অভিযোগ ওঠেনি।

ছন্দ নেই, রাগ আছে! সৌদি লিগে নতুন বিতর্কে রোনাল্ডো

রিয়াধ, ১০ এপ্রিলঃ অ্যালবার্ট পিন্টো কো গুসসা কিয়ুঁ আতা হ্যায়? সেই হিন্দি সিনেমার নামটাই যেন সৌদি ফুটবলে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে! শুধু একটু বদলে নিয়ে- ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো কো গুসসা কিয়ুঁ আতা হ্যায়? আটত্রিশে মাঠে ফুল ছড়াচ্ছেন তিনি। দেশ হোক আর ক্লাব, গোলের খিদে আজও বহাল। কিন্তু টিম জয় না পেলে, তিনি গোল না পেলেই রেগে আগুন। বয়স যত বাড়ছে, ততই যেন রাগ বাড়ছে সিআর সেভেনের। এর আগেও ঝামেলায় জড়িয়েছেন বহুবার। আর একবার রোনাল্ডো বিতর্কে। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ছেড়ে সৌদির ক্লাবে যোগ দিয়েছেন এই মরসুমেই। নতুন ক্লাবে খেলার জন্য বিপুল অর্থ যেমন নিয়েছেন, তেমনই আল নাসেরের হয়ে বেশ সফলও। প্রায় প্রতি ম্যাচেই গোল করছেন। কিন্তু তারকাসুলভ উগ্র মেজাজটা যে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। রোনাল্ডো যেন বলতে চান, মেজাজটাই তো আসল রাজা! মেজাজি রোনাল্ডো যে বিতর্কে ডেকে আনবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী! নতুন কোচ বিতর্কে জড়ালেন পর্তুগিজ সুপারস্টার? সৌদি লিগে আল ফিহার সঙ্গে খেলা ছিল রবিবার রাতে। আল নাসের যে ম্যাচে আটকে গিয়েছে। রোনাল্ডোর মতো তারকা উল্টো দিকে। যে কারণে ডিফেন্সিভ মোডেই পুরো ম্যাচটা খেলেছে প্রতিপক্ষ টিম। বহু চেষ্টা করেও আল ফিহার গোলমুখ খুলতে পারেননি রোনাল্ডো বা তাঁর টিমমেটরা। ৭ মিনিটের স্টপেজ টাইমেও বদলায়নি পরিস্থিতি। শেষ পর্যন্ত গোলশূন্য শেষ হয় ম্যাচ। আর তার পরই আগুন-বর্ষণ করেছেন সিআর সেভেন। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর টিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে, বিপক্ষের ফুটবলার আলি আল-জাকানের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়েছেন তারকা। রোনাল্ডোকে বলতে শোনা গিয়েছে, ''তুমি আর তোমার টিম ফুটবলটা খেলতেই চাওনি।'' রোনাল্ডো তো বটেই, তাঁর পুরো টিমই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিল আল ফিহার ফুটবলারদের সঙ্গে। সৌদি লিগ টেবলের শীর্ষে রয়েছে আল ইত্তিহাদ। আল নাসের প্রবল চেষ্টা চালাচ্ছে, যাতে ইত্তিহাদকে টপকানো যায়। কিন্তু এখনও তা সম্ভব হয়নি। উল্টে ইত্তিহাদ পয়েন্ট টেবলে ফারাক ক্রমশ বাড়াচ্ছে। আল ফিহার বিরুদ্ধেও আল নাসেরের মতো রোনাল্ডোও তেমন ছন্দে ছিলেন না। প্রধমার্ধে একবার গোল করার জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন সিআর সেভেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ কিপার ভ্লাদিমির স্তোজকোভিচকে টপকাতে পারেননি। ফ্রি-কিক থেকেও গোল করতে পারতেন রোনাল্ডো। ক্রসবারের উপর দিয়ে তা উড়িয়ে দেন। একবার আটকে গিয়েছে অফসাইডে। সব মিলিয়ে ফর্মে না থাকাটা আরও চাপ বাড়াল আল নাসেরের। আর তাতেই যে মেজাজ হারিয়েছেন রোনাল্ডো, সন্দেহ নেই।

অন্যের 'চুরি' করা ব্যাটে ৫ ছক্কা মারেন রিঙ্কু, জানালেন রানা

আমেদাবাদ, ১০ এপ্রিলঃ 'অসম্ভব' এই শব্দটা রিঙ্কু সিংয়ের ডিকশনারিতে নেই বললেই চলে। আমেদাবাদে রবিবাসরীয় আইপিএল জমিয়ে দিয়েছিলেন নাইট তারকা রিঙ্কু। আলিগড়ের বছর ২৫ এর রিঙ্কুর মহাকাব্যিক পাঁচ ছক্কার ঘোর এখনও কাটছে না ক্রিকেট প্রেমীদের। আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে শেষ ওভারে যখন যশ দয়ালের বল একের পর এক বাউন্ডারির বাইরে পাঠাচ্ছিলেন রিঙ্কু, সেই সময় প্রায় হৃদয় হাতের মুঠোয় ধরে বসেছিল নাইট শিবির। শেষ ওভারে টানা ৫ বলে ৫টি ছক্কা মারার পর রিঙ্কু যখন কেকেআরকে জেতালেন, সেই সময় সবার আগে উচ্ছ্বসিত হতে মাঠের মধ্যে ছুট্টে ঢুকে পড়েন নাইট ক্যাপ্টেন নীতীশ রানা। তাঁর চোখ-মুখই বলে দিচ্ছিল রিঙ্কু সত্যিকার অর্থেই এক দুরন্ত নাইট যোদ্ধা। আর ম্যাচের শেষে জানা গেল, মাঠে নামার আগে অধিনায়ক রানার ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন রিঙ্কু। তাতে যদিও রানা হতাশ নন। উল্টে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়া রিঙ্কুকে এক দারুণ পুরস্কার দিয়েছেন রানা। কী সেই পুরস্কার? ম্যাচের শেষে রিঙ্কুকে কার্যত কোলে তুলে নেন নীতীশ রানা। আবেগে-উচ্ছ্বাসে ভাসছিল নাইট শিবির। মধ্যমণি অবশ্যই রিঙ্কু সিং। ম্যাচের শেষে রানা জানান, যে ব্যাটে রিঙ্কু টানা ৫ বলে ৫ ছক্কা হাঁকিয়েছেন সেটি তাঁর ব্যাট। ১৬তম আইপিএলে কেকেআরের হয়ে প্রথম ২টো ম্যাচে রানা যে ব্যাট নিয়ে খেলেছিলেন গুজরাটের বিরুদ্ধে সেই ব্যাট নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন রিঙ্কু সিং। সোশ্যাল মিডিয়ায় কেকেআরের শেয়ার করা ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, রানাকে প্রশ্ন করা হয় এটি কোন ব্যাট? উত্তরে তিনি বলেন, ''এট আমার ম্যাচ ব্যাট। আইপিএলের প্রথম ২টো ম্যাচ আমি এই ব্যাটেই খেলেছি। পুরো ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি মরসুম সৈয়দ মুস্তাক আলি এবং গত বছরের শেষ কয়েকটা ম্যাচ আমি এই ব্যাটেই খেলেছি। আজ আমি ব্যাট বদল করেছিলাম। রিঙ্কু আমার কাছে ব্যাটটা খুঁজেছিল। আমার ব্যাটটা ওকে দেওয়ার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ভেতর থেকে কেউ ব্যাটটা নিয়ে এসেছিল। তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম রিঙ্কু এই ব্যাটটাই নেবে। কারণ ব্যাটটা তুলনামূলক হালকা। এই ব্যাটটা তো আর আমার নয় এখন। এটা এ বার থেকে রিঙ্কুর।'' কেকেআরের শেয়ার করা আরও একটি ভিডিয়োতে দেখা যায় রিঙ্কুকে নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার পর, তাঁকে খাবার খেতে বলেন নীতীশ রানা। সঙ্গে আরও বলেন অনেক ম্যাচ এখনও বাকি। সেগুলিতেও তাঁকে তো রান করতে হবে রিঙ্কুকে।

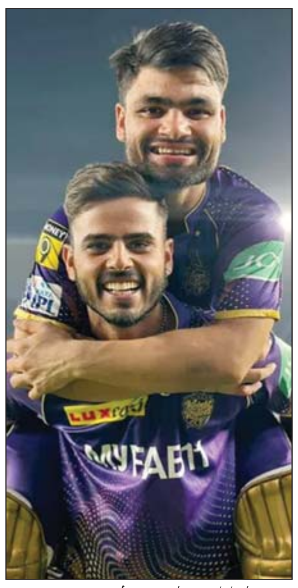

ওয়ার্নারকে শেহওয়াগ

'এভাবে খেললে আর আইপিএলেই এসো না'

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিলঃ তিন ম্যাচে তিন হার, আইপিএলে এবারের মরসুমে দিল্লি ক্যাপিটালসের শুরুটা হয়েছে ভয়াবহ। গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে ৬ উইকেট, লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টসের বিপক্ষে ৫০ রানের পর সর্বশেষ রাজস্থান রয়্যালসের কাছে ৫৭ রানের বড় ব্যবধানে হেরেছে দলটি। স্বাভাবিকভাবেই সমালোচনা হচ্ছে দিল্লির পারফরম্যান্স নিয়ে। তবে দিল্লি অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নারকে নিয়ে করা বীরেন্দ্র শেহওয়াগের মন্তব্য হয়তো ছাড়িয়ে গেছে সব কিছুকেই! এমন খেলতে থাকলে যে ওয়ার্নারকে আর আইপিএলে না আসার কথাই বলেছেন ভারতের প্রাক্তন ওপেনার। শনিবার গুয়াহাটিতে ২০১ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিং করা দিল্লির হয়ে অধিনায়ক ওয়ার্নার খেলেছেন ৬৫ রানের ইনিংস। দলের আটজন দুই অঙ্কই ছুঁতে পারেননি। তবুও ওয়ার্নারকে সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁর খেলার ধরনে, ৬৫ রান করতে এই বাঁহাতি খেলেছেন ৫৫ বল। শেহওয়াগ ক্রিকেটভিত্তিক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের এক ভিডিওতে বলেছেন, ''আমার মনে হয় এখন ওয়ার্নারকে ইংরেজিতে বলার সময় এসেছে, যাতে সে বুঝতে পারে এবং আঘাত পায়। ডেভিড, যদি তুমি শুনে থাকো, তাহলে দয়া করে ভালো খেলো। ২৫ বলে ৫০ করো।'' যে উইকেটে রাজস্থান ২০০ রান তুলেছে, দিল্লি সেখানে ২০ ওভার ব্যাটিং করেও ১৪২ রানে আটকে গেছে। ৩৬ বছর বয়সী ওয়ার্নারকে তরুণ ভারতীয় ব্যাটসম্যান যশস্বী জয়সোয়ালের কাছ থেকেও শিখতে বলছেন শেহওয়াগ, ''জয়সোয়ালের কাছ থেকে শেখো, সে ২৫ বলে ফিফটি করেছে। আর সেটি যদি করতে না পারো, তাহলে আইপিএলে খেলতে এসো না।'' এখানেই শেষ করেননি শেহওয়াগ, ''৫৫-৬০ রান করার চেয়ে যদি ৩০ রানেই ডেভিড আউট হয়ে যেত, দলের জন্য ভালো হতো। রোভম্যান পাওয়েল ও ঈশান পোরেলের মতো খেলোয়াড়েরা আরও আগে নামতে পারত, হয়তো কিছু করতে পারত। তারা দলের বিগ হিটার, কিন্তু তাদের জন্য বল বাকি ছিল না।'' দিল্লির হারের পুরো দায় ওয়ার্নারের ওপর চাপাচ্ছেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার রোহন গাভাসকরও, ''যদি ৮ বলে ৮ রান করে আউট হন, তাহলে যে কেউ বলতেই পারেন যে ছন্দ খুঁজে পায়নি। তবে আপনি দলের অধিনায়ক, আপনার অভিজ্ঞতা আছে। তারা দেখাল তারই দ্রুততম ৬ হাজার আইপিএল রান আছে, ফলে সে এমন ইনিংস খেলবে ভাবাও যায় না। যদি অধিনায়ক না হতো, দিল্লি তাহলে হয়তো তাকে ব্যাটিং থেকেই উঠিয়ে নিত! যদি এটা তরুণ কোনো ভারতীয় ব্যাটসম্যান হতো, তাহলে তার ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যেত সেখানেই। ওয়ার্নারকেই এ হারের দায়িত্ব নিতে হবে।'' সুস্থ থাকলে দিল্লিকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল ঋষভ পন্তের। তবে গত ডিসেম্বরে ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত পন্তের মরসুম শেষ হয়ে গেছে আরও আগেই। তাঁর অনুপস্থিতিতে দিল্লিকে খাপছাড়াই মনে হচ্ছে তাই। কেন এমন হচ্ছে, জানেন না কোচ রিকি পন্টিংও। রাজস্থানের বিপক্ষে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন, ''আমরা এ মুহূর্তে অনেকটাই পিছিয়ে আছি, তবে কেন, সেটি নির্দিষ্ট করে বলতে পারছি না। ছেলেদের অনুশীলন ও প্রস্তুতিতে কাজকর্ম সত্যিই ভালো, তবে মাঠে ফল আসছে না। যদি জানতাম (কী সমস্যা), তাহলে তো বদলাতাম।''

জমজমাট ম্যাচে আর্সেনালকে জিততে দিল না লিভারপুল

প্রথম আধা ঘণ্টায় দাপুটে ফুটবলে দুই গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর খেই হারাল আর্সেনাল। ব্যবধান কমিয়ে ম্যাচ জমিয়ে তুলল লিভারপুল। সমতায় ফেরার প্রথম সুযোগে পেনাল্টি মিস করে হতাশা বাড়ালেন মোহামেদ সালাহ। শেষ দিকে অবশ্য আরেকটি গোল ঠিকই পেয়ে গেল ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। রোমাঞ্চকর লড়াই শেষ হলো সমতায়।

লিভারপুল, ১০ এপ্রিলঃ অ্যানফিল্ডে রবিবার প্রিমিয়ার লিগের হাইভোল্টেজ ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। গাব্রিয়েল মার্তিনেলি ও গাব্রিয়েল জেসুস সফরকারীদের এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান কমান সালাহ। নির্ধারিত ডাইকের পায়ে লেগে বল পেয়ে যান মার্তিনেলি। প্রতিপক্ষের দুই খেলোয়াড়ের মাঝ দিয়ে বক্সে ঢুকে এগিয়ে আসা আলিসনকে পরাস্ত করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। আধিপত্য ধরে রেখে ২৮তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে ফেলে দিয়োগো জটার থেকে বল পেয়ে হেন্ডারসন পাস দেন দূরের পোস্টে, শুধু জালে বল ঠেলে দেন সালাহ। ৫৪তম মিনিটে সালাহর সামনে সুযোগ আসে সমতা টানার, কিন্তু স্পট কিকে বাইরে বল মারেন তিনি। জটা বক্সে ফাউলের শিকার দিকের বাইলাইনের কাছাকাছি থেকে ট্রেন্ট অ্যালেকজান্ডার-আর্নল্ডের ক্রসে দূরের পোস্টে হেডে বল জালে পাঠান ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। ছয় মিনিট যোগ করা সময়ে এগিয়ে যাওয়ারও ভালো তিনটি সুযোগ পায় লিভারপুল। প্রথমে সালাহর প্রচেষ্টা

সময়ের তিন মিনিট বাকি থাকতে সমতা টানেন রবের্তো ফিরমিনো। ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরের পর অ্যানফিল্ডে লিগ ম্যাচে জয়ের খুব কাছে গিয়েও পারল না আর্সেনাল। লিগ টেবিলের ম্যানচেস্টার সিটির চেয়ে ফের ৮ পয়েন্টে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগও হারাল মিকেল আর্তেতার দল। অষ্টম মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগ পেয়েই এগিয়ে যায় আর্সেনাল। মার্টিন ওডেগোরের পাস লিভারপুলের ভার্জিল ফন সফরকারীরা। এবার গোলে অবদান রাখেন মার্তিনেলি। বাঁ দিক থেকে তার ক্রসে ছয় গজ বক্সের মুখে অনেকটা লাফিয়ে হেডে গোলটি করেন আরেক ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড জেসুস। ৩৪তম মিনিটে ব্যবধান কমানোর বড় সুযোগ হারান সালাহ। জর্ডান হেন্ডারসনের থ্রু বল ধরে ওয়ান-অন-ওয়ানে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি মিশরীয় ফরোয়ার্ড। আট মিনিট পর আর ভুল করেননি সালাহ। ডি বক্সে বাঁ দিক থেকে হলে পেনাল্টি পেয়েছিল লিভারপুল। মাঝে পরিষ্কার সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না কেউ। ৮১তম মিনিটে দুর্দান্ত এক সেভে আর্সেনালকে এগিয়ে রাখেন অ্যারন র‍্যামসডেল। সালাহর থ্রু বল ধরে এগিয়ে যান দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নামা দারউইন নুনেস। সামনে একমাত্র বাধা গোলরক্ষক, এগিয়ে এসে তার প্রচেষ্টা ঠেকিয়ে দেন র‍্যামসডেল। ৮৭তম মিনিটে ফিরমিনোর ওই গোল আর স্কোরলাইনে সমতা। ডান উড়ে যায় ক্রসবারের ওপর দিয়ে। পরের মিনিটে তার শট দারুণ দক্ষতায় প্রতিহত করেন র‍্যামসডেল। শেষ মিনিটে ইব্রাহিমা কোনাতের প্রচেষ্টা গোললাইন থেকে ফেরান তিনি। এই ড্রয়ে লিগের শিরোপা লড়াইও জমে উঠল। ৩০ ম্যাচে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে আর্সেনাল। এক ম্যাচ কম খেলে ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে শিরোপাধারী ম্যানচেস্টার সিটি। সিটির সমান ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে আছে লিভারপুল।

এখনই বছরে দুটো আইপিএল নয় অরুণ ধুমল

মুম্বই, ১০ এপ্রিলঃ যত দিন যাচ্ছে তত বাড়ছে আইপিএলের জনপ্রিয়তা। হাজার হাজার কোটি টাকায় বিক্রি হয়েছে সম্প্রচার স্বত্ব। এ বার প্রতিটি ম্যাচ ঘিরেই তৈরি হয়েছে উত্তেজনা। দাবি উঠছে বছরে দু'বার আইপিএল করার। বোর্ডকর্তারাও সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। আদৌ কি সেটা সম্ভব? এক সাক্ষাৎকারে সেই উত্তর দিলেন আইপিএলের চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল। তাঁর মতে, এখনই হয়তো বছরে দু'বার আইপিএল করা যাবে না। কিন্তু আগামী দিনে পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে ভেবে দেখবেন তাঁরা। ধুমল বলেছেন, ''আইপিএলের যে ফরম্যাট তাতে একই বছরে আর একটা প্রতিযোগিতা করা সম্ভব নয়। আগামী চার বছরের দ্বিপাক্ষিক সিরিজের সূচি আমরা সবাই জানি। তাই এখন সম্ভব নয়। কিন্তু কোনও দিন অন্য কোনও ফরম্যাটের বা ছোট প্রতিযোগিতা আয়োজন করার সুযোগ এলে আমরা নিশ্চয়ই ভাবনাচিন্তা করব।'' ক্রিকেটপ্রেমীরা অনেকেই মনে করছেন, আস্তে আস্তে ফুটবলের রাস্তায় হাঁটছে ক্রিকেট, যেখানে ক্লাবের হয়ে খেলাই প্রধান হয়ে উঠবে। দেশের হয়ে কম খেলতে হবে। ধুমল ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়েছেন দর্শকদের উপরেই। বলেছেন, ''এটা দর্শকদেরই ঠিক করতে দেওয়া ভাল। যদি তাঁরা মনে করেন একটা নির্দিষ্ট ফরম্যাটে খেলা হবে, ধরে নেওয়া যাক টি-টোয়েন্টিতে খেলা হলে ভাল এবং এক দিনের ক্রিকেট বা টেস্ট ক্রিকেটের কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই, তা হলে আগামী দিনে সেটাই হবে।''

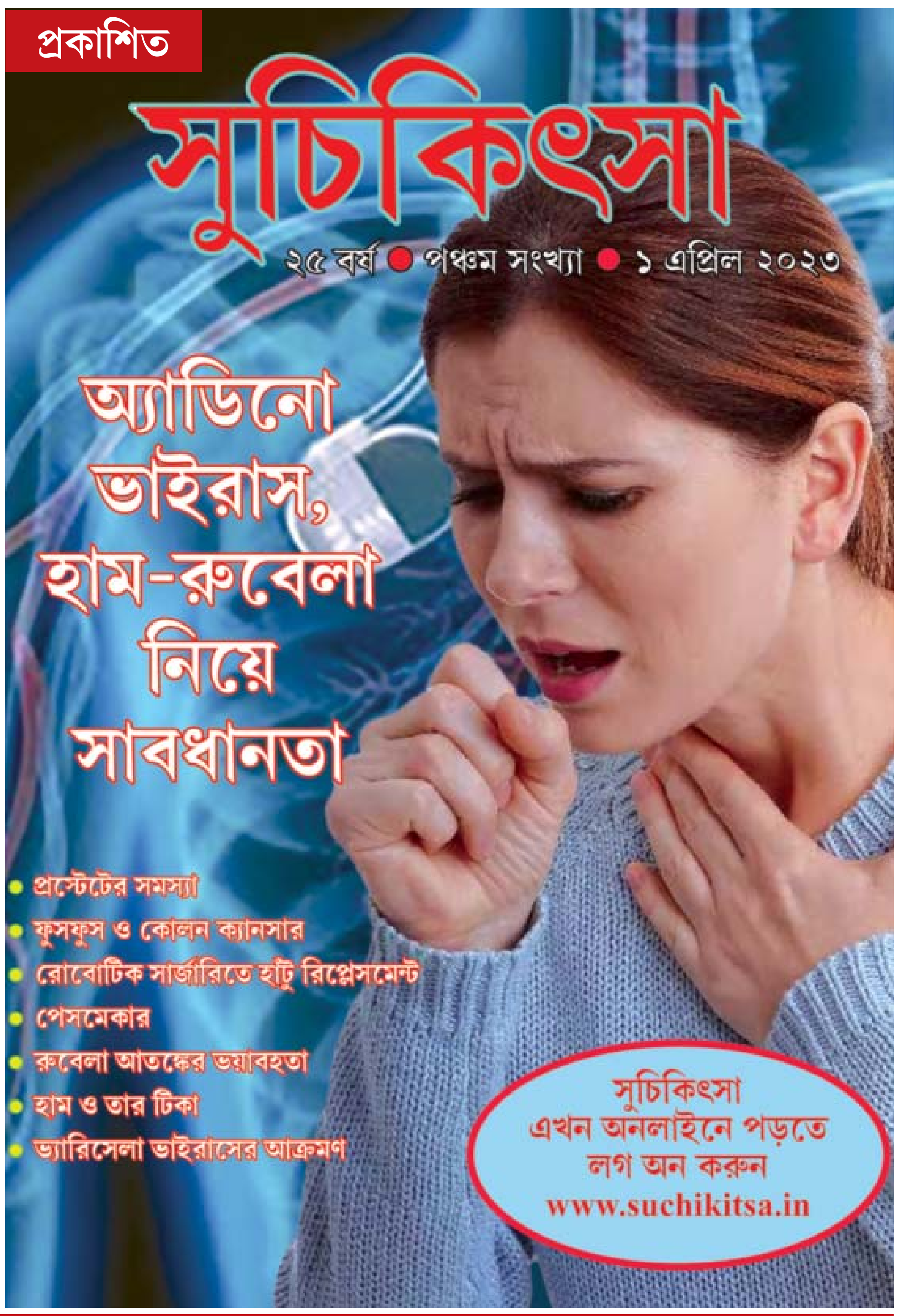

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501